HAND-BOOK OF *Sanskrit Medicine in Popular Bengali*

PART I

BY

KABIRAJ JASODA-NANDAN SIRCAR

গৃহস্থের মুষ্টিযোগ ও কবিরাজের

চিকিৎসা-প্রবেশ

প্রথম ভাগ।

এই খণ্ডে সমস্ত প্রচলিত রোগের চিকিৎসা আছে।

কবিরাজ

শ্রীযশোদানন্দন সরকার-প্রণীত।

METCALFE PRESS : CALCUTTA.

1897.

CALCUTTA:
PRINTED BY S BHATTACHARYYA.
METCALFE PRESS
1 GOUR MOHAN MUKHRJI'S STREET
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
20 CORNWALLIS STREET.
1897.

সূচীপত্র।

বয়•

সূচীপত্র।

সূচাপত্র।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

বিজ্ঞাপন।

আয়ুর্ব্বেদের সার সার কথা ও মুষ্টিযোগ সকল সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। একই রোগের অনেক ঔষধ আছে; দেশ কাল পাত্র ভেদে সকল ঔষধই উপযোগী হয়। আবার এমন ঔষধও আছে যাহা অধিকাংশ দেশে অধিকাংশ কালে অধিকাংশ পাত্রের উপযোগী হয়। আয়ুর্ব্বেদে উভয় প্রকার ঔষধই আছে। ডাক্তারীতে শেষোক্ত প্রকার ঔষধই আছে। এই জন্য ডাক্তারী ঔষধ প্রয়োগ করিবার সুবিধা হয়। আমাদের অসংখ্য পাচন, অসংখ্য তৈল, অসংখ্য ঘৃত, অসংখ্য বটী ও চূর্ণাদি আছে। কিন্তু কোন্ রোগের কোন্ অবস্থায় কোন্টী প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার নির্দ্দেশ নাই। যেমন জ্বরে দুর্জ্জল-জেতা দিবারও ব্যবস্থা আছে, লক্ষ্মীবিলাস দিবারও ব্যবস্থা আছে, কিন্তু জ্বরের কোন্ অবস্থায় কোন্টী দিতে হয়, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা নাই। এই জন্য কোন রোগ হঠাৎ সাক্ষাৎ করিলে, স্থত্রস্থানে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ভিন্ন, ঔষধ স্থির করা কঠিন হয়। আয়ুর্ব্বেদ আদ্যোপান্ত পাঠ না করিলে কোন একটী রোগের সম্যক্ চিকিৎসা জানা যায় না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে আয়ুর্ব্বেদ নব্য রীতিতে লিখিত নহে বলিয়া বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের সুগম নহে। এই জন্য আমরা আয়ুর্ব্বেদের সারতত্ত্ব যথাসাধ্য নব্যরীতিতে লিখিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি। এই পুস্তক সেই সঙ্কল্পের আদর্শ মাত্র। আর ইহা গৃহস্থ ও গ্রামবাসী চিকিৎসকদিগের জন্য সঙ্কলিত। কতকটা নিজেদের জন্যও বটে। চিকিৎসাকালে হঠাৎ সকল কথা মনে হয় না, এই ক্ষুদ্র পুস্তক নিকটে থাকিলে সেই সকল কথা মনে হইতে পারিবে।

এই পুস্তক লিখিবার সময়ে নিম্নলিখিত পত্রখানি আমাদের হস্তগত হয়;

"মহাশয়, আপনার চরক সুশ্রুত ও চক্রদত্ত এই তিনখানি পুস্তকই আমি কিনিয়াছি, কিন্তু এই সকল পুস্তকে এপর্য্যন্ত এমন কিছু বুঝিতে পারিলাম না, যাহা কার্য্যকালে তৎক্ষণাৎ ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু আপনার "জ্বর ও ওলাউঠার চিকিৎসা" নামক পুস্তক দুই পয়সা দিয়া আনাইয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। এমন কি চরক সুশ্রুত ও চক্রদত্তের গ্রন্থে যে উপকার পাই নাই, তাহাও আপনার এই দুই পয়সার পুস্তকে পাইয়াছি। আমি পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার, ডাক্তারী যথাসাধ্য শিখিয়াছি এবং এপর্য্যন্ত কেবল ডাক্তারী চিকিৎসারই প্রশংসা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু আজি কালি আপনার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার শ্রেষ্ঠতার বিষয় বন্ধু দিগের নিকট স্বীকার করিতেছি। আমি ইহা পাঠ করিবার পর অনেক গুলি জ্বর ও কলেরা অতি সহজে আরাম করিয়াছি। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা আপনার ভাষায় লিখিত হইলে সুগম হইতে পারিবে।

Dr Ram Taran Chattarji, L

সিলচর—কাচার।"

আমরা নিজে লাটিন না জানিলেও নিম্নলিখিত লাটিন মন্ত্রটীর চির দিন উপাসক ;—

Libri rerum non verborum fœcundi

কবিরাজী ঔষধালয়
১৯৯ নং দর্মাহাটা ষ্ট্রীট কলিকাতা
১৩০৪-১৫ই আষাঢ়

কবিরাজ
শ্রীযশোদানন্দন সরকার

পুনশ্চ—এই পুস্তকে যে সকল ঘৃত তৈল বটী প্রভৃতির উল্লেখ আছে, তাহা আমাদের এই ঔষধালয়েই পাওয়া যাইবে।

সূচী প্রকরণ।

বিষয়। পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অর্থাৎ ধাত্রীবিদ্যা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অশুদ্ধ শোধন।

অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি
অন্মপথে	অন্নপথে	৫৪	৬
একই	ফল একই	৫৯	১১
ভ্রাণ	প্রাণ	৬৬	৮
সেবন	সেচন	৬৬	২২
শুঠ চূর্ণের	পিপুল চূর্ণের	১২৪	৬
চন্দ্রোদয়বর্ত্তির	পুরাতন ঘৃত কিম্বা চন্দ্রোদয় বর্ত্তির	১২৫	১৭
শোলঞ্চ পাতা	গোলঞ্চ পাতা	১৮৩	১৭
কাকমাঠী	কাকমাচী	১৮৩	১৭
দুরানভা	দুরালভা	১৮৫	১৩

উপক্রমণিকাধ্যায়।

গৃহস্থের জন্য।

সচরাচর পথ্য পালন, পাচন ও চূর্ণ দ্বারাই সর্ব্ববিধ চিকিৎসা চলিতে পারে। যাঁহাদের অবসর ও ইচ্ছা আছে, তাঁহারা ঐ সকল ঔষধ গৃহে প্রস্তুত করিবেন। আর যাঁহাদের অবসর বা ইচ্ছা নাই, নিম্নে তাঁহাদের জন্য কয়েকটী সুলভ মূল্যের উদ্ভট ঔষধ লিখিত হইল। এই সকল ঔষধ কাছে থাকিলে সচরাচর অন্য ঔষধ লাগিবে না।

(ক) পঞ্চপল্লব রস।

(কবিরাজী কুইনাইন)।

অনুপান সচরাচর শুঁঠচূর্ণ ও মধু। তদভাবে জল। ইহাতে ইংরাজী কুইনাইন নাই।

মূল্য ১৬ বটী ॥০, ৩২ বটী ৸০, ৬৪ বটী ১৲ ৪০০ বটী ৫৲ ১০০০ বটী ১২৲ ভেলু ।৵০।

এক কৌটায় ৩ প্রকার ঔষধ থাকে। ১নং পঞ্চপল্লব, ২নং পঞ্চপল্লব ও ৩নং পঞ্চপল্লব। তদ্ভিন্ন দুই চারিটী জোলাপের বটীও থাকে। ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে বটীর বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয়।

প্রায় দুই বটীতেই নূতন ও পুরাতন জ্বর আরাম হয়।

ইংরাজী কুইনাইনের সহিত ইহার বিরোধ নাই। ইংরাজী কুইনাইন খাইবার পর জ্বর আরাম হইলে. অনেক পুনর্ব্বার জ্বর

আসিবার ভয়ে, নানাপ্রকার মূল্যবান্ টনিক্ খাইয়া থাকেন। তখন এক সপ্তাহ পঞ্চপল্লব সেবন করিলে অন্য টনিক খাইতে হইবে না। আবার পঞ্চপল্লবে জ্বর আরাম হইলে; অন্য টনিক লাগে না, পঞ্চপল্লবই অর্দ্ধ মাত্রায় দুই এক সপ্তাহ ব্যবহার করিবেন।

শাস্ত্রমতে সর্ব্ব রোগই তিন প্রকার।

বায়ু	পিত্ত	কফ।
শীতল	উষ্ণ	সমশীতোষ্ণ।

এই জন্য পঞ্চপল্লব রসও তিন প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

মন্তব্য। যে কোন রোগে সেই রোগের পাচনের সহিত পঞ্চপল্লব সেবন করিলে সেই রোগের জ্বর যাইবে। অন্যান্য রোগের যে যে অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়, তাহা এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ব্যবস্থায় লিখিত আছে।

(খ) সংস্কৃত ঘৃত।

সংস্কৃত ঘৃতের তিন জাতি যথা,—

শীতল	বিষঘ্ন	সমশীতোষ্ণ

এই পুস্তকে ভিন্ন ভিন্ন রোগের ব্যবস্থায় যে সকল ঘৃত উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত তিনটী ঘৃতেই সচরাচর চলিয়া যাইবে।

(১) সারস্বত ঘৃত ১ ছটাক ১।০, একসের ১৬৲।

(২) শিরীষাদি ঘৃত ঐ ঐ ঐ

(৩) মহারসায়ন ঘৃত ১ ছটাক ২৲ ১ সের ২৪৲।

ভেলু স্বতন্ত্র। কিন্তু প্যাকিং খরচা লাগে না।

মহারসায়ন ঘৃতের মাত্রা অর্দ্ধ ভরি। অনুপান এক পোয়া গরম দুগ্ধ। প্রাতঃকালে খালি পেটে সেবন করিবে। শুক্ররোগ, মূত্ররোগ, গণোরিয়া, যক্ষ্মা, মূর্চ্ছা ও রক্তপিত্তের প্রধান ঔষধ। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, অন্ন, লুচি প্রভৃতি সারবান্ আহার।

(গ) সংস্কৃত তৈল।

সংস্কৃত তৈলের তিন জাতি ;

শীতল উষ্ণ সমশীতোষ্ণ।

এই পুস্তকের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যে সকল তৈল উল্লিখিত আছে, তৎসমুদায়ের পরিবর্ত্তে এই তিন প্রকার তৈলেই সচরাচর কার্য্য চলিবে।

(১)	সারস্বত তৈল	১ ছটাক ১৲	১ সের ১২৲
(২)	কল্পরাজ তৈল	ঐ	ঐ
(৩)	দশবলা তৈল	ঐ	ঐ

ভেলু স্বতন্ত্র। প্যাকিং খরচা লাগে না।

(ঘ) কতকগুলি মুষ্টিযোগ।

[প্যাকিং ৵০ করিয়া লাগে ;

পোষ্ট আফিসের নিয়মানুসারে ভেলু স্বতন্ত্র দিতে হয়]।

(১) বন্ধ্যাবৎসল তৈল। বন্ধ্যাদোষ, হঠাৎ রক্তস্রাব, গর্ভজ্বর, গর্ভশূল, মৃতবৎসা দোষ, প্রসববেদনা এবং সূতিকা ও গর্ভিণীর নবজ্বর ভিন্ন তাবৎ রোগ। মূল্য ১ ছটাক ১৲ ১ পোয়া ৩৲।

আর এই তৈল পুরাতন সর্দ্দি, পুরাতন হাঁপানী, পুরাতন জ্বর ও উদরাময়ে ব্যবহার করুন। রোগ নির্ম্মূল হইবে।

(২) পঞ্চপাক বিষ্ণুতৈল। মূল্যাদি ঐ। যে কোন কারণে বক্ষে বেদনা হইলে। পাথুরী রোগে যাতনা উপস্থিত হইলে। গণোরিয়া রোগে মনঃক্ষীণ ও শরীরের দাহ থাকিলে। পারা দোষে কিংবা গণোরিয়া দোষে চর্ম্মে কণ্ডূ হইলে। মাথা ধরিলে বা গরম হইলে। উন্মাদ হইলে। প্রসবকালে প্রসবে বিলম্ব হইলে। অন্ত্র বৃদ্ধি হইলে। ধ্বজভঙ্গ হইলে বা অধিক বয়সে সন্তান না হইলে এই তৈল স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ব্যবহার করুন।

(৩) মহানীল তৈল। মূল্যাদি ঐ। মাথা ও চুলের রোগে ব্যবহার্য্য। এই তৈল সপ্তাহ ব্যবহার করিলে চুল নরম হয়। কলপ লাগাইলে চুল কিছুদিনের জন্য কাল হয় বটে। কিন্তু একবারে নষ্ট হয়। আর চুল যেমন বাড়িতে থাকে, তেমনই চুলের নিম্নভাগে শাদা বাহির হয়। এই মহানীল তৈল লাগাইবা-মাত্র চুল কলপের মত কিঞ্চিৎ কাল হয় বটে, কিন্তু গোড়াও কাল হইয়া থাকে। পাকা চুল তুলিয়া ফেলিয়া সেই স্থানে মহানীল তৈল লাগাইলে কাঁচা চুল উঠিয়া থাকে। টাক অল্প হইলে সারে, অধিক হইলে নাও সারিতে পারে. কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইহা মাখিলে টাক আর বাড়ে না। হাঁপানীর সময় মাথায় দিলে হাঁপানী বন্ধ হইতে পারে। দাঁতে ঘষিলে দাঁতের রোগ নষ্ট হয়। মাথায় দিলে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়।

(৪) সুলভ চ্যবনপ্রাশ। মূল্য ১০ বটী ১৲ টাকা। অনুপান চিনির জল। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ত্রিফলার জল। চিনিযুক্ত বহুমূত্রের সস্তা ঔষধ। পূঁয শুক্র মিশ্রিত ধাতচালা রোগের সস্তা ঔষধ। স্বপ্নদোষ ও শুক্ররোগে প্রায় অব্যর্থ।

একবেলা মহারসায়ন ঘৃত ও অন্য বেলা এই ঔষধ খাইবে। যদি মহারসায়ন ঘৃত কিনিবার সামর্থ্য না থাকে, তবে একবেলা স্বল্পচ্যবন প্রাশ এবং অন্য বেলা মহেন্দ্র রসায়ন কিংবা লৌহ রসায়ন সেবন কর। যদি মেহের সঙ্গে পারা দোষ থাকে, তবে লৌহরসায়ন, নতুবা মহেন্দ্ররসায়ন ব্যবস্থা।

(৫) মহেন্দ্ররসায়ন। মূল্য ১০ বটী ॥০; আধ পোয়া দুগ্ধের সহিত গিলিয়া খাইবে। ইহা কোষ্ঠ কাঠিন্য, উৎকট অম্লরোগ, পুরুষত্ব হানি এবং সর্ব্বপ্রকার নালী ঘায়ে ব্যবহার্য্য।

(৬) লৌহরসায়ন। ১০ বটী ॥০ ভেলু ।৶০ অনুপান এক ছটাক ত্রিফলার জল। কোষ্ঠ কঠিন হইলে অথচ রক্তের ক্ষীণতা থাকিলে কিংবা পারা দোষ থাকিলে কিংবা বাধক ও রজো বন্ধ থাকিলে সেবন কর। আহারের পর পেট টান টান বোধ হইলে কিংবা উদ্গার উঠিতে থাকিলে কিংবা পারা দোষে চক্ষুরোগ হইলে সেবন কর। তদ্ভিন্ন পুরাতন বাত, পুরাতন অর্শ, কুষ্ঠ, দদ্রু ও নানাবিধ পুরাতন চর্ম্মরোগে উপকারী। এক প্রকার রোগ আছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে সুপারীর মত বীচি হয়, তাহাতে সেবন কর। পাণ্ডু যকৃৎ ও প্লীহারোগে সেবনীয়।

(৭) অমৃতলৌহ। ১০ বটী ॥০ আনা। অনুপান ঘৃত ও মধু। রক্ত ও প্রদর। শুক্রের ক্ষীণতা। শ্রবণ ও দর্শন শক্তির দুর্ব্বলতা। শিরোঘূর্ণন। প্লীহা ও পুরাতন জ্বর। এই সকল রোগে বিশেষতঃ এই সকল রোগের সহিত উদরাময় থাকিলে সেবনীয়।

(৮) অগ্নীশ্বর রস। ১৬ বটী ॥০ আনা। ভোজনে বসিয়া অগ্রে নেবুর রস দিয়া সেবন কর। পরে ভোজন কর। আহারের পর গলার কাছে অম্লরস উঠিলে কিংবা বমি হইলে

কিংবা পেটে বেদনা ধরিলে, কিংবা মলমূত্র বন্ধ হইলে সেবনীয়। উদরাময়, ধ্বজভঙ্গ ও শুক্ররোগে ব্যবহার্য্য।

(৯) স্বর্ণযোগ। মূল্য ১৬ বটী ॥০। দুরন্ত উন্মাদের ঔষধ। দন্তশূলে প্রায় অব্যর্থ। বহুমূত্রে কিংবা মূত্রধারণে অক্ষমতা হইলে ব্যবহার্য্য। শুক্রমেহ, স্বপ্নদোষে ও পিষ্টক মেহে সেবনীয়।

(১০) প্রদরবাস। মূল্য ।০ আনা। রোগিণী ইহা জরায়ু দ্বারে ধারণ করিলে শ্বেতপ্রদরের স্রাব সদ্য সদ্য নষ্ট হয়। পিচ্ছলতা ও ক্লেদ দূর হয়। হয়তো কেবল ইহাতেই রোগ নিবারণ হয়। দরিদ্রের পক্ষে ইহাই ভাল। ধনবতীর পক্ষে আনুষঙ্গিক লৌহঘটিত ঔষধ বা ঘৃত ব্যবহার্য্য।

(১১) এই পুস্তকের লিখিত কলেরাচূর্ণ, কলেরা নস্য, কলেরার অঞ্জন ও তৈল সর্ব্বশুদ্ধ মূল্য ১৲।

চিকিৎসকের জন্য।

নিম্নে শাস্ত্রীয় ঔষধ সমূহের মূল্য, প্রকরণ ও প্রয়োগ লিখিত হইল। চিকিৎসকেরা এই সকল ঔষধ নিজে প্রস্তুত করিবেন। আমাদের ঔষধালয়েও নির্দ্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

নবজ্বরে বিষ। Aconite.

[নবজ্বরের প্রথম তিনদিন বা পাঁচ দিন পাচন দিবে না, বিষঘটিত ঔষধ দিবে]।

(ক) দুর্জ্জলজেতা। বিষ ২, কড়িভস্ম ৫, মরিচ ৫, শুঠ ৫। আদার রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ রতি এক এক বেলা কেহবা

আদার রস অনুপান দিয়া চূর্ণ ব্যবহার করেন। ম্যালেরিয়া দেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী। কোন কোন মতে অবিরাম জ্বরের ইহাই উৎকৃষ্ট ঔষধ। মূল্য সপ্তাহ ।০ আনা।

(খ) অমৃতাদি বটী। বিষ ২, কড়িভস্ম ২, মরিচ ৯। আদার রসে মর্দ্দনীয়। নবজ্বরে উৎকৃষ্ট। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(গ) অগ্নিকুমার। মরিচ ১, কুড় ১, বচ ১, মুতো ১। বিষ সর্ব্ব সমান। আদার রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ রতি। অনুপান আদার রস। সর্দ্দিযুক্ত নবজ্বরে ব্যবহার্য্য। পাণ্ডুরোগী, মেহরোগী ও দুর্ব্বল রোগীর অব্যবহার্য্য। ইহাতে বিষের মাত্রা অধিক বলিয়া বৈদ্যেরা সচরাচর ব্যবহার করেন না। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(ঘ) ভস্মেশ্বর রস। বনঘুঁটের ভস্ম ষোল ভাগ, মরিচ একভাগ ও বিষ এক ভাগ। মাত্রা ১।২ রতি। আদার রসে মর্দ্দনীয় কিংবা আদার রস অনুপান। নবজ্বরীর চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ থাকিলে কিংবা মেহ থাকিলে কিংবা শ্বেতপ্রদর থাকিলে কিংবা পুরাতন শূলরোগ থাকিলে বিষঘটিত অন্যান্য ঔষধে গরম হইতে পারে। এই সকল স্থলে ভস্মেশ্বর নিঃসন্দেহে দিবে। গ্রামবাসী চিকিৎসকদিগের পক্ষে ইহা সুলভ মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(ঙ) মৃত্যুঞ্জয় রস। গন্ধক ১, পারা ১, বিষ ১ মরিচ ১, পিপুল ১ সোহাগার খই ১। জলে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ রতি। এক সম্প্রদায় বৈদ্য নবজ্বরে কেবল ইহাই ব্যবহার করেন। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

(চ) হিঙ্গুলেশ্বর। পিপুল, হিঙ্গুল ও বিষ সমান সমান। জল বা আদার রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ২.কুঁচ। প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে নবজ্বর থাকিলে অন্য ঔষধ না দিয়া ইহাই দিবে। তদ্ভিন্ন বাতিকজ্বরে ব্যবহার্য্য। সর্ব্বজ্বরেই প্রচলিত। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

মন্তব্য। হিঙ্গুলেশ্বরের সহিত মৃগনাভি যোগ করিলে কস্তূরী ভৈরব নামক ঔষধ হয়। মৃগনাভির মাত্রা ১।২ কুঁচ। নবজ্বরে পঞ্চামৃত রস ও শ্বাসকুঠার বেশ কাজ করে।

নবজ্বরে ধুস্তূর। Stramonium

পঞ্চবক্ত্র। পারা, গন্ধক, সোহাগার খই, মরিচ ও বিষ সমান সমান। ধুতুরা পাতার রসে ২৪ ঘণ্টা মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ রতি। অনুপান আদার রস। জ্বরে উপরি লিখিত লক্ষণ সকল থাকিলে দিবে। মূল্য সপ্তাহ ৷৷০।

মহাজ্বরাঙ্কুশ। পারা ১, গন্ধক ১, বিষ ১, ধুস্তূরবীজ ৩, শুঁঠ ৪, মরিচ ৪, পিপুল ৪। গোঁড়া নেবুর রসে একবার ও আদার রসে একবার মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ রতি। সন্নিপাত, ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক ও চতুর্থক নামক পালাজ্বরে দিবে। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

লক্ষ্মীবিলাস। অভ্র ৮, পারা ৪, গন্ধক ৪, কর্পূর ৪, জয়ত্রী ৪, জায়ফল ৪, বৃদ্ধদারক বীজ ২, ধুস্তূর বীজ ২, সিদ্ধিবীজ ২, ভূমিকুষ্মাণ্ড ২, শতমূলী ২, গোরক্ষচাকুলের মূল ২, বেড়েলার মূল ২, গোক্ষুরবীজ ১ এবং হিজল বীজ ২, পানের রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ৩ রতি। সন্নিপাতে রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে রসসিন্দুর ১।২ কুঁচ, মৃগনাভি ১ কুঁচ ও লক্ষ্মীবিলাস একটী আদার রসে মাড়িয়া পান করিলে নাড়ীর বল হইতে পারে। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

মন্তব্য। ধুতুরা ও বেলেডোনার ক্রিয়া এক। নবজ্বরের কোন অবস্থায় কিংবা অন্য কোন রোগের প্রথমাবস্থায় ধাতু ঘটিত ঔষধ দিবে না। আর নবজ্বর সপ্তাহ পার না হইলে ধুস্তূর ঘটিত ঔষধ দিবে না। নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ, মুখ টস্‌টসে

এবং পিপাসা অধিক থাকিলে ধুস্তূর ঘটিত ঔষধ দিবে না। কফ প্রবল থাকিলে, নাড়ী ক্ষীণ থাকিলে এবং রোগীর তন্দ্রা থাকিলে ও চক্ষু নিমীলিত থাকিলে ধুতুরায় উপকার করে। সন্নিপাতে প্রস্রাব ও ঘর্ম্ম থাকিলে ধুতুরায় বিশেষ ফল দর্শে। তদ্ভিন্ন পালাজ্বরে উপকারী।

নবজ্বরে মৃগনাভি, অহিফেন ও সেঁকো।

কস্তূরী ভৈরব। হিঙ্গুলেশ্বর দেখ। জ্বরবিচ্ছেদ কালে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িবে বলিয়া মনে হইলে কস্তূরী ভৈরব দিবে। হিক্কায় দিবে। রোগী অজ্ঞানে শয্যা আঁচড়াইতে থাকিলে উহার সহিত ২।৩ গ্রেণ মৃগনাভি মিশ্রিত করিয়া দিবে। মূল্য ৭ মাত্রা ১৲।

বেতালরস। পারা, গন্ধক, বিষ, মরিচ, হরিতাল, সমান সমান।- মাত্রা ১ কুঁচ। অনুপান আদার রস। সন্নিপাতের অভিভূত অবস্থায় দিবে। কিন্তু রোগীর চক্ষু লাল, সর্দ্দি, গাত্র-দাহ, পিপাসা, অতিসার ও আমদোষ থাকিলে দিবে না। পুরাতন জ্বরের ভাল ঔষধ। মূল্য ৭ মাত্রা ৷৷০।

সম্বল বটী। আমাদের কল্পিত। পিপুল ১ কুঁচ, সেঁকো ১/১২ কুঁচ, আফিং এক কুঁচ ও মৃগনাভি এক কুঁচ আদার রসে মাড়িয়া দিবে। মরণকালে বায়ু পিত্ত কফ ক্ষীণ হইয়া আসিলে নাড়ী মধ্যে মধ্যে চলে এবং মধ্যে মধ্যে বন্ধ হয়, এরূপ স্থলে দিবে। বিকারের রোগী বেলেস্তারা ও পিচকারীর ক্ষতে অস্থির হইয়া পড়িলে দিবে। পুরাতন জ্বরে বিশেষ উপকার করে।

পুরাতন জ্বরে—ধাতুঘটিত ঔষধ।

জ্বরারি অভ্র। অভ্র, তাম্র, পারা, গন্ধক ও বিষ এক এক ভাগ। ধুস্তূরবীজ দুই ভাগ। শুঁঠ পিপুল মরিচ প্রত্যেকে পাঁচ ভাগ। আদার রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা দুই কুঁচ। জ্বরের সহিত প্লীহা যকৃৎ শোথ গুল্ম অগ্রমাস শ্বাস কাস বা অরুচি থাকিলে বা সমস্ত রোগ একত্র থাকিলেও দেওয়া যায়। অগ্রে জোলাপ দিয়া পেট খালি করিবে, পরে ধাতু ঘটিত ঔষধ দিবে। পালা-জ্বরে ও দ্বৈকালীন জ্বরেও এই বটী দেওয়া হয়। অনুপান আদার রস। মূল্য ১৪ বটী ॥০ আনা।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ। চিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, মুস্তক, গজপিপুল, পিপুলমূল, বেনার মূল, দেবদারু, চিরেতা, বালা, কটকী, কণ্টিকারী, সজিনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব সমান সমান। লৌহ সর্ব্বসমান মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। প্লীহা বা যকৃৎ হইতে যে পুরাতন জ্বর হয়, তাহাতে দিবে। মূল্য ১৪ বটী ৸০ আনা।

* পুটপাক বিষম জ্বরান্তক। পারা এক তোলা, গন্ধক এক-তোলা, কজ্জলী করিবে। পরে উহার সহিত স্বর্ণ দুই মাষা, লৌহ দুই তোলা, তাম্র দুই তোলা, অভ্র দুই তোলা, বঙ্গ অর্দ্ধ-তোলা, গেরিমাটী অর্দ্ধতোলা, প্রবাল অর্দ্ধতোলা, মুক্তা দুই মাষা, শঙ্খ দুই মাষা, শুক্তি দুই মাষা জলে মাড়িয়া পিণ্ডাকৃতি করিবে। পরে ঐ পিণ্ড ঝিনুকে পূরিয়া কাদা দিয়া ঢাকিবে এবং ১০।১৫ খানি বিলঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। মাত্রা দুই কুঁচ। অনুপান পিপুল চূর্ণ দুই রতি, ঘৃতে ভাজা হিং অর্দ্ধরতি, সৈন্ধব দুই রতি জীরব সহিত [illegible]

প্লীহা. যকৃৎ, গুল্ম, কামলা, পাণ্ডু, অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র বা অতিসার থাকিলে দেওয়া যায়। মূল্য ৭ মাত্রা ২৲ [এত ঔষধ একবারে ঝিনুকে ধরে না, অতএব অল্পমাত্রায় লইবে]।

* ত্রৈলোক্য চিন্তামণি। স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২, অভ্র ২, লৌহ ৫, প্রবাল ৩, মুক্তাভস্ম ৩ এবং পারাভস্ম ৭। ঘৃত কুমারীর রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা দুই রতি। ম্যালেরিয়া জ্বর, পালাজ্বর, শ্বেত প্রদর, ক্ষয়, কাস. গুল্ম, গণোরিয়া, হৃদ্রোগ কিম্বা উন্মাদ (মনো-ম্যানিয়া) থাকিলে কিম্বা এই সমস্ত রোগ একত্র থাকিলে দিবে। অনুপান ঘৃতকুমারীর রস। মূল্য পূর্ব্ববৎ।

* ভাস্বচূড়ামণি। স্বর্ণভস্ম, রসসিন্দূর, প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তাম্র, তেজপাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, মরিচ, কুড়, খদিরকাষ্ঠ, হরিদ্রা. দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক সমান সমান। জলে মর্দ্দনীয়। মাত্রা দুই রতি পূর্ব্বোক্ত গুণ দায়ক। মূল্যাদি পূর্ব্ববৎ।

মন্তব্য। চিকিৎসক এত ঔষধ কাহাকেও দিবেন না। সচরাচর নবজ্বরে বিষঘটিত একটী ঔষধ, সান্নিপাতিক জ্বরে ধূস্তুরা বা সেঁকোঘটিত একটী ঔষধ এবং পুরাতন জ্বরে লৌহঘটিত একটী ঔষধ দিবেন। ঔষধ সাধারণতঃ দুইবেলা দুইবার দিবেন। রোগ বাগ্ না মানিলেই * চিহ্নিত ঔষধগুলি দিবেন। আবার সকল ঔষধই উপযুক্ত পাচনের সহিত দেওয়া যায়। জ্বর প্রধান উপদ্রব হইলে জ্বরনাশক পাচনের সহিত দিবেন। অন্য উপদ্রব প্রবল থাকিলে সেই উপদ্রবের পাচনের সহিত দিবেন। আবার পুরাতন জ্বরে লৌহঘটিত অন্যান্য ঔষধ দেওয়া যায়, যেমন বিড়ঙ্গ লৌহ, নবায়স লৌহ, শ্রীচন্দ্রামৃত, শৃঙ্গারাভ্র, ধাত্রীলৌহ, লৌহামৃত রসায়ন, লোকনাথ রস, নৃপতিবল্লভ, লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস ইত্যাদিও

দেওয়া যায়। আর পুরাতন জ্বরে জোলাপ না দিয়া এসকল ঔষধ দিবেন না। পুরাতন রোগে দুই বেলায় দুই প্রকার ঔষধও দেওয়া যায়।

যকৃৎ প্লীহা।

প্লীহার্ণবরস। হিঙ্গুল, গন্ধক, সোহাগা, অভ্র, বিষ প্রত্যেকে এক পল। পিপুল অর্দ্ধ পল। মরিচ অর্দ্ধ পল। জলে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ কুঁচ। অনুপান শিউলি পাতার রস ও মধু। যকৃৎ ও প্লীহায় জ্বরের সহিত বেদনা থাকিলে দিবে। ১৪ বটী ||০।

লোকনাথ রস। পারা ১ গন্ধক ১ অভ্র ১ লৌহ ২ তামা ২ কড়িভস্ম ৩। পানের রসে মর্দ্দনীয়। গজপুটে পাক কর, মাত্রা ২ রতি। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু। ঔষধ পানের পর গোমূত্র কিম্বা জীরক চূর্ণ ও ইক্ষু গুড় পান কর। রোগ;—যকৃৎ, যকৃতের কাসি, প্লীহা, উদর, গুল্ম ও শোথ। মূল্য ৭ মাত্রা ১৲।

তাম্রেশ্বর বটী। হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আপাঙ্গের পাতা, আকন্দের পাতা ও মনসার পাতা প্রত্যেকে এক ভাগ। সর্ব্ব-তুল্য সৈন্ধব। লৌহ ও তাম্র প্রত্যেকে সর্ব্বচূর্ণের সমান। মাত্রা ২।৩ কুঁচ। অনুপান মধু। রোগ,—প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, অর্শ, উদর, পাণ্ডু, গ্রহণী ও শোথ। এই ঔষধ ধারক ও বটে, সারকও বটে। আপাঙ্গ, আকন্দ ও মনসার পাতা ক্ষারগুণ বিশিষ্ট ও সারক। লৌহ ধারক। মূল্য ৭ মাত্রা ||০।

লৌহমৃত্যুঞ্জয় রস। পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, মনঃশিলা, তাম্র, কুচিলা, কড়িভস্ম, কুঁচে, শঙ্খভস্ম, রসাঞ্জন, জায়ফল,

কটকী, সাজীমাটী বা সোডা, জয়পাল বীজ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও সৈন্ধব সমান সমান। বেল পাতার রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ২ রতি। অনুপান বেলপাতার রস। রোগ ;—কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অষ্ঠিলা, অগ্রমাস, শোথ, উদর, বাতরক্ত ও অন্তরবিদ্রধি। যে সকল প্লীহা রোগী প্রত্যহ দাস্ত সাফ রাখিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে এই ঔষধটী ভাল।

অতিসার।

বজ্রক্ষার। আধুনিক। একটী তলা-পুক মাটীর তিজেল আগুনে চড়াইয়া দিবে। হাঁড়ীর ভিতর সোরা ৪ ভাগ ও ফটকিরী ১ ভাগ চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিবে। একটা কঞ্চী দিয়া খুব ঘুঁটিতে থাকিবে। খট খট শব্দ হইতে থাকিবে। গন্ধকের ন্যায় তীব্র গন্ধ বাহির হইতে থাকিবে। নাকে কাপড় দিবে। গাদ কাটিয়া পাক সমাপ্ত হইয়া আসিলে ঔষধের বর্ণ সাদা হইয়া আসিবে। তখন নামাইয়া ঠাণ্ডা করিবে এবং চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২।৩ মাষা। অনুপান জল। নূতন ও পুরাতন অতিসারের উত্তম ঔষধ। মূত্ররোধে শোথে, উদরে ও পেট ফাঁপিলে দিবে। ৭ মাত্রা ।০ আনা।

আনন্দ ভৈরব রস। হিঙ্গুল, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খই ও গন্ধক সমান সমান। গোড়ানেবুর রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ কুঁচ। অনুপান জল। নূতন অতিসারে দিবে।

উন্মাদ বা অপস্মার রোগী কিম্বা বহুমূত্র রোগী কিম্বা শ্বাসরোগীর নূতন অতিসারে এই ঔষধ দিবে। ৯৬ বটী ৷৹ আনা।

কনক সুন্দর রস। হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, সোহাগা, পিপুল, বিষ ও ধুতুরা বীজ সমান সমান। সিদ্ধির কাথে মর্দ্দনীয়: মাত্রা ছোলার আকার। অতিসারের প্রথম অবস্থায় আনন্দ-ভৈরব দিবে। দ্বিতীয় অবস্থায় এই ঔষধ দিবে। প্রথম অব-স্থায় নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ থাকে। দ্বিতীয় অবস্থায় নাড়ী কিঞ্চিৎ ক্ষীণ হয়। ২৪ বটী ॥০ আনা।

অহিফেন বটিকা। অহিফেন এক গ্রেন ও পিণ্ড খর্জ্জুরের শাঁস এক গ্রেন। অনুপান মধু। রক্তস্রাব ও অতিসার বন্ধ করে। অতিসারের শেষাবস্থায় সমস্ত মল বাহির হইয়া গেলে অথচ জলবৎ ভেদ হইতে থাকিলে এই ঔষধ দিয়া বন্ধ করিবে। ১৫ মিনিট অন্তর ২।৩ বার দিবে। পরে আর ৬ঘণ্টা দিবে না।

গ্রহণীরোগ ও সূতিকার উদরাময়।

ব্যোষাদি চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরেতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতা, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইচ সমান সমান। কুড়চী ছাল সর্ব্ব সমান। মাত্রা।০ হইতে ॥০ অর্দ্ধ তোলা বা ১ তোলা পর্য্যন্ত। অনুপান তণ্ডুলজল। গ্রহণী বা উদরাময়ের সহিত অর্শ, তৃষ্ণা, অরুচি, কামলা, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ, বহুমূত্র, প্রদর কিম্বা শোথ থাকিলে কিম্বা সকলগুলি এক সঙ্গে থাকিলে দিবে। প্লীহার শেষে উদরাময়, শোথ ও পাণ্ডু প্রায়ই হয় তাহাতে এই চূর্ণ দিবে। চূর্ণ একবার প্রস্তুত করিয়া এক মাসের অধিক ব্যবহার করিবে না। এক সপ্তাহের ঔষধ ১৲ টাকা।

মহাগন্ধক। পারা ১, গন্ধক ১ কজ্জলী করিয়া কিঞ্চিৎ তপ্ত করিবে। অনন্তর উহার সহিত জায়ফল, লবঙ্গ, নিমপাতা, নিসিন্দা পাতা এবং এলাচ দানা সর্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে ঝিনুকের ভিতর পূরিয়া ঘনপঙ্কে লিপ্ত করিবে। অনন্তর ২০।২৫ খানা ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। এই ঔষধ ছয় কুঁচ পরিমাণে প্রত্যহ খাইতে হয়। শিশু, সূতিকা ও জীর্ণ রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট। ৪২ কুঁচ ১৲ টাকা।

পীযূষবল্লী রস। পারা, অভ্র, গন্ধক, রৌপ্য, লৌহ, রসাঞ্জন, স্বর্ণ-মাক্ষিক প্রত্যেকে চারি মাষা (অর্দ্ধ তোলা), লবঙ্গ, রক্ত চন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনে, বরাহক্রান্তা, আতইচ, লোধ, কুড়চী, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জায়ফল, শুঁঠ, বেলশুঁঠ, নাগকেশর, দাড়িমের খোসা, বেড়েলামূল, ধাইফুল ও কুড় প্রত্যেকে একভাগ ভৃঙ্গরাজ রসে ও পুনর্ব্বার ছাগ দুগ্ধে মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। মাত্রা ছোলার আকার। অনুপান পোড়া বেল ও ইক্ষু গুড় সমান সমান। পুরাতন গ্রহণী রোগে। মূল্য সাত মাত্রা ১৲ টাকা।

রসপর্পটী। চক্রদত্ত কৃত। জয়ন্তীর রসে ১ দিন, এরণ্ড পত্রের রসে ১ দিন, আদার রসে ১ দিন ও কাকমাচীর রসে ১ দিন পারা মর্দ্দন করিলে পারা শোধিত হইবে। আর ননী গন্ধক (কেহ কেহ ইহাকে আমলা সার গন্ধক কহেন) চূর্ণ করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে লৌহ-পাত্রে কুলকাঠের অঙ্গারে গলাইয়া ভৃঙ্গরাজ-রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ পারা ও গন্ধক সমান সমান ভাগে কজ্জলী করিয়া কুল-কাঠের আগুনে লোহার হাতায় গলাইয়া লইবে। অধিক গলা-

হইলে কজ্জলীর গন্ধক জ্বলিয়া যাইবে। কজ্জলী গলিয়া গেলে গোবরের উপর কলাপাতা রাখিয়া কলাপাতার উপর ঢালিয়া দিবে। পরে আর কতকটা গোবর কলাপাতার পুটলীতে করিয়া সেই পুটলী কজ্জলীর উপর চাপিয়া দিলেই পর্পটাকারে রস পর্পটী প্রস্তুত হইবে। এই ঔষধ দুই রতি ক্রমে আরম্ভ করিতে হয়, প্রত্যহ এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিতে হয়। বার রতি পর্য্যন্ত উঠিতে হয়। পরে এক এক রতি করিয়া হ্রাস করিয়া শেষে ছাড়িয়া দিতে হয়। তবেই ২১ দিন সেবন করিতে হয়। গ্রহণীর দোষে শোথ হইলে, কিম্বা অর্শের পরিণামে শোথ হইলে, কিম্বা ক্ষয়রোগে শোথ ও উদরাময় থাকিলে ইহা সেবন করিবে। পথ্য কেবল দুগ্ধ বা কেবল মাংস রস। কিম্বা এক বেলা মাংস রস ও একবেলা দুগ্ধ। অন্নের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু আমরা তাহা ভাল মনে করি না। বরং অন্নের বদলে মানমণ্ড খাইবে। গ্রহণী ও শোথে এই ঔষধ প্রাতঃকালে অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে পানের ভিতর করিয়া ভক্ষণ করিবে। পরে ১ রতি ঘৃতভৃষ্ট হিঙ্গু ও দুই রতি জীরক ভক্ষণ করিবে। অর্দ্ধ প্রহরের পর অধিক পরিমাণে সুপারী ভক্ষণ করিবে। পরে দন্তাদি ক্ষালন করিয়া এক চুমুক জল পান করিবে। সাপ্তাহিক অর্থাৎ ১৪২ রতি ঔষধের মূল্য ১৲।

নৃপতিবল্লভ। জায়ফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, এলাচ, সোহাগা, হিঙ্গু, জীরক, তেজপাতা, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধব, লৌহ, অভ্র, পারা, গন্ধক, তাম্রভস্ম এক এক তোলা, মরিচ দুই তোলা। আমলকীর রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ২ কুঁচ। রোগ যথা ;—গ্রহণী, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, যকৃৎ, পাণ্ডু, হলীমক, হৃচ্ছূল, পার্শ্বশূল, চক্ষুঃশূল, কামলা, শিরঃশূল কটিশূল, আনাহ, কাস, শ্বাস আম-

বাত, গোদ, শোথ, অর্ব্বুদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অর্শঃ, প্রমেহ, দুর্নিবার স্বরভঙ্গ, অম্লপিত্ত, জালগর্দ্দভ, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, মূত্রাঘাত, রক্তপ্রদর, জীর্ণজ্বর, কণ্ডু, কুচকী, অন্ত্রবৃদ্ধি, একশিরা, উরুস্তম্ভ, রক্তপিত্ত, গুহ্যভ্রংশ, অরুচি, তৃষ্ণা, কর্ণরোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, দন্তরোগ, পীনস, স্থূলরোগ, শীতপিত্ত ও স্থাবর বিষ। ইহা বাজীকরণ, আয়ুর্বর্দ্ধন, বলবর্ণকারক ও বুদ্ধি প্রসাদন। আর বাত পিত্ত কফ বা সন্নিপাত হইতে যত প্রকার রোগ হইতে পারে, সেই সমস্ত রোগের অন্তেই ইহা টনিক রূপে ব্যবহার্য্য। ১৮টী বটী খাইলেই যথেষ্ট। মূল্য ৭ দিনের ঔষধ ১৲।

মন্তব্য। রোগ মুক্ত হইলেও রোগীকে কিছুদিন ঔষধ খাইতে হয়। ইহাকেই ডাক্তারেরা "টনিক" কহেন। নৃপতি-বল্লভও সেইরূপ টনিক। আর ১৮টী বটীই টনিকরূপে ব্যবহার্য্য। যে-যে রোগে টনিকরূপে ব্যবহার্য্য উপরে সেই সকল রোগের নাম দেওয়া হইয়াছে।

শোথ।

[বিস্তৃত চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে]।

দুগ্ধবটী। বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি, অভ্র ৬০ রতি। দুগ্ধে মর্দ্দনীয়। মাত্রা দুই রতি। পথ্য সপ্তাহ কেবল দুগ্ধ। গ্রহণীর দোষে বা পুরাতন জ্বরের বেগ বশতঃ শোথ হইলে অতি উপকারী। যক্ষ্মারোগে শোথ ও অতিসার হইলে সদ্য সদ্য উপকার করে। ৭ বটী ৷৹

মন্তব্য। প্লীহা ও যকৃতের শোথে প্লীহান্তক ঔষধ দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস দিবে।

উদর।

[অর্থাৎ উদরী রোগ] বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে।

পঞ্চামৃত রস। পারা ১, গন্ধক ২, সোহাগা ৩, বিষ মরিচ ৫। আদার রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান ঘৃত মধু। জলোদর, জলজ কোষবৃদ্ধি, নাসারোগ, সর্দ্দি, সর্ব্ব-প্রকার ঘা এবং ঐ সকল রোগের জ্বরে উপযোগী। আর কুক্কুরাদির নখ দন্ত কৃত জ্বরে বিশেষ উপযোগী। ১৪ বটী ॥৹

ইচ্ছাভেদী রস। শুঁঠ, মরিচ, পারা, গন্ধক, সোহাগা সমান সমান। জয়পাল দ্বিগুণ। জলে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ২ কুঁচ। ঠাণ্ডা জলের সহিত গিলিতে হয়। গরম জল বা নেবুর রস পান করিলে দাস্ত বন্ধ হয়। জোলাপ খুলিয়া যাইবার পর ঘোল দিয়া ভাত খাইতে হয়। উদর, গুল্ম, প্লীহা ও শোথে বিরেচক হইয়া উপকার করে। ১ বটী ১ পয়সা।

মন্তব্য। প্লীহা, অজীর্ণ ও শোথের ঔষধ উদরেও দিবে।

অজীর্ণরোগ।

অগ্নিতুণ্ডী বটী। পারা, বিষ, গন্ধক, যমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সাজীমাটী, যবক্ষার, চিতা, সৈন্ধব, জীরা, সৌবর্চ্চল, বিড়ঙ্গ, করকচ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সমান সমান। কুঁচীলা চূর্ণ সর্ব্ব সমান। গোঁড়ানেবুর রসে মর্দ্দনীয়। মাত্রা মরিচ প্রমাণ।

আহারে বসিয়া আহারের পূর্ব্বে জল বা নেবুর রসের সহিত মাড়িয়া সেবন করিবে। যে সকল রাজপুরুষেরা আহারের পর অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন, তাঁহাদের অম্লশূল অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী বা মলমূত্রের বিবন্ধ হইলে ইহা বিশেষ উপকার করে। ৩০ বটী ১৲

বার্ত্তাকু গুড়িকা। মনসার গুড়ি বা ডাল চারি পল; বিট, সৈন্ধব ও সৌবর্চ্চল মিলিত তিনপল, শুষ্ক বার্ত্তাকু চারিপল, আকন্দের মূল আটপল, চিতা দুই পল এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ আচ্ছাদিত হাঁড়ীর মধ্যে দগ্ধ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে বেগুনের রসের সহিত বড় বড় বটী করিবে। কতকগুলি লোকের পাচক রস অল্প বলিয়া আহার জীর্ণ হয় না, আবার কতকগুলি লোকের পাচক রস অধিক বলিয়া আহার জীর্ণ হয় না, হয় তো আহারের পরই মুখ টক্ হইয়া উঠে, হয় তো বিনা জলে পেটে জল নড়িয়া থাকে। শেষোক্ত প্রকার অজীর্ণের পক্ষে এই বটী ভাল, কারণ ইহা ক্ষার এবং পাচক রস অম্ল, আর ক্ষার অম্লকে নষ্ট করে। আর যে সকল হৃদ্রোগীর আহারের পর রোগ বৃদ্ধি পায়, তাহাদের পক্ষেও ভাল। সর্দ্দি হইলে কফকে পাতলা করিয়া নিঃসারণ করে। অম্লরোগীর কলেরা হইলে কলেরার প্রথমেই দিবে। অজীর্ণ-কৃত শ্বাসকালে তৎক্ষণাৎ উপকার করে। অর্শোরোগে দাস্ত সরল রাখিয়া উপকার করে। কিন্তু রক্তার্শে দিবে না। মূল্য ৭ মাত্রা ॥০

দ্বিরুত্তর হিঙ্গাদি চূর্ণ। চরক। হিং, বচ, বিটলবণ, শুঁঠ, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, পুষ্কর মূল ও কুড় উত্তরোত্তর এক এক ভাগ বৃদ্ধি করিয়া একত্র করিবে। অর্থাৎ হিং একভাগ, বচ দুইভাগ ইত্যাদি পরিমাণে মিশ্রিত করিবে। অনুপান গরম জল।

অজীর্ণ রোগীর মলমূত্র সরল না থাকিলে দিবে। কোন কারণে হঠাৎ মূত্র বন্ধ হইলে পান করিবে। শোথে ও উদরে মূত্র সরল থাকে না, অতিশয় লাল হয় এবং অল্প হইয়া থাকে; সে স্থলে এই চূর্ণ দিবে। কলেরার প্রথম অবস্থায় দিবে। প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে দিবে। ১৪ মাত্রা ১৲

শঙ্খাদি চূর্ণ। চক্রদত্ত। শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সর্ব্বশুদ্ধ দুই মাষা, হিং দুই তিন রতি এইরূপ ভাগে মিশ্রিত করিবে। অম্লপিত্ত রোগীর উদরাময়, হৃদ্রোগ, ক্রমি বা হিষ্টিরিয়া হইলে উপযোগী। মূত্র বন্ধে উপকার করে। ১ তোলা ১৲।

পাশুপত রস। পারা ১, গন্ধক ২, লৌহ ৩, বিষ ৬, চিতার কাথে মর্দ্দন করিবে। পরে উহার সহিত ধুস্তূর বীজভস্ম ৩২, শুঁঠ পিপুল ও মরিচ সর্ব্বশুদ্ধ ৩, লবঙ্গ ও এলাচ সর্ব্বশুদ্ধ ২, জায়ফল ½, জয়ত্রী ½, পঞ্চলবণের প্রত্যেকটী ½, তেঁতুলের খোলার ক্ষার ½, আপাঙ্গের ক্ষার ½, এরণ্ডমূলের ক্ষার ½, মনসার শুঁড়ির বা ডালের ক্ষার ½, অশ্বত্থের ক্ষার ½, হরীতকী ১, যবক্ষার ১, সাজীক্ষার ১, হিঙ্গু ১, জীরা ১, সোহাগার খই ১, একত্র করিয়া আমানী বা কাঁজীর সহিত মর্দ্দন করিবে। ভোজনান্তে দুই কুঁচ পরিমাণে দিবে। যে প্রকার অজীর্ণ হউক, তাহাতেই ইহা খাটে। স্থূলতা কৃত হৃদ্রোগ এবং স্থূল ব্যক্তির গ্রহণী অতিসার, কলেরা, শূল ও অর্শে বিশেষ উপকারী।

শঙ্খ বটী। তেঁতুলের খোলা আচ্ছাদিত হাঁড়ীর ভিতর দগ্ধ করিবে। সেই ভস্ম ৫ পল, পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ১ পল, শঙ্খ ভস্ম ১২ পল, এবং গোঁড়া নেবুর রস আট সের আস্তে আস্তে পাক করিবে। ঘন হইয়া আসিলে শুঁঠ ১ পল, পিপুল ১ পল, মরিচ ১ পল; হিং ২ তোলা, পারা ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা,

বিষ ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। পরে সমস্ত দ্রব্য গোঁড়া নেবুর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া কুলের আঁঠীর সমান বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবন করিবে। অনুপান জল। বাত-শ্লৈষ্মিক, গুল্ম, অজীর্ণ, পরিণাম শূল, অন্ত্রশূল, হৃদয়ের বেদনা, নাভিশূল ও পার্শ্বশূলে উপযোগী। আমশূলে ভাল। এস্থলে তেঁতুলের খোলা ও শঙ্খ ভস্ম ক্ষার দ্রব্য বটে, কিন্তু গোঁড়া নেবুর রসের সহিত মিলিত হওয়াতে উহাদের ক্ষারত্ব নষ্ট হইয়া গেল এবং লবণত্ব হইল। ভাবিয়া দেখিলে লবণ ও বিষ ভিন্ন শঙ্খ বটীতে আর কোন দ্রব্যের প্রধানতা নাই। আবার বিষ ও লবণ অতিশয় উষ্ণ, অতএব পৈত্তিক ধাতুতে শঙ্খ বটী উপযোগী নহে।

রামবাণ। পারা ১, বিষ ১, লবঙ্গ ১, গন্ধক ১, মরিচ ২। কাঁচা তেঁতুলের রসে মর্দ্দনীয়। অনুপান বেল পাতার রস ও মরিচ চূর্ণ। আমদোষাশ্রিত অজীর্ণে উপকারী। তদ্ভিন্ন সংগ্রহ গ্রহণী (দম্‌কা ভেদ), কামলা, আমবাত, শ্বাস, কাস, বমি ও ক্রিমি নষ্ট করে। মূল্য ৩০ বটী ১৲।

অবিপক্তিকর চূর্ণ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, ছোট এলাচের দানা, তেজপাতা সমান সমান। লবঙ্গ চূর্ণ সর্ব্বসমান। তেউড়ী চূর্ণ সর্ব্ব চূর্ণের দ্বিগুণ। শর্করা তেউড়ী চূর্ণের দেড় গুণ। মাত্রা ৮ মাষা (১ তোলা)। ইহা স্পষ্টই এক প্রকার জোলাপ। "দাস্ত হয় না। দাস্ত সাফ হয় না" বলিয়া যাঁহারা অনুযোগ করেন, তাঁহারা এই চূর্ণ শেষ রাত্রে জলের সহিত পান করিবেন। পরে আহারকালে আহার করিবেন। দুই তোলা চিনি কিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করিবেন এবং তাহার সহিত এক তোলা তেউড়ী চূর্ণ

মিশ্রিত করিয়া লেহন করিলে ঐরূপই ফল হইবে। তেউড়ী চূর্ণ এক মাসের অধিক রাখিলে নষ্ট হয়। মূল্য সপ্তাহ ৵৲।

নবায়স লৌহ। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ ও মুথা এক এক ভাগ। লৌহ চূর্ণ সর্ব্ব সমান। জলে মর্দ্দনীয়। মাত্রা দুই কুঁচ। অনুপান ঘৃত মধু। সুশ্রুত ইহা স্থূল ব্যক্তির পক্ষে ব্যবস্থা করেন আর প্রমেহ পিড়কা রোগে ব্যবহার করিতে কহেন। ইহা কৃমিজন্য অজীর্ণে, পুরাতন অর্শে কুষ্ঠে ও বাতশ্লৈষ্মিক রোগীর অজীর্ণে ও শ্বাসকাসে দিবে। পাণ্ডু শোথে ইহার ব্যবহার চলিত আছে। মূল্য সপ্তাহ ১৲।

শূল ও গুল্ম।

[গুল্ম চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে]।

ধাত্রী লৌহ। অর্দ্ধ সের যব চারি সের জলে পাক করিয়া এক সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। অনন্তর তাহাতে বিশুদ্ধ মণ্ডুর অর্দ্ধ সের, শতমূলীর রস আট পল, আমলকীর রস আট পল, দধি আট পল, দুগ্ধ আট পল, ভূমি কুষ্মাণ্ডের রস চারি পল ও ইক্ষুরস চারি পল প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে। পাকশেষে নামাইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা প্রক্ষেপ দিয়া পাক করিবে।

জীরে, ধনে, দারুচিনি, এলাচ, তেজপাতা, গজপিপুল, মুথা, হরীতকী, অভ্র, লৌহ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রেণুকা, আমলকী, বহেড়া, তালীশপত্র নাগকেশর, কটকী, যষ্টিমধু, রাস্না, অশ্বগন্ধা

ও রক্তচন্দন। ভোজনের সহিত সেবন করিলে ঔষধ শীঘ্র জীর্ণ হয়। পথ্য দুগ্ধান্ন। অম্ল, শূল, কাস, জ্বর, হৃদ্রোগ, যক্ষ্মা ও অন্যান্য ক্ষয়কর রোগে দেওয়া যায়। মূল্য সপ্তাহ ১৲

তাম্রভস্ম। একখানি তাম্রপত্রের বারগুণ কজ্জলী সেই তাম্রপত্রে লেপন করিবে। অনন্তর উহা হাঁড়ীর ভিতর এক অঙ্গুল পুরু বালির উপর রাখিয়া তাহার উপর বালি চাপা দিবে। দুই এক ঘণ্টা এই ভাবে থাকিলেই তাম্রপত্র ভস্মীভূত হইবে। মাত্রা এক মাষা। অনুপান ঘৃত মধু। পরিণাম শূলে।

লৌহামৃত রসায়ন। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সর্ব্ব-শুদ্ধ দুই সের, জল ষোল সের, শেষ চারি সের। চিনি ষোল পল। গোঁড়ানেবুর রস ষোল পল পাক করিবে। পাক শেষে নামাইয়া মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুতা, বিড়ঙ্গ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা প্রত্যেকে দুই তোলা, লৌহ দুই পল ও ঘৃত চারি পল প্রক্ষেপ দিবে। মাত্রা ১ তোলা। অনুপান গরম জল। রোগ গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু, শোথ ও জীর্ণজ্বর। এই ঔষধ দিবার পূর্ব্বে দাস্ত পরিষ্কার করাইবে। [কিন্তু লৌহ-ঘটিত ঔষধ মাত্রেই রোগের প্রথমা-বস্থায় দিতে নাই। আর লৌহ-ঘটিত ঔষধ পিত্ত শ্লৈষ্মিক রোগ সমূহেই ভাল]।

প্রাণবল্লভ রস। লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, তুঁতে, হিং, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, মনসার মূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহা-গার খই ও তেউড়ী প্রত্যেকে এক পল ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বটী করিবে। মাত্রা দুই কুঁচ হইতে চারি কুঁচ। অনুপান জল বা মধু। রোগী বলবান্ ও দাস্ত অতিশয় কঠিন হইলেই এই ঔষধ দিবে গুল্ম, কামলা, পাণ্ডু, মেহ, হিক্কা, রক্তগুল্ম, বাত-

রক্ত, কুষ্ঠ, কণ্ডূ, বিস্ফোট ও অপচী রোগে দিবে। ৭ মাত্রা ॥০ আনা।

মন্তব্য। গুল্ম রোগে গ্রহণী ও অজীর্ণের ঔষধ ব্যবহার্য্য।

রক্তপিত্তে।

খণ্ডকাদ্য লৌহ।

শতমূলী, গোলঞ্চ, মুণ্ডিরী, বাসক ছাল, বেড়েলা মূল, তালমূলী, খদির কাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং কুড় প্রত্যেকে পাঁচ পল। জল চৌষট্টি সের। শেষ আট সের। মনঃশিলাশোধিত লৌহ বার পল। চিনি বার পল। ঘৃত বার পল। একত্র পাক করিবে। ঘন হইয়া আসিলে বংশলোচন, শিলাজতু, দারুচিনি, কাঁকড়া শৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঁঠ ও জীরা এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে এক পল। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধনে, তেজপাতা, মরিচ ও নাগকেশর এই সমুদায়ের চূর্ণ প্রত্যেকে দুই তোলা। প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে। শীতল হইলে মধু দুই সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। দুই তিন বারে খাইবে। ঔষধ সেবনের পর এক পোয়া দুগ্ধ পান করিবে। মাংসরস, লুচি প্রভৃতি পুষ্টিকর আহার করিবে। রক্তপিত্তে রোগী দুর্ব্বল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিলে ঐ ঔষধ দিবে। এই লৌহ ক্ষয়, কাস, পুরাতন বাতরক্ত, পুরাতন প্রমেহ, শীতপিত্ত, পাণ্ডু রোগ, কুষ্ঠ, প্লীহা, রক্তস্রাব ও অম্লপিত্ত রোগের পরিণত অবস্থায় দিবে। ৭ মাত্রা ১৲

শ্বাসকাসে।

শ্রীচন্দ্রামৃত লৌহ। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধনে, চই, জীরা, সৈন্ধব ও মনছাল সমান সমান। লৌহভস্ম সর্ব্ব সমান। মাত্রা ১ কুঁচ। অনুপান মধু। সর্ব্বপ্রকার কাসের পরিণত অবস্থায় দিবে। রক্তপিত্তে ধারক হইয়া উপকার করে। জীর্ণজ্বর নাশক। হৃৎপিণ্ডের ক্ষীণতা বশতঃ শ্বাস হইলে দিবে। রক্তের অল্পতা বশতঃ হাত পা জ্বালা ও তৃষ্ণা হইলে দিবে। রক্ত ক্ষয় বশতঃ শূল ও অগ্নিমান্দ্য হইলে দিবে। মূল্য সপ্তাহ ১৲

শ্রীচন্দ্রামৃত রস। পারা গন্ধক লৌহ প্রত্যেকে দুই তোলা, সোহাগার খই ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা। শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, ধনে, জীরা ও সৈন্ধব প্রত্যেকে এক তোলা। ছাগদুগ্ধে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ৯ কুঁচ। অনুপান মধু। ইহাতে লৌহভস্মের পরিমাণ অল্প আছে। অতএব নূতন পুরাতন উভয় কাসেই দেওয়া যায়। সপ্তাহ ৷৷০

শৃঙ্গারাভ্র। অভ্র ভস্ম দুই পল; কর্পূর, জয়ত্রী, বালা, গজপিপুল; তেজপাতা, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশ, দারুচিনি, নাগকেশর, কুড় ও ধাইফুল প্রত্যেকে অর্দ্ধ তোলা। হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ প্রত্যেকে এক তোলার চতুর্থাংশ। এলাচ, জায়ফল, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে দুই তোলা। পারা এক তোলা। জলে মাড়িয়া সিদ্ধ ছোলার ন্যায় বড় বড় বটিকা করিবে। প্রাতঃকালে সেবনীয়। সেবনের পর কিঞ্চিৎ আদা ও পান খাইবে। বাজীকরণ প্রার্থী একবারে ৪ বটীও খাইতে পারে। রোগ;— অগ্নিমান্দ্য, পুরাতন জ্বর,

উদর, যক্ষ্মা, ক্ষয়, কাস, শ্বাস, শোথ, দৃষ্টি-দৌর্ব্বল্য, মেহ, মেদ, বমি-রোগ, শূল, অম্লপিত্ত, তৃষ্ণা, গুল্ম, পাণ্ডু, রক্তপিত্ত, বিষ-দোষ, পীনস, প্লীহা, পাকস্থলীর সর্ব্ববিধ রোগ এবং, শুক্রক্ষীণতা। ৭ বটী ৷৷০

শ্বাসকুঠার। পারা, গন্ধক, বিষ, সোহাগা ও মনঃশিলা এক এক ভাগ, শুঁঠ তিন ভাগ, পিপুল তিন ভাগ, মরিচ সাত ভাগ। এই চূর্ণের মাত্রা ২ রতি। বাতশ্লেষ্ম জ্বরে রোগী অচেতন হইলে ইহার নস্যে চৈতন্য হয়। ইহাতে নূতন সর্দ্দি এবং যক্ষ্মার জ্বর ও কাস নরম পড়িতে পারে। বিষঘটিত আর কোন ঔষধ যক্ষ্মা রোগের জ্বরে ব্যবস্থা নাই। শিশুদিগের জ্বর সর্দ্দি ও শ্বাস কখন কখন এক সঙ্গে হয়। এরূপ স্থলে অতিশয় অল্প মাত্রায় শ্বাসকুঠার রস মধুর সহিত চাটাইলে উপকার হয়। চিরজ্বরে বেশ উপকারী। সপ্তাহ ৷৷০

শ্বাস কাস চিন্তামণি। পারা, স্বর্ণমাক্ষিক ও স্বর্ণভস্ম এক এক ভাগ। মুক্তাচূর্ণ অর্দ্ধভাগ। গন্ধক দুই ভাগ। অভ্র দুই ভাগ এবং অভ্রের দ্বিগুণ লৌহ প্রথমে কণ্টিকারীর রসে, পরে ছাগদুগ্ধে, পরে যষ্টিমধুর কাথে, পরে পানের রসে একদিন মর্দ্দন করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও মধু। ইহাতে পুরাতন শ্বাস ও কাস নষ্ট হয়। এম্ফিসেমা-নামক শ্বাসে এই ঔষধটী দিবে।

প্রমেহে।

[বিস্তৃত চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে]।

বঙ্গাবলেহ। বঙ্গভস্ম দুই রতি। অনুপান ইক্ষুগুড় এক তোলা ও গন্ধক ৬০, কুঁচ। অথবা অনুপান গোলঞ্চের রস ও

শর্করা। শ্লৈষ্মিক মেহে ভাল। পৈত্তিক মেহে বঙ্গভস্ম ভাল নহে, শরীর গরম করে।

বঙ্গেশ্বর। রসসিন্দূর ও বঙ্গভস্ম সমান সমান। মাত্রা ২ মাষা। অনুপান মধু। রোগ ইক্ষু মেহ। সচরাচর যে প্রস্রাবে চিনির আস্বাদ থাকে, তাহাকেই ইক্ষু মেহ কহে। এই মেহে প্রস্রাব অধিক হয়। ইহা শ্লৈষ্মিক মেহের অন্তর্গত। ইহা আরাম হয়। মূল্য সপ্তাহ ॥০

কর্পূরাদি বটী। কর্পূর ১ ভাগ, মৃগনাভি ১ ভাগ, আফিং ৪ ভাগ, জয়পাল ৪ ভাগ। জলে মর্দ্দনীয়। মাত্রা ১ কুঁচ। অনুপান পানের রস। বহুমূত্রে মূত্রের আধিক্য নিবারণ করিতে হইলে দিবে।

[অন্যান্য রোগের নির্ব্বাচিত ঔষধ সকল দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে]।

২য় প্রকরণ।

শোধন প্রণালী।

১। বিষ শোধন। বিষকে ইংরাজীতে একোনাইট বলে। সংস্কৃত ভাষায় বিষ বলিলে সাধারণতঃ একোনাইট বুঝাইয়া থাকে। অন্য কোন বিষ বুঝায় না। বেণেরা বিষকে মিঠে বিষ কিংবা মিটে কহিয়া থাকে। পৌষ ও মাঘ মাসে দার্জিলিং অঞ্চল হইতে কলিকাতায় বিষের আমদানী হয়। ইহা গাছের সিকড়। গঠন ছোট ছোট শিঙ্গের ন্যায়। ১ সের ॥০ হইতে ১॥০ পর্য্যন্ত মূল্যে পাওয়া যায়। হাতে ভারী ঠেকিলে সেই

বিষ ভাল। ভিতরের রং ঈষৎ পীতবর্ণ হইলে ভাল হয়। শাদা হইলে তাহাকে কাঁচা বলা যায়। শোধন করিতে হইলে চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া লইতে হয়, পরে গোমূত্রে ফেলিয়া ২৪ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিতে হয়। অনন্তর জলে ধুইয়া ছাল খুলিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাঁকিতে হয়।

২। কুঁচীলা শোধন। গোমূত্রে বা দুগ্ধে ফেলিয়া ২৪ ঘণ্টা রৌদ্রে রাখিবে। পরে খোলা খুলিয়া চূর্ণ করিবে। কুচীলার প্রচলিত সংস্কৃত নাম কুপীলু, বিষ মুষ্টি ও বিষ তিন্দুক। ইংরাজী নাম নক্‌সভোমিকা।

৩। সম্বল-শোধন। সম্বলকে ভাষায় সেঁকো বলে। ইংরাজীতে আর্সেনিক বা আর্সেনিয়স এসিড কহে। "তিন দিন গোমূত্রে ও একদিন কুকসিমার রসে ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয়। মাত্রা ১ সর্ষপ অর্থাৎ এক গ্রেণের নবমাংশ। ইহা নূতন ও পুরাতন জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র" ইতি তন্ত্র।

৪। পারদ শোধন। একটী হাঁড়ী আগুনে চড়াইবে। হাঁড়ীর ভিতর দুই অঙ্গুল পুরু বালি রাখিবে। বালির উপর একটা মাটীর ভাঁড় বসাইবে। ভাঁড়ের ভিতর পারা রাখিবে। পারা যত, বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ তাহার ছয় গুণ লইবে। পারার উপর পাতলা করিয়া গন্ধক ছড়াইয়া দিবে, যেন পারদের সমস্ত উপরিভাগ ঢাকা পড়ে। আর সমস্ত গন্ধক-চূর্ণ একবারে ছড়াইবে না। খুব নজর রাখ; পারা গরম হইলে গন্ধক গলিতে থাকিবে; যে যে অংশে গন্ধক গলিয়া যাইবে, সেই অংশ নূতন গন্ধক দিয়া ঢাকিবে। এইরূপে সমস্ত গন্ধক ক্রমে ক্রমে খাওয়ান হইলে হাঁড়ী তাড়াতাড়ি নামাইয়া ফেলিবে।

গন্ধক ঠাণ্ডা হইলেই জমাট বাঁধিয়া যাইবে। তখন ঐ জমাট তুলিয়া লইবে। নিম্নে বিশুদ্ধ পারদ পাওয়া যাইবে। ইহারই নাম ষড়্‌গুণ বলি জারিত পারদ। সর্ব্বকর্ম্মে ব্যবহার্য্য। পারা শোধনের অন্যান্য প্রণালীও আছে। তন্মধ্যে এক প্রকার রসপর্পটী প্রকরণে লিখিত হইয়াছে। এই দুই প্রকারই উৎকৃষ্ট। এইরূপ শোধিত পারদ গন্ধকের সহিত কজ্জলী করিয়া পূর্ণমাত্রায় সেবন করিলেও মুখ আসে না, বরঞ্চ উৎকট অম্লপিত্তও নিরারিত হয়।

৫—৮। স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ ও তাম্রের শোধন। এই সকল ধাতু আজি কালি বিশুদ্ধ অবস্থায় বাজারে পাওয়া যায়। তথাপি শোধন করিতে ইচ্ছা করিলে ঐ সকল দ্রব্যের সূক্ষ্ম পত্র বা চূর্ণ গোমূত্রে তিন ঘণ্টা করিয়া পাক করিবে।

৯—১০। বঙ্গ ও সীসকের শোধন। বঙ্গ বা সীসক গলাইয়া তাহাতে ছাগদুগ্ধ সেচন করিবে। অথবা তাহা আকন্দের ক্ষীরে নিক্ষেপ করিবে।

১১। অভ্র শোধন। কৃষ্ণাভ্রকে চতুর্থাংশ শালি ধান্যের সহিত থলিয়ার মধ্যে পুরিয়া তিন দিন জলে রাখিবে। পরে ধুইয়া লইবে।

১২। হিরাকস শোধন। হিরাকসকে তপ্ত ভৃঙ্গরাজ রসে নিক্ষেপ করিবে। ইহার সংস্কৃত নাম কাশীশ।

১৩—১৭। রসাঞ্জন, হরিতাল, মনঃশিলা, হিঙ্গুল ও গৈরিকের শোধন। গোঁড়ানেবুর রসে একদিন ভিজাইয়া রাখিবে।

১৮—২১। শঙ্খ, সোহাগা, ঝিনুক, কড়ি এই সকল দ্রব্যের শোধন। গোঁড়ানেবুর রসে উত্তমরূপে ধৌত করিবে। অথবা

আমানীতে এক প্রহর সিদ্ধ করিবে। ঔষধে ঘেঁচুকড়ি (বরাটিকা) ব্যবহৃত হয়।

২২। শিলাজতু শোধন। দশমূল পাচনের সহিত একদিন মর্দ্দন করিবে। পরে রৌদ্রে রাখিয়া জল শুষ্ক করিয়া লইবে।

২৩। জয়পাল শোধন। জয় পালের খোলা খুলিয়া চিরিয়া ফেলিবে। পরে দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। [আমরা জয়পালের বিষ পাতা ফেলিয়া দিয়া থলে মাড়িয়া লই; পরে নেকড়ার ভিতর পূরিয়া দুগ্ধে ফেলিয়া অঙ্গুল দিয়া টিপিয়া তৈল নিংড়াইয়া ফেলি। পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ঔষধে প্রয়োগ করি।]

২৪। স্নুহীক্ষীর শোধন। মনসার ক্ষীর তেঁতুল পাতার রসের সহিত মর্দ্দন করিবে। পরে একদিন রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। পাতার রস এক তোলা ও ক্ষীর আট তোলা হওয়া উচিত।

৩য় প্রকরণ।

ধাতু ভস্ম। Mineral salts.

ভস্ম শব্দের প্রচলিত অর্থ 'ছাই'। কিন্তু ধাতু ছাই হয় না। অগ্নিতাপে গলিয়া যায় মাত্র। গলিত অবস্থায় উহার সহিত দ্রব্যান্তর মিশ্রিত করিলে চূর্ণ হইয়া যায়। ধাতুর এইরূপ চূর্ণকে ধাতু ভস্ম কহে। কঠিন দ্রব্য গলাইয়া তাহার সহিত তরল বা চূর্ণ দ্রব্য মিশ্রিত করিলে কঠিন দ্রব্যের পরমাণু সকল পৃথক্ পৃথক্ হয়, যোগাকর্ষণ শক্তি দূরীভূত হয়, তাহাতেই চূর্ণনযোগ্য হইয়া থাকে। চরকে বিশুদ্ধ ধাতু-চূর্ণের ব্যবহার প্রচলিত।

(ক) যে কোন ধাতু গলাইয়া তাহাতে যে কোন উদ্ভিজ্জ ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া ঘুঁটিয়া লও, দেখিবে ধাতু চূর্ণনযোগ্য হইয়াছে কেবল উদ্ভিজ্জ ভস্ম কেন, ধূলি বা সুরকী চূর্ণ মিশাইয়া ঘুঁটিয়া লইলেও চূর্ণনযোগ্য হইবে। বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে হরিদ্রা প্রভৃতির ভস্ম মিশ্রিত করা হয়, পরে মিলিত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া লইলেই তাহাকে বঙ্গভস্ম বলা হইয়া থাকে।

(খ) স্বর্ণ গলাইয়া তাহাতে কজ্জলী-চূর্ণ নিক্ষেপ করিলে স্বর্ণ চূর্ণন-যোগ্য হয়, এইরূপ চূর্ণকে স্বর্ণভস্ম বলে।

(গ) লৌহ গলাইয়া তাহাতে গোমূত্র নিক্ষেপ কর। লৌহ নির্ব্বাপিত হইবে। পুনশ্চ গলাইয়া পুনশ্চ গোমূত্র নিক্ষেপ কর। বারবার এইরূপ কর। দেখিবে লৌহ চূর্ণন-যোগ্য হইয়াছে। এস্থলে কঠিন দ্রব্যের সহিত তরল দ্রব্য মিশ্রিত করা হইল। গোমূত্র জ্বলন্ত লৌহে নিক্ষেপ করাতে গোমূত্রের জলীয় ভাগ উড়িয়া গেল এবং সারভাগ ভস্মীভূত হইয়া লৌহের সহিত মিশ্রিত হইল, এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(ঘ) তাম্র পত্রের গায়ে কজ্জলী মাখাইয়া অগ্নিতাপ দিলে, তাম্র পত্র দ্রবীভূত হয় এবং সেই অবস্থায় পারা পৃথক্ হয় আর গন্ধক তাম্র পত্রের সহিত মিশ্রিত হয়। তখন তাম্রপত্র চূর্ণন-যোগ্য হয়। ইহাকেই আমরা তাম্রভস্ম বলি। ইংরাজীতে সল্ফায়েড আব কপার বলে।

মন্তব্য। প্রত্যেক স্থলেই চূর্ণকে গলাইয়া পুনশ্চ আদিম ধাতু বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ক, খ ও গ স্থলে ধাতুর সহিত দ্রব্যান্তরের যে সংযোগ হইল, তাহাকে বাহ্য সংযোগ বলা যায়। আর ঘ স্থলের সংযোগকে রাসায়নিক সংযোগ কহিয়া থাকে। তবেই পারিভাষিক কথায় বলিতে গেলে ভস্মী-

করণ শব্দের অর্থ যোগাকর্ষণের বিপ্রকর্ষণ ও দ্রব্যান্তর-মিশ্রণ।

এইরূপ দ্রব্যান্তরের সহিত মিশ্রিত হইলে ধাতুর গুণও অবশ্য কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হয়। অথবা বিশুদ্ধ লৌহচূর্ণের অপেক্ষা কার্বনেট-লৌহের গুণ কিঞ্চিৎ ভিন্ন বই কি। সেইরূপ বিশুদ্ধ লৌহ চূর্ণের অপেক্ষা গোমূত্র সংস্কৃত লৌহের গুণ কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। কিন্তু তাহা বলিয়া বিশুদ্ধ চূর্ণের অপেক্ষা ভস্মের গুণ অধিক বলা যায় না। অতএব চরক যে স্থলে লৌহের উল্লেখ করিয়াছেন সে স্থলে লৌহ চূর্ণই ব্যবহাব করিবে, লৌহভস্ম ব্যবহার করিবে না; আর তান্ত্রিকেরা যে স্থলে লৌহ দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সে স্থলে লৌহ শব্দে লৌহভস্ম বুঝিতে হইবে। চক্রদত্ত বলেন যে একই প্রকার লৌহ ভস্ম সকল ধাতুর উপযোগী হয় না। ইহার অর্থ স্পষ্ট। দেখ, গোমূত্র সংস্কৃত লৌহভস্ম প্লীহা যকৃৎ শোথ উদর কুষ্ঠ উন্মাদ ও গ্রহণী রোগে ফলদায়ক হইলেও রক্ত পিত্তে ফলদায়ক হইতে পারে না; কেননা গোমূত্র রক্তপিত্তের বিরুদ্ধ। এইজন্য চক্রদত্ত খণ্ডকাদ্য লৌহে গোমূত্র সংস্কৃত লৌহের ব্যবস্থা দেন নাই, পরন্তু মনঃশিলা মিশ্রিত কিংবা স্বর্ণমাক্ষিক মিশ্রিত লৌহভস্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

হরিতাল সহজেই চূর্ণ করা যায়, এইজন্য বেতাল রস প্রভৃতি ঔষধে হরিতাল ভস্মের ব্যবহার নাই, চূর্ণেরই ব্যবহার আছে। সেঁকো ও গন্ধক হরিতালের দুইটী প্রধান অঙ্গ। সুতরাং উহাকে আগুনে অধিক তপ্ত করিলে গন্ধক জলিয়া যায় সঙ্গে সঙ্গে সেঁকো অর্থাৎ আর্সেনিক এসিডও উড়িয়া যাইতে পারে। এইজন্য অধিক ক্ষণ তপ্ত করিতে নাই। ঘৃতকুমারীর খোলার ভিতর পুরিয়া গর্ত্তের মধ্যে অনাবৃত পাত্রে খুব তপ্ত কর।

ঘৃতকুমারীর রস উহাতে শোষিত হইয়া গেলেই উহার বর্ণান্তর হইবে। কেহ কেহ হরিতাল, চূর্ণের সহিত ভস্ম, করিয়া থাকেন। চূর্ণ এক তোলা ও হরিতাল এক তোলা গজপুটে পাক করিতে হয়—যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের সরল জ্বর চিকিৎসা ১৩৮ পৃঃ।

ফলকথা এই যে ধাতু প্রকৃত প্রস্তাবে ভস্ম অর্থাৎ ছাই হইতে পারে না। ইংরাজীতে যাহাকে মিনরাল সল্টস্ কহে, আমরা তাহাকেই ধাতুভস্ম কহিয়া থাকি।

সহস্র পুট লৌহ প্রস্তুত করিবার সহজ উপায়।

এক ছটাক লৌহচূর্ণের সহিত সহস্র ছটাক গোমূত্রের সার পুটপাকে দগ্ধ করিলে সহস্র পুট লৌহ হয়। অতএব যদি সহস্র ছটাক গোমূত্রের সহিত এক ছটাক লৌহচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে সমস্ত দ্রব্য পুটপাকে দগ্ধ করা যায়, তবে সহস্র পুট লৌহের তুল্য গুণ বিশিষ্ট লৌহ প্রস্তুত করা হয়। শেষোক্ত পুট পক্ক লৌহ মূচী হইতে বাহির করিয়া ২৪ ঘণ্টা লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিবে। কেননা লৌহচূর্ণ যতই সূক্ষ্ম হয় ততই সহজে শরীরে শোষিত হওয়া সম্ভব। আবার প্লীহা যকৃৎ প্রভৃতি পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ সমূহে গোমূত্র ও লৌহ উক্তরূপে পাক করিতে করিতে শুষ্ক হইয়া আসিলে, পুটপাকে দগ্ধ না করিয়াই মর্দ্দন পূর্ব্বক ব্যবহার করিবে।

অর্দ্ধেক গোমূত্র ও অর্দ্ধেক ত্রিফলার ক্বাথ মিশ্রিত করিয়া শেষোক্তরূপে পাক করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও প্রমেহ রোগে অতিশয় ফলদায়ক হইতে পারে। লৌহভস্ম ১ ভরি ২৲

সহজে স্বর্ণভস্ম করিবার উপায়।

বিশুদ্ধ পারদ আট তোলা, বিশুদ্ধ গন্ধক যোল তোলা কজ্জলী কর। অনন্তর ১ তোলা বিশুদ্ধ স্বর্ণ মৃৎপাত্রে গলাইয়া লও। পরে উহাতে কজ্জলী ঢালিয়া দিয়া ঘুঁটিয়া লও। এবং সরা চাপা দাও, পরে নামাইয়া ফেল। ইহাই তন্ত্রোদ্দিষ্ট স্বর্ণভস্ম।

যক্ষ্মা ও সর্পদংশনে বিশুদ্ধ স্বর্ণচূর্ণ ব্যবহার্য্য। বিশুদ্ধ স্বর্ণচূর্ণ আজি কালি কলিকাতার বাজারে অপ্রাপ্য নহে। মূল্য এক ভরি ৪৮ টাকা পর্য্যন্ত।

পারদ ও তাম্র একসঙ্গে ভস্ম করিবার উপায়।

বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমান সমান ভাগে কজ্জলী কর। কজ্জলীর দ্বাদশাংশ বিশুদ্ধ তামার চাক্তি গ্রহণ কর। অনন্তর কজ্জলী মুচীর মধ্যে পূরিয়া তাহার উপর তামার চাক্তি বসাইয়া দাও। আব তামার চাক্তির উপরে কজ্জলীর প্রলেপ দাও। পরে মুচীর মুখ টাটী দিয়া ঢাকিয়া কাদা দিয়া উত্তমরূপে লেপন কর। কাদার লেপ দুই অঙ্গুল পুরু হওয়া উচিত। অনন্তর মুচী ঘুঁটের আগুনে প্রবিষ্ট করিয়া দগ্ধ কর। মুচীর কাদা পুড়িয়া গেলেই তুলিয়া লও। ঠাণ্ডা হইলে ভাঙ্গিয়া ফেল। দেখিবে কজ্জলীও ভস্ম হইয়াছে, তামাও ভস্ম হইয়াছে। এইরূপ কজ্জলীকেই পারা ভস্ম কহে। অথবা পারা ভস্ম বলিলেই রসেন্দ্র শাস্ত্রে কজ্জলী ভস্ম বুঝায়। আমাদের তাম্র ভস্মকে ইংরাজীতে সল্‌ফায়েড আব্ কপার বলে। আর পারা ভস্মকে সল ফাইড্ আব্ মার্কুরী বলে। মূল্য একভরি ১৲

সহজে অভ্রভস্ম করিবার উপায়।

বিশুদ্ধ অভ্রচূর্ণ একভাগ ও বিশুদ্ধ সোহাগা দুই ভাগ একত্র করিয়া মুচির মধ্যে দগ্ধ করিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিবে। এই ঔষধ উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ হয়। কিন্তু উহাকে লাল করা কঠিন নহে। দাঁদার বা অন্য কোন অম্লদ্রব্যের রস উহার সহিত মর্দ্দন করিলেই লাল হইতে পারে। কেননা অভ্র ও লৌহ এক জিনিষ; অম্ল সংযোগে উভয়কেই লাল করা যাইতে পারে। কিন্তু লাল রং করিবার প্রয়োজন নাই।

এইরূপ অভ্রভস্ম সর্ব্বকর্ম্মে ব্যবহার্য্য। ইতি রসেন্দ্র সার সংগ্রহ। মূল্য ১ ভরি ১ টাকা।

সহজে রৌপ্যভস্ম করিবার উপায়।

হরিতাল ও গন্ধক পাতিনেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া রৌপ্য পত্রে লেপন করিবে এবং পুটে পাক করিবে। এইরূপে তিনবার লেপন করিয়া তিনবার পুটপাক করিবে। তাহা হইলেই রৌপ্য ভস্ম হইবে। ইতি রসেন্দ্র সার। মূল্য ১ ভরি ৪ টাকা।

আবার যদি কোন ঔষধে রৌপ্য ভস্ম মিশাইবার প্রস্তাব থাকে, তবে সেই ঔষধের অন্তর্গত কোন একটী চূর্ণ দ্রবীভূত রৌপ্যে নিক্ষেপ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। যেমন, পীযূষবল্লী রসে কজ্জলীর সহিত রৌপ্য ভস্ম মিশ্রিত করিবার প্রস্তাব আছে। এরূপ স্থলে দ্রবীভূত রৌপ্যে কজ্জলী চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া ঘুঁটিয়া লইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে। ৪৬ পৃষ্ঠায় চরকের মত দেখ।

সহজে বঙ্গভস্ম করিবার উপায়।

হরিদ্রা, যমানী, জীরক ও অশ্বত্থবল্কল সমান সমান ভাগে অন্তর্ধূমে দগ্ধ কর। ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ বঙ্গের তুল্য বা দ্বিগুণ হওয়া উচিত। অনন্তর বঙ্গ মৃৎ পাত্রে গলাইয়া লও এবং ভস্ম সকল তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া ঘুঁটিয়া লও। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মূল্য ১ ভরি ১ টাকা।

আবার যদি কোন ঔষধে বঙ্গভস্মের সহিত কজ্জলী মিশাইবার প্রস্তাব থাকে, তবে বঙ্গ আর স্বতন্ত্র ভস্ম না করিয়া পারার সহিত একবারে মিশ্রিত কর। পরে গন্ধকের সহিত মর্দ্দন করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।

এরূপ স্থলে বঙ্গ গলাইয়া তাহাতে পারা ঢালিয়া দাও এবং ঘুঁটিয়া লও। দেখিবে মিলিত দ্রব্য চূর্ণন-যোগ্য হইয়াছে [এইরূপ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণবঙ্গ নামক ঔষধে কজ্জলী মিশ্রিত করা হয়]।

মুক্তা, শঙ্খ, শুক্তি, শম্বূক ও বরাটিকা।

মুচির মধ্যে পূরিয়া ভস্ম করা হয়। স্পষ্টই বুঝা যায় যে উহাদের প্রত্যেকেরই ভস্ম একটী চূর্ণ। এইজন্য কখন কখন এক ভস্মের বদলে আর এক ভস্ম ব্যবহার করা হয়। যথা—

মুক্তাভাবে শঙ্খচূর্ণম্ ইতি পরিভাষা প্রদীপ।

মন্তব্য। ভাবমিশ্র ও গোবিন্দ সেন উভয়েই কহেন যে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বদলে লৌহচূর্ণ ব্যবহার করা যায়। আবার আধুনিক কেমিষ্টেরা বলেন যে হীরক ও কার্বন এক। তবেই হীরকের বদলে কয়লা বা গৃহধূম ব্যবহার করা যায়। কিন্তু

চিকিৎসক এ সকল কথায় বিচলিত হইবেন না। কেন না একই রোগের অনেক ঔষধ আছে, অতএব স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরকের অভাবে স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরক ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া অন্যান্য ঔষধ প্রয়োগ করাই ভাল।

৪র্থ প্রকরণ।

সংশোধন অর্থাৎ

স্বেদ, বমন, বিরেচন, বস্তি ও শিরোবিরেচন।*

স্বেদ শব্দের অর্থ শরীরে তাপ দেওয়া। চলিত ভাষায় ইহাকেই সেক কহে। বমন শব্দের অর্থ স্পষ্ট। বিরেচন শব্দের অর্থ জোলাপ। বস্তি শব্দের অর্থ পিচকারী দ্বারা গুহ্যদেশের ভিতর ঔষধ প্রেরণ করা। শিরোবিরেচনের অর্থ মস্তকের জোলাপ অর্থাৎ নস্যকর্ম্ম।

এই সকল উপায়কে 'সংশোধন' বলে। রোগ উৎকট হইলে অথচ সত্বর দমন করা বিহিত হইলে সংশোধন ভিন্ন উপায় নাই।

স্বেদ।

বালুকা স্বেদ সচরাচর প্রয়োগ করা হয়। তপ্ত খোলায় বালি গরম করিয়া তাহাতে আমানী ছিটাইয়া দিতে হয়, পরে পুটলী করিয়া স্বেদ দিতে হয়। আমানী না মিলিলে কেবল বালুর

---

* চরক মতে সুস্থ ব্যক্তি একবার চৈত্রমাসে, একবার শ্রাবণ মাসে ও একবার অগ্রহায়ণ মাসে শরীর শোধন করিবে।

স্বেদই দিবে। সচরাচর হাত ও পায়ের তলা ও মাথায় স্বেদ দিতে হয়। পাঁজরে ও দক্ষিণ বক্ষেও স্বেদ দেওয়া চলে। তদ্ভিন্ন রোগ স্থানেও স্বেদ দেওয়া রীতি।

বালুকা স্বেদে বায়ু রোগ, কফ রোগ মাথার বেদনা, গা মোচড়ানী, কম্প, বুকের বেদনা, গার বেদনা, সর্দ্দি, শ্বাস, বাত-শ্লেষ্মার জ্বর, হনুস্তম্ভ, গা কামড়ানী, উরু ও জঙ্ঘার বেদনা এবং হাড়ের ভিতরকার বেদনা সদ্য সদ্য নষ্ট হয়।

মাথায় জ্বালা থাকিলে স্বেদ দিবে না। চক্ষুতে, বাম হৃদয়ে এবং নাভিতে স্বেদ দিবে না। অণ্ডকোষে ও কুচকীতে উৎকট স্বেদ দিবে না। রক্তপিত্ত, মূর্চ্ছা, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, অতিস্থূলতা, অতি-সার, বসন্ত, গর্ভ এবং ঋতু বা রক্তস্রাবের লক্ষণ থাকিলে স্বেদ দিবে না। কিন্তু মৃত গর্ভ নিষ্ক্রান্ত হইবার পর অথবা সুপ্রসব হইবার পর রক্ত নির্গত হইলেও স্বেদ দিবে। কিন্তু রক্তস্রাব অধিক হইতে থাকিলে কোন স্থলেই স্বেদ দিবে না। মধু, ঘৃত, দধি বা দুগ্ধ পানের পর স্বেদ দিবে না। আর যে সকল রোগে স্বেদ দেওয়া বিধি, সে সকল স্থলে কোন ঔষধে মধু অনুপান দিবে না।

বমন।

পিত্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত রোগীকে বমি করান যায়। পিত্ত বাহির হইবার পরে বমি নিরস্ত না হইলে বমি অতিরিক্ত হইল বলা যায়। গলায় আঙ্গুল দিয়া বমি করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। নিম্নে বমনকারক ঔষধ সমূহের বিবরণ করা হইল।

ঔষধের নাম।	মাত্রা।	অনুপান।
সৈন্ধব	এক তোলা	এক ছটাক গরম জল।
সর্ষপ চূর্ণ	ঐ	ঐ।
মদন ফলের চূর্ণ	২ তোলা	ভিন্ন ভিন্ন পাচন।
তুথ (তুঁতে)	৩।৫ গ্রেন	দুগ্ধ বা জল।
তাম্রভস্ম	৫ গ্রেন	মধু।
ইপিকাকুয়ানা	২০ গ্রেন	জল।
টার্টার এমেটিক	২ গ্রেন	জল।

শেষোক্ত দুইটী ঔষধ ডাক্তারী হইতে লওয়া হইল।

বিরেচন।

মলের শেষে কফ বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত দাস্ত করান যায়।

এরণ্ড বীজ	একটী	খোলা খুলিয়া বাঁটিয়া খাইবে।
এরণ্ড তৈল	অর্দ্ধ ছটাক	অনুপান দুগ্ধ বা পাচন।
তেউড়ী চূর্ণ	১।২ তোলা	চিনির সহিত জলে গুলিয়া
সোঁদালের আঠা	অর্দ্ধ হইতে দুই তোলা	দুগ্ধ বা পাচন।
জয়পাল বীজ	¼ রতি	ইচ্ছাভেদী দেখ।
লোধ ছাল	২ তোলা	ত্রিফলার জল।
সোণামুখী চূর্ণ	১০।২০ গ্রেন	কোন পাচন।
উচ্ছেপাতার রস	আধ ছটাক।	

রোগীর হাতের একহাত পরিমাণ একটী সোঁদাল ফলের মধ্যে যতটা আটা থাকে, তাহা জলে কিম্বা পাচনে কিম্বা দুগ্ধে গুলিয়া লইতে হয়। অথবা সোঁদাল পাতার রস আধ ছটাক

খাইতে হয়। সোঁদাল পাতা ঘৃত ও লবণের সহিত ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাইলে উত্তম দাস্ত হয়। ব্রাহ্মী শাকের রসও বিরেচন। লোধ্রচূর্ণ দুই তোলা দধি ঘোল গোমূত্র বা ব্রাণ্ডীর সহিত পান করিলে দাস্ত হইয়া থাকে।

বমন যে যে স্থলে নিষিদ্ধ।

পিচকারী দিবার পর বমন দিবে না। আর হৃদ্রোগ, মূত্রাঘাত, প্লীহা, গুল্ম, উদর, অষ্ঠীলা, স্বরভঙ্গ, শিরোরোগ, রক্তবমি, কর্ণরোগ, অক্ষিরোগ বা বক্ষে বেদনা থাকিলে বমন দিবে না।

বস্তি।

আয়ুর্ব্বেদে বস্তির যেরূপ প্রশংসা, সেরূপ আর কিছুরই নাই। বস্তি দুই প্রকার; পানীয় দ্রব্য দ্বারা বস্তি ও তৈল দ্বারা বস্তি। একবারে দুই তিন বস্তি দেওয়া যায়। উৎকট রোগে উপর্য্যুপরি তিন দিন বস্তি দেওয়া যায়। এক মাসে ১৮ বস্তি দেওয়া যাইতে পারে।

অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি।

দশমূলের প্রত্যেক মূল ছয় তোলা, তবেই সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ তোলা দশমূল আট গুণ জলে সিদ্ধ করিবে। চতুর্থ ভাগশেষে অর্থাৎ পনর পল থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে; তন্মধ্যে পাঁচ পল লইয়া তাহার সহিত শুলফার সূক্ষ্ম চূর্ণ দুই তোলা, সৈন্ধব দুই তোলা,

একটী শুষ্ক ময়না ফলের চূর্ণ, মধু দুই পল ও তিল তৈল দুই পল উত্তমরূপে মাখিয়া লইবে। অনন্তর মিশ্রিত দ্রব্য গরম জলের ঘটীর উপর রাখিয়া ঈষৎ তপ্ত করিয়া লইবে। পরে গুহ্যের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবে। রোগীকে বাম পার্শ্বে শোয়াইয়া বস্তি দিতে হয়।

প্রথম বস্তি এইরূপে দিবার পর বাহির হইয়া আসিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বস্তি দেওয়া উচিত। যে দশপল পাচন অবশিষ্ট থাকে তাহাই দুইভাগ করিয়া দুই বারে দিবে। প্রতিবারেই শুল্‌ফা প্রভৃতি মিশ্রিত করিবে। সুশ্রুত বলেন যে, শুল্‌ফা চূর্ণ ও সৈন্ধব যোগ করিলে বস্তি শীঘ্র বাহির হয়। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে তাহার মতে ঐ দুই দ্রব্যের অন্য কোন প্রয়োজন নাই। আমরা একটী দুরন্ত উন্মাদরোগে কয়েকবার অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিয়াছিলাম; কোন বারেই শুল্‌ফা ও মদনফল চূর্ণ যোগ করি নাই। কিন্তু ফলের ন্যূনতা হয় নাই।

এক বৎসর বয়সের পক্ষে পাচন বস্তির পরিমাণ ৮ তোলা। দুই বর্ষের পক্ষে ষোল তোলা। প্রতি বর্ষে আটতোলা করিয়া বৃদ্ধি হইবে। ১২ পলের অধিক আর হইবে না।

পানীয় বস্তি নিষিদ্ধ। জলমগ্ন, জলপীত, মূর্চ্ছিত, ক্রুদ্ধ ভীত, মদমত্ত, শ্বাসরোগী, জলোদররোগী, সাতমাস পর্য্যন্ত গর্ভিণী, মধুমেহী ও কুষ্ঠরোগীকে কোন প্রকার বস্তি দিবে না। বমন বিরেচন বা ভোজনের পরক্ষণে পানীয় বস্তি দিবে না। সুস্থ ও অসুস্থ সকলকেই সর্ব্বকালে অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দেওয়া যায়। ইহাতে আহারাদির কোন কঠিন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

ক্ষারবস্তি।

সৈন্ধব দুই তোলা, শুল্‌ফা দুই তোলা, গোমূত্র চৌষট্টি তোলা, পাকা তেঁতুল ষোল তোলা এবং গুড় ষোল তোলা আলোড়ন করিয়া ছাঁকিয়া লইবে। এবং বাষ্পতাপে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া বস্তি দিবে। নিম্নলিখিত কঠিন কঠিন রোগে ক্ষারবস্তি সদ্য সদ্য উপকার করে;—

প্লীহা, যকৃৎ, কোষ্ঠবদ্ধ, ক্রিমি, উদাবর্ত্ত, গুল্মশূল, নিদারুণ মূত্রবদ্ধ, উন্মাদ, বোম্বাই বসন্ত, কুচকী, দন্তশূল, রজোবন্ধ, প্রমেহ, পিড়কা এবং কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত তাবৎ বায়ুরোগ ও শ্লেষ্মরোগ।

তৈলবস্তি।

মহানারায়ণ তৈল ও অন্যান্য উপযুক্ত তৈলের বস্তিকে তৈল বস্তি কহে। পানীয় বস্তি দিবার পর রোগী রুক্ষ হইতে পারে। তখন তৈলবস্তি দিতে হয়। আর বায়ুশূল প্রভৃতি রোগে পানীয় বস্তি না দিয়া একবারেই তৈলবস্তি দেওয়া যায়। তৈলবস্তি দিতে হইলে রোগীকে অগ্রে লঘুভোজন করাইবে। পানীয় বস্তি যে সকল স্থলে নিষিদ্ধ, তৈলবস্তিও সেই সকল স্থলে নিষিদ্ধ। তদ্ভিন্ন নবজ্বর, পাণ্ডুরোগ, প্রমেহ, অর্শ, সর্দ্দি, অরুচি, মন্দাগ্নি, প্লীহা, যকৃৎ উদরাময়, বিষপান, কফাভিষ্যন্দ, গোদ, গলগণ্ড ও ক্রিমিকোষ্ঠে নিষিদ্ধ।

স্বহস্তে বস্তি দিবার উপায়।

মনে কর একটী জলপূর্ণ পাত্র পেরেক দিয়া দেওয়ালের গায়ে আটকান আছে। গ যেন পেরেক। কখ পাত্রের নীচে ছ ছিদ্র আছে। ছঙ একটী ডাক্তারী পিচকারী, ঐ ছিদ্রের মুখে ঝোলান আছে। ঙচ পিচকারীর নল। ঘ রোগীর গুহ্যদ্বার। ঙচ নলের মুখ গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট আছে। এরূপ স্থলে কখ পাত্রের সমস্ত জল রোগীর গুহ্যের ভিতর আপনি প্রবেশ করিবে। রোগী শয়ন করিয়া থাকিবে।
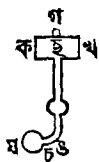
শিরোবিরেচন বা নস্যকর্ম্ম।

যাহারা ভাত খাইয়াছে, মাথায় জল দিয়াছে বা দিবে, শস্ত্রাহত বা দণ্ডাহত বা মদমত্ত হইয়াছে কিম্বা শোকে মূর্চ্ছিত হইয়াছে; যাহাদের নবজ্বর হইয়াছে, নূতন সর্দ্দি হইয়াছে বা গর্ভ হইয়াছে; যাহাদিগকে বিরেচন বা তৈলবস্তি দেওয়া হইয়াছে; এই সকল রোগীকে নস্য দিবে না।

অঞ্জন।

সকল অঞ্জনই কাপড়ে ছাঁকিয়া দিতে হয়। নতুবা চোখের মধ্যে খিচ ঢুকিতে পারে।

চরকমতে লৌহ স্বর্ণ ও রৌপ্য জারণ।

লৌহপত্র অগ্নিদগ্ধ করিয়া ক্রমান্বয়ে ত্রিফলার কাথ, গোমূত্র সজ্জীক্ষার, ইঙ্গুদীক্ষার এবং কিংশুক ক্ষারের জলে নির্ব্বাপিত কর। অঞ্জন বর্ণ হইলে চূর্ণ কর। স্বর্ণ রৌপ্যেরও এই বিধি।

চরক মতে তৈল ও ঘৃতের পাকপ্রণালী।

কাহার কাহার সংস্কার আছে যে নিমকাঠের জ্বালে তৈলপাক করিতে হয়। কিন্তু নিম পিত্ত ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে, আর বায়ুকে কুপিত করে, অতএব অশ্বগন্ধা প্রভৃতি বায়ুনাশক তৈলসমূহ নিম কাঠের জ্বালে প্রস্তুত করিবার পক্ষে সদ্‌যুক্তি দেখা যায় না। ফলতঃ কোন এক কাঠের জ্বালেই সর্ব্বপ্রকার তৈল পাক করিবার বিধি দেওয়া যায় না। আয়ুর্ব্বেদে তৈল ও ঘৃত নির্ধূম অঙ্গারে পাক করিবারই ব্যবস্থা আছে।

আবার এই কারণে সকল প্রকার তৈলঘৃতের একই প্রকার মূর্চ্ছাদ্রব্য হইতে পারে না।

এইরূপ সকল তৈলেই এক প্রকার গন্ধ দ্রব্য দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ কফবাত নাশক গন্ধদ্রব্য পিত্ত নাশক তৈলে প্রয়োগ করিলে অপকার হওয়াই সম্ভব। বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকিলে চরকোক্ত তৈল সমূহে গন্ধ ও মূর্চ্ছা দিবে না।

শাস্ত্রোক্ত কোন তৈল বা ঘৃত নির্দ্দিষ্ট রোগে উপকার না করিলে পাক-প্রণালীর দোষ মনে করিতে হইবে।

তৈল বা ঘৃতের মূল্য সচরাচর একসের ১৬৲ টাকার অধিক নাই। হিম সাগর তৈল ও আমলক রসায়ন ৩২৲ দরে দেওয়া হয়।

রোগাধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আকস্মিক রোগ সমূহের চিকিৎসা।

১ম প্রকরণ। সর্দ্দি গরমী।

শরীরের ভিতরে শীত ও বাহিরে দাহ হইলে তাহাকে সর্দ্দি গরমী বলা যায়। আবার ভিতরে দাহ ও বাহিরে শীত হইলেও সর্দ্দি গরমী বলা যায়।

(১) কিন্তু শরীর ক্রমশঃ তপ্ত বা শীতল হইলে সর্দ্দি গরমী হয় না। যদি পৌষের রাত্রির দুরন্ত শীত ভোগ করিবার পরক্ষণেই বৈশাখের মধ্যাহ্ন তাপ ভোগ করিতে হইত তাহা হইলে সর্দ্দি গরমী হইত। মধ্যে নাতিশীতোষ্ণ বসন্তকালের সাক্ষাৎ পাওয়াতে সে ভাবটী আর হয় না।

(২) গ্রীষ্মতপ্ত দেশ হইতে হঠাৎ হিমাচ্ছন্ন দেশে প্রবেশ করিলে সর্দ্দি গরমী হইতে পারে। দ্রুতগতি বাষ্পযানে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে থাকিলে তপ্তশীতল দেশ সকল শীঘ্র শীঘ্র লঙ্ঘন করা যায়, এরূপ স্থলে সর্দ্দি গরমী হয় না বটে কিন্তু স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইতে পারে। স্থানে স্থানে বিশ্রাম করিয়া গেলে সে ভাবটী আর হয় না।

(৩) তপ্ত শরীরের ভিতর হঠাৎ শীতল জল প্রবেশ করিলে সর্দ্দি গরমী হইতে পারে। অর্থাৎ রৌদ্র হইতে ক্লান্তশরীরে আসিয়া হঠাৎ জলপান করিলে সর্দ্দিগরমী হইতে পারে।

(৪) তপ্ত শরীর শীতল জলের মধ্যে হঠাৎ প্রবিষ্ট করিলে সর্দ্দিগরমী হইতে পারে। অর্থাৎ রৌদ্র হইতে ক্লান্ত শরীরে আসিয়া হঠাৎ অবগাহন করিলে সর্দ্দিগরমী হইতে পারে।

(৫) কুস্তি করিলে শরীর যেরূপ হঠাৎ তপ্ত হয়, অতি বেগে সন্তরণ দিলেও সেইরূপ হঠাৎ তপ্ত হয়। অতএব জলের ভিতর অতি বেগে সন্তরণ দিলে, তপ্ত শরীর শীতল জলে হঠাৎ প্রবিষ্ট করার ন্যায়, ফল হয়। অর্থাৎ সর্দ্দিগরমী হইতে পারে।

(৬) অতিশয় গ্রীষ্মে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে অতিশয় উষ্ণ পান-ভোজন করিলে সর্দ্দিগরমী হইতে পারে। এস্থলে তর্ক হইতে পারে যে গরম শরীরের ভিতর গরম আহার প্রবেশ করিলে সর্দ্দিগরমী কিরূপে হইতে পারে। একথার উত্তর এই যে আহার করিবামাত্র পাকস্থলীর মধ্যে ভূরি পরিমাণে শ্লেষ্মা সঞ্চিত হয় (পাকস্থলী ও গ্রহণীর রোগ দেখ)। সুতরাং তৎকালে শরীরের অভ্যন্তর শীতল হয়। দেখ শীতকালেও পানভোজনের পর শীতবৃদ্ধি হয়, অনেকে ভোজন হইতে উঠিয়াই রৌদ্রে যাইতে চাহে।

(৭) কম্পজ্বরে শরীরের বহির্ভাগে অতিশয় শীত হয়। রক্ত দ্রুতগতি আভ্যন্তরিক যন্ত্র সমূহে প্রবেশ করিতে থাকে। মস্তকের ভিতর অধিক রক্ত সঞ্চিত হওয়াতে মূর্চ্ছা হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে উলো প্রভৃতি দেশের মহামারীতে যে এত লোক এত শীঘ্র মরিয়া গেল, তাহার কারণ এইরূপ কম্পজ্বর। রোগী। কম্পে লেপ মুড়ি দিয়া পড়িত, মূর্চ্ছা যাইত, শেষে আর

জাগিত না। ইহাও একপ্রকার সর্দ্দিগরমী। ইহাকে কম্পমূর্চ্ছা বা বাতিকমূর্চ্ছা বলা যাইতে পারে।

(৮) কোন কোন দাহজ্বরে শরীরের বাহ্যদেশ অতিশয় তপ্ত হয় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকল রক্তহীন হওয়াতে হঠাৎ শীতল হইয়া পড়ে। তখন কম্পন ও মূর্চ্ছা হইয়া থাকে। এইরূপ কম্পন ও মূর্চ্ছাকে তড়্কা কহে। ইহা বালকদেরই সচরাচর ঘটে। ইহা এক প্রকার সর্দ্দিগরমী। ইহাকে দাহমূর্চ্ছা বা পৈত্তিক মূর্চ্ছা বলা যাইতে পারে।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে শরীরে শীতের সহিত গ্রীষ্মের অকস্মাৎ সম্মিলন হইলেই সর্দ্দিগরমী হইয়া থাকে। অতএব এরোগের সর্দ্দিগরমী নামটী যেমন সার্থক, সেরূপ আর কোন নাম না থাকিতে পারে।* ডাক্তারেরা ইহাকে সন্ন্যাস রোগের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

---

* The nature of this disease is not well-understood. According to some it is a sort of appoplexy, while others hold that it is more of the nature of concussion. It is not uncommon among our troops in India in long marches. They fall down insensible, and often die in a very short time. It would seem that the Sun's rays act upon the brain like a shock, suddenly and extremely influencing the nervous system, and arresting the movements of the heart. The natives of India adopt the system of pouring cold water upon the head in such cases. Stimulants, as rum-and-water are found to be of benefit. *Dr. Beeton.*

It would seem that here death ensues chiefly or solely from elevation of the temperature. ' *Physiology Dr. Baker.* (10th Edition. Page 265.)

লক্ষণ। সূর্য্যতাপে ক্লান্ত হইয়াই লোকে সচরাচর এই রোগে আক্রান্ত হয়। সেই জন্য অগ্রে সূর্য্যাঘাতের * লক্ষণ বলা হইতেছে।

রোগী হঠাৎ অচেতন হয় বটে, কিন্তু অচেতন হইবার পূর্ব্বে শিরোঘূর্ণন, শূন্যতা বোধ, অতিশয় অবসাদ ও তৃষ্ণা বোধ করে। কখন কখন মাথাও ধরে। রোগী অন্যমনস্ক হয়, শরীর অবসন্ন হয়, ইচ্ছা হয় শুইয়া পড়ি। পরক্ষণেই অচৈতন্য হয়। মনে হয়, যেন রোগী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছে। ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, গা গরম হয়, 'ঘাম থাকেনা', দ্রুতবেগে বা দমকে দমকে নিশ্বাস পড়িতে থাকে, নিশ্বাসে গোঁ গোঁ শব্দও হইতে পারে। তাপমান যন্ত্রে দেহের তাপ ১০৩ হইতে

---

* সূর্য্যতাপে ক্লান্ত হইলে যে সন্দিগর্মী হয়, ইংরাজেরা তাহাকেই Sunstroke বা সূর্য্যাঘাত কহেন। সুশ্রুত কহেন যে সূর্য্যতাপে বা তপ্ত বায়ুতে ক্লান্ত হইলে তাহার চিকিৎসা শীতল হইবে। সুশ্রুত এ স্থলে সূর্য্যাঘাত লক্ষ্য করিয়াছেন কি ক্লান্তি মাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। খালিপেটে সূর্য্যাঘাত হয় বলিয়া বোধ হয় না, তবে অবসাদবশতঃ মৃত্যু হইতে পারে।

হোমিওপ্যাথেরা বলেন যে এই রোগে বিষ ও ধুস্তুর ভাল ঔষধ।

এই রোগে বমন করাইতে হইলে মধুর সহিত টার্টারএমেটিক লেহন করাইবে। কেননা টার্টার এমেটিক শীতল।

এই রোগে শ্বাসরোধ (Suffocation) হইয়া মৃত্যু হয়। সুতরাং মাথায় বরফ দেওয়া বৃথা। সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছাতেই হৃৎপীড়া হয় ইতি সুশ্রুত; উদ্বন্ধন, পতন ও ধূমাঘাতেও শ্বাসরোধ বশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। দুবন্ত শিরোদাহ রোগেই দীর্ঘকাল মাথায় বরফ সহ্য হয়।

ডাক্তার নবীন পাল কহিতেন যে, আমি এই রোগে রীটের ফেনা কিম্বা আকন্দ ফুলের নস্য দিয়া থাকি। এবং মুসব্বর ১০ গ্রেন, সোপ ১০ গ্রেন ও জয়পালের তৈল ২ ফোঁটা একত্র করিয়া গুহ্যে বর্ত্তি দিয়া থাকি, তাহাতেও দাস্ত হইয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়। তাঁহার মতে সন্ন্যাস রোগেও এই ব্যবস্থা।

১০৯ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। নাড়ী চঞ্চল হয় এবং হাতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া বাজিতে থাকে। বাম হৃদয় অতিশয় দপ্‌দপ্ করে। বমিও হইতে পারে, আক্ষেপণও হইতে পারে। কখন কখন হঠাৎ বিষ্ঠাত্যাগও হয় শোনা গিয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে নাড়ী গোলমাল হয়, নিশ্বাস ঠিক্ পড়ে না, রোগী হাঁপাইয়া থাকে এবং চোখের তারা প্রসারিত হয়। মৃত্যু পাঁচ মিনিট হইতে ২।৩ ঘণ্টার ভিতরে ঘটিয়া থাকে। যতক্ষণ শরীর ঠাণ্ডা না হয় এবং 'শরীরের শুষ্ক ভাব ঘুচিয়া আর্দ্র ভাব না হয়', ততক্ষণ, রোগীর নিষ্কৃতি নাই মনে করিতে হইবে। আরাম হইলেও অন্য বিপদ্ ঘটিতে পারে; কখন পক্ষাঘাত হয়, কখন বা উন্মাদে অবস্থা ঘটিয়া থাকে। এমন কি শেষে হয় তো লোকটার এরূ অবস্থা হয় যে সে আগে যেমন ছিল, এখন আর তার অর্দ্ধেব থাকে না।

মন্তব্য। উপরে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে 'ঘাম থাকে না'। আর এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে 'শুষ্ক ভাব ঘুচিয়া আর্দ্র ভাব না হইলে' নিষ্কৃতি নাই। অতিশয় গ্রীষ্মে বরফ জল খাও, শরীর যেন আগুন হইয়া উঠিবে, ঘাম শুষ্ক হইতে থাকিবে, অনন্তর ঠাণ্ডা হইলে পুনশ্চ ঘাম নির্গত হইবে। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে অবগাহন করিলেও শরীর আগুন হইয়া উঠে। অতিশ সন্তরণ দিবার পর লক্ষ্য করিলেও শরীর অতিশয় তপ্ত বোধ হয় অতএব সর্ব্বপ্রকার সর্দ্দিগরমীর আরম্ভে একই প্রকার ল হইয়া থাকে। সামান্য সামান্য স্থলে ঘর্ম্ম হইয়া শরীর ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। বোধ হয় ঘর্ম্ম শুষ্ক হইলেই বিপদের লক্ষণ হয়।

ব্যবস্থা। আহারের পর সর্দ্দিগরমী হইলে বমন করা দিবে। আয়ুর্ব্বেদ মতে সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছাতেই শীতল ক্রি

আবশ্যক। কিন্তু অতি শীতল চিকিৎসা উচিত নয় *। এ রোগে বরফ † দিবে না। কপালে, চোখে ও মুখে শীতল জল দিবে। মাথায় গুড়ূচ্যাদি কিম্বা বলা কিম্বা রাম্না তৈল সেচন করা ভাল। মাথায় সর্ব্বদাই বাতাস করিবে। কপালে, চোখে ও মুখে জল দিবে। নাসা বিবর ও মুখ বিবরে জল স্পর্শ করাইবে। প্রথমাবস্থায় নাভিতে বাটী বসাইয়া জল ধারা দিবে। সর্ব্বাঙ্গে ন্যগ্রোধাদি ঘৃত মাখাইবে। অথবা বটের ছাল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া মস্তকে ও অঙ্গে প্রলেপ দিবে। চক্ষে অপস্মারবর্ত্তির অঞ্জন কিম্বা তুলসী পাতার রসের অঞ্জন দিবে। মাথায় আমলকী চূর্ণ ঘৃত ও কাঁজীর সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া যায়। পিপুলের নস্য কিম্বা তুলসী পাতার রসের নস্য দিবে। সুস্থ হইলেও কিছুকাল নৃপতিবল্লভ বা অমৃতপ্রাশ দিবে।

ভাবমিশ্র বলেন যে সর্ব্বপ্রকার মূর্চ্ছাতেই রসসিন্দূর ও পিপুল চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিবে।

---

* যে যে স্থলে বরফ নিষিদ্ধ, তাহা ডাক্তার মহাশয়েরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "বৃদ্ধ বয়সে, বিশেষতঃ দুর্ব্বল রোগীদিগকে বরফ দিবে না। সন্ন্যাসে ও তন্দ্রায় বরফ দিবে না, বিশেষতঃ নাড়ী দুর্ব্বল হইলে একেবারেই দিবে না। সর্ব্ব রোগেরই পরিণত অবস্থায় বরফ দিবে না। কেন না বরফের ক্রিয়া অতিশয় অবসাদক বলিয়া, রোগী অভিভূত হইতে পারে এবং বাম হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইতে পারে। শরীরে কোন সময়েই এমন কোন দ্রব্য দিতে নাই, যাহাতে চমকিয়া উঠিতে হয় বা যন্ত্র সমূহে ধাক্কা লাগিতে পারে।

† Ice is not to be used in old age, especially in the case of feeble patients; appoplexy and coma, in persons with feeble pulse; adv[illegible]ced sta[illegible]es of diseases. In such cases [illegible] great sedative, power of ice might overwhelm the patient stop the action of [illegible]e heart, shock to the system is to be [illegible]ded at any rate.' L[illegible]

রোগীর মুখে অল্প অল্প দশমূল পাচন দেওয়া যায়। বিচক্ষণ বৈদ্য একরূপ স্থলে শ্লেষ্মাবৃত বায়ুর চিকিৎসা করিবেন।

চরকের অপস্মারবর্ত্তি। [২বটী।৮]

জলমগ্নের মূর্চ্ছায় এই অঞ্জনটী দিবে ;—

ছোটএলাচ, শরৎকালের (আশ্বিন বা কার্ত্তিক মাসে উৎপন্ন) মুগ মুথা, বেনার মূল, যব, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। পরে ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বড় বড বটী করিবে। বটী ছায়ায় শুষ্ক করিয়া রাখিবে। এই বটী পাথরবাটীর উপর জলে ঘষিয়া অঞ্জন দিতে হয়। ইহার নাম অপস্মারবর্ত্তি। সর্ব্ববিধ মোহেই দেওয়া যায়।

রোগীকে কুব্জ প্রসারণী তৈল বিলোম ভাবে (অর্থাৎ হইতে মাথার দিকে) মাথাইবে।

অথবা রোগীকে তুলসী লেপন পান ও অঞ্জন করাইে তুলসী, শিরীষ ফল ও পুনর্নবা বাঁটিয়া লেপন, পান ও অঞ্জ করাইলে আরও ভাল হয়। চরকের মৃতসঞ্জীবনী জলমগ্নের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

জলমগ্নের মূর্চ্ছায় তীক্ষ্ণ নস্য দিবে না। কিন্তু নলের ভিতর দিয়া নাকের ভিতর ফুঁ দেওয়া যাইতে পারে। জ্ঞান হইে প্রথম দিন পথ্য পক্ষিমাংসের রস কিম্বা অল্প অল্প গরম দুধ।

ডাক্তারী মত। Sylvester Method.

রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে। জিব টানিয়া বাহির করিবে। জিব পুনর্ব্বার ঢুকিয়া না যায়, এই জন্য বাহির হইব পর জিবের উপর ফিতা দিয়া চিবুকের সহিত জড়াইয়া বাঁধি ঘাড় ও মাথার নীচে কাপড় দিয়া তুলিয়া ধরিবে।

পেছন দিকে দাঁড়াইবে এবং দুই হাতে দুই কনুই ধরিয়া ঘাড়ের দিকে উঁচু করিয়া ধরিবে, যেন বাহু দুইটী মাথার সহিত সংলগ্ন হয়। এইরূপ করিলে বক্ষের মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিবে। তখন বাহু দুইটী এরূপে নামাইয়া আনিবে, যেন কনুই দুইটী বুকের পার্শ্বে আসিয়া লাগে। এইরূপ করিলে নিশ্বাস বাহির হইবে। এইরূপে কনুই দুইটী দশ মিনিট কাল তুলিয়া ধরিবে এবং দশ মিনিট কাল নামাইয়া ধরিবে। ক্রমাগত অন্ততঃ এক ঘণ্টা কাল এইরূপ করিবে। রোগীর ভিজা কাপড় অগ্রেই ছাড়াইয়া দিবে। রোগীর পায়ে গরম কাপড়ের সেক দিবে। পা হইতে বুকের দিকে হাত দিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। রোগী জীবিত চিহ্ন প্রকাশ করিলে একটু গরম জল খাইতে দিবে। জল বাহির করিবার জন্য রোগীকে অধোমুখ করিবে না। হোমিও 'থেরা বলেন যে এমোনিয়ার নাস দিবে না।

মতান্তর। Bain Method.

রোগীর বগল ধরিয়া ১৫ মিনিটকাল ক্রমাগত ঝাঁকার দিবে। দুই চারি মিনিট পরে আবার ১৫ মিনিটকাল ঝাঁকার দিবে। অন্য কিছু করিবে না। ডাক্তারেরা বলেন যে শেষ মত অপেক্ষা প্রথম মত ভাল।

আমাদের ঔষধ।

রোগীর কোমর উঁচু করিয়া রাখিবে। আর মাথার দিক্ নীচু করিয়া রাখিবে। পায়ের তলায় দশবলা তৈল মালিস করিবে। আর ঐ তৈল [illegible] সেইভাবে সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিবে।

গন্ধ অগদ হস্তী সর্ব্ব প্রকার মোহের ঔষধ। সুশ্রুত বলেন যে, উদ্বন্ধন হেতু বা বৃক্ষ হইতে পতন হেতু বা নিম্নোন্নত স্থান হইতে পতন হেতু বা জলমজ্জন হেতু বা অন্য কোন হেতু মোহ হইলে চিকিৎসা একই প্রকার। কিন্তু তথাপি অবাস্তর ভেদ আছে। আর সর্ব্বস্থলেই তীক্ষ্ণ নস্য দেওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে তর্ক আছে। বিচক্ষণ বৈদ্য উদ্বন্ধনের মূর্চ্ছায় বাতাবৃত শ্লেষ্মার চিকিৎসা করিবেন।

উদ্বন্ধন রোগীকে শ্বাসকুঠার রসের নস্য দেওয়া যায়। শ্বা কুঠার রস তুলসী পাতার রসের সহিত জিবে দেওয়া যায়। (মহাবলা তৈল কিম্বা নারায়ণ তৈল কিম্বা কুব্জ প্রসারণী ত অভ্যঙ্গ করাইতে হয়।

আমাদের ঔষধ।

দশবলা তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে। মহারসায়ন গুড় চাটি দিবে। একটী নলের ভিতর দিয়া নাকের ভিতর জোরে ফুঁ দিবে।

---

৪ প্রকরণ। জলমগ্নের চিকিৎসা।

জলমগ্নের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়, নাড়ী পাওয়া যায় না উহাকে অধোমুখ করিয়া পেটে চাপ দিতে থাকিবে। আর দুইটী উপর দিকে ধরিয়া ঝাঁকার দিতে থাকিবে। তাহা মুখ দিয়া জল বাহির হইবে, মুখ হাঁ হইবে এবং শ্বাস ও বহিতে থাকিবে। এইরূপ ক্রিয়ায় চৈতন্য না হইলে মুখ পর্য্যন্ত ভস্মরাশির মধ্যে পুতিয়া রাখি

টিপিলে কাসি বন্ধ হইবে, গলা ও রগের শিরা সকল রক্তপূর্ণ হইয়া চড় চড় করিতে থাকিবে, ঠোঁট লাল হইয়া উঠিবে। বাহু, রজ্জু, লতা বা পাশদ্বারা কণ্ঠ পীড়িত হইলে ঐরূপই অবস্থা হয়। শেষে মুখ দিয়া লাল ও ফেন ভাঙ্গিয়া থাকে। ডাক্তার ওলিভর বলেন যে, আমি এইরূপ ২৩ জন পীড়িতের মধ্যে চারিজনের মুখ ও নাক দিয়া রক্তের সহিত ফেন বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম, চারিজনের নাক দিয়া রক্ত নির্গম দেখিয়াছিলাম এবং তিনজনের কাণ দিয়া রক্ত নির্গম দেখিয়াছিলাম। যদি রোগীর ভিতরে প্রাণ থাকে, তবে এতদূর হয় না। তবে রোগী অচেতন হয় এবং লাল ও ফেন ভাঙ্গিয়া থাকে। শ্বাস রুদ্ধ থাকে, নাড়ী পাওয়া যায় না।

গলা হইতে রজ্জু খুলিয়াই রোগীকে উত্তমরূপে গরম তৈল মাখাইবে এবং তীক্ষ্ণ নস্য দিবে। [পিপুলের নাস দেওয়া যাইতে পারে]। জ্ঞান হইলে পক্ষিমাংসের রস দিবে। ইতি সুশ্রুত। অল্প অল্প গরম দুধ দেওয়া যায়।

অজ্ঞান অবস্থায় অল্প অল্প দশমূল পাচন দিবে, অধিক পরিমাণে দিলে গলায় লাগিতে পারে। পক্ষিমাংসের রস না মিলিলে শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর সর্ব্বশুদ্ধ ১ তোলা, দুগ্ধ ১ পোয়া এবং জল ১ পোয়া সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া লইয়া অল্পে অল্পে দিবে।

রোগীর শরীরে তুলসী পাতা বাঁটিয়া লেপন করিবে। চক্ষুতে তুলসী [illegible]র রসের অঞ্জন দিবে। তুলসী পাতার রস নস্য ও [illegible] করাইবে। তুলসী, শিরীষ ফল ও পুনর্নবা একত্র বাঁটিয়া [illegible] পান অঞ্জন ও নস্য করাই[illegible] আরও ভাল হয়। চরক।

[illegible] চরা [illegible] [illegible]বনী অগদ [illegible] ও মহা-

করে।" কিন্তু শ্বাস একবারে রুদ্ধ হয় না। তবে ব্যাকুল হইয়া তাড়াতাড়ি শ্বাস ত্যাগের চেষ্টা করিলে অবশ্যই হাঁপাইয়া উঠিতে হয়।

অন্যমনস্কে আহার বা ছেপ গিলিলে বা তাড়াতাড়ি গিলিলে বা একবারে অধিক দ্রব্য গিলিলে বিষম লাগিয়া থাকে। আহার যথন অন্য পথে গমন করে, তখন শ্বাসনালী চাপা থাকে। এইজন্য অন্ন শ্বাসনালীর মুখে প্রবেশ করিতে পারে না, হঠাৎ শ্বাসনালীর মুখে অন্ন প্রবেশ করিলে লোকে বিষম খাইয়া থাকে, অজ্ঞানও হইতে পারে, হাত পাও ছুড়িতে পারে। তখন উহা কর্ত্তব্য জ্ঞান থাকে না। আত্মীয় ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ উহার পশ্চাতে আসিয়া অতর্কিত ভাবে মুষ্টি দ্বারা ঘাড়ে একটী কিল মারিবে। কিঞ্চিৎ বলের সহিত আঘাত করা আবশ্যক। তাহাতে কোন শঙ্কা নাই। ইতি সুশ্রুত। চিকিৎসার সময় থাকিলে 'ধূমাহতের' ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

গলায় মাছের কাঁটা লাগিলে দুই চারিবার শুষ্ক ভাত গিলিলেই প্রায় অধোগত হয়। কাঁটা কিছুতেই না সরিলে জিবের গোড়ায় অঙ্গুল দিয়া বমন করিবে। সুশ্রুত বলেন যে কাঁটা বাহির হইবার পর গলা চিরিয়া গেলে ঘৃতমধু লেহন করিবে। জিবে কাঁটা লাগিলে সহসা জোরে টানিবে না, কেননা কোন কোন কাঁটা বড়শীর ন্যায় বক্রভাবে বিঁধে, সোজা টানিলে উঠে না।

৩য় প্রকরণ। উদ্বন্ধন।

আপনার হাত দিয়া আপনার গলা টিপিয়া [illegible]র, দেখিবে প্রথমেই খুক খুক করিয়া কাশি হই[illegible] আর

হাত পা হিম হইয়া আসিলে কস্তূরীভৈরব দিবে। আর হাত পায়ে বালির স্বেদ দিবে।

আমাদের ঔষধ।

অচেতন অবস্থায় ঔষধ গলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, হয় তো কস্ দিয়া গড়াইয়া পড়ে। মুখের মধ্যে অল্প অল্প করিয়া মহারসায়ন গুড় দিবে চৈতন্য হইলেও ঐ গুড় দিবে অথবা কিঞ্চিৎ মহারসায়ন ঘৃত দুগ্ধের সহিত গুলিয়া পান করা ইবে। রোগী সুস্থ হইলেও ঐ দুই ঔষধের কোন একটী অন্তত: এক সপ্তাহ দিবে। হাত পা হিম ও নাড়ী ক্ষীণ হইয়া আসিলে ১নং পঞ্চপল্লব, রসসিন্দূর ও মৃগনাভি আদার রসের সহিত দিবে। তদবস্থায় ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে।

২য় প্রকরণ। অন্নশল্য।

গলায় ভাত বা জল বা অন্য কোন আহার বাধিলে অন্নের পথ রুদ্ধ হইতে পারে, নিঃশ্বাসের পথও রুদ্ধ হইতে পারে। অন্নের পথ রুদ্ধ হইলে 'বুকে আটকাইয়াছে' বলা যায়। বুকে আহার বা জল বাধিলে জলপ[illegible]নই সারিয়া যায় রুদ্ধ অন্ন আস্তে আস্তে [illegible] অ[illegible]াগত হয়। গলা অধিক শুষ্ক হইলে কখন কখন পুনঃ পু[illegible] বাধিয়া থাকে, এরূপ স্থলে আস্তে আস্তে [illegible]াহার মু[illegible] দিয়া গিলিবে। বুকে আহার বাধিলে প[illegible] লাগি[illegible] [illegible]াগে, এইজন্য প্রাণ "হাঁপো হাঁপো

রোগীর মুখ হাঁ করিয়া ধরিবে আর নল দিয়া নাকের ভিতর ফুঁ দিতে থাকিবে। মহারসায়ন গুড় জিবে দিবে।

---

৫ প্রকরণ। ঘোটক বা উচ্চস্থান হইতে পতন।

মাথা চৌকাটে ঠুকিয়া গেলে কিম্বা গালে কেহ জোরে চড় মারিলে মাথা ও শরীরের যে ভাব হয়, উচ্চস্থান হইতে পড়িলেও সেইরূপ হইয়া থাকে। তবে শেষোক্ত স্থলে গুরুতর আঘাত হয়, এইমাত্র প্রভেদ। উভয় স্থলেই মস্তিষ্ক কম্পিত হইয়া থাকে, তবে কম আর বেশী।

যদি একটা ঘোড়া দৌড়িয়া আসিয়া জোরে ধাক্কাদেয়, তবে মানুষ ভূমিতে বসিয়া পড়ুক আর দূরেই বা নিক্ষিপ্ত হউক একই মনে করিতে হইবে। তবে ভূমিতে জোরের সহিত পড়িলে একবারে দুইটী আঘাতের ফল ভোগ করিতে হয় বৈ কি।

তোমাকে যদি একটা তক্তার উপর উর্দ্ধ হইতে ফেলিয়া দেওয়া যায় কিম্বা সেই তক্তা দ্বারা তোমার সেই দিকের শরীরে আঘাত করা যায়, তবে একই ফল।

আবার যষ্টির উপর কোন অঙ্গ উর্দ্ধ হইতে পড়িলে যে ফল, সেই অঙ্গে যষ্টি দ্বারা আঘাত করিলেও সেই ফল।

লক্ষণ। আঘাত গুরুতর হইলে অঙ্গ হিম হয়, ঘাম হইতে থাকে, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে থাকে, নাড়ী মৃদু ও চঞ্চল হয়, শরীর ও মনের ক্রিয়া স্থগিত হয়, বুদ্ধি বিহ্বল হয় এবং ঘনঘন শ্বাস বহিতে থাকে। কখন বা বমনেচ্ছা হয়, কখন [illegible] বমনও হয় এবং মূত্র রোধ হইয়া থাকে। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে উত্তর দিয়া পুনর্ব্বার অচেতন হয়। কখন কখন শরীর বিকটাকার হয়।

ডাক্তারীতে এই রোগের নাম সক্ টু দি নর্ভস্ সিষ্টেম (Shock to the Nervous system).]

মানুষের হঠাৎ অত্যন্ত সুখ বা দুঃখ হইলেও এ সকল লক্ষণ হইতে পারে। গর্ভস্রাব বা হঠাৎ রক্তস্রাবের পর এ সকল লক্ষণ হইতে পারে। হঠাৎ শরীরের অভ্যন্তরে কোন শিরা ছিড়িয়া গুহ্য দ্বার দিয়া রক্তপাত হইলেও এ সকল লক্ষণ হইতে পারে।

রোগের পরাক্রম দশ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

ব্যবস্থা। ডাক্তারেরা বলেন যে, এরূপ স্থলে রোগী অচেতন হইলে তাহাকে পানীয় ঔষধ খাওয়াইতে নাই। কেননা, গলায় লাগিতে পারে। সুশ্রুত বলেন যে, রোগীকে তৈলপূর্ণ কটাহে ফেলিয়া রাখ এবং জীবিত চিহ্ন প্রকাশ করিলে মাংসের যুষ খাইতে দাও। পাঠক স্মরণ করিতে পারেন যে রাজা দশরথ পুত্র শোকে অকস্মাৎ গতায়ুঃ হইলে তাঁহাকে তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল। রোগীকে তৈলে অবগাহন করান সচরাচর ঘটিয়া উঠিতে না পারে; যদি সর্ব্ব শরীরে ও মাথায় তৈল সেচন করা যায়, তাহা হইলেও ফল হইতে পারে। এস্থলে তৈল শব্দে তিলতৈল বুঝিতে হয়। পানার্থ পিপুল চূর্ণের সহিত দশমূল দিবে। চরক বলেন যে, শস্ত্রাহত ও দণ্ডাহত রোগীর মূর্চ্ছায় নস্য দিতে নাই। অতএব পতনাহত রোগীর মূর্চ্ছায় নস্য দেওয়া ও বিধি বোধ হয় না।

পতিত রোগীকে হিমসাগর তৈল মাখান যায়। ভাবমিশ্র মতে পুরাতন ঘৃত মাখান যায়। পথ্য দুগ্ধ বা মাংস রস। বিচক্ষণ বৈদ্য এ স্থলে অভিঘাতজ আক্ষেপক রোগের চিকিৎসা করিবেন।

চৈতন্য হইবার পর রোগীর উন্মাদ হইতে পারে। প্রথমে অঙ্গ উষ্ণ হয়, অন্যমনস্কতা হয়, নাড়ী বেগবতী হয়, কিন্তু কোমল থাকে অর্থাৎ সামান্য চাপেই চাপিয়া যায়, মুখ রক্তবর্ণ হয়, বমন বা বমনেচ্ছা হয়, ক্ষুধা থাকে না, কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, জিব শাদা হয়, অথচ সজল থাকে, রোগী কাঁপিতে থাকে, দর দর করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘাম হইতে থাকে, নিশ্বাসের গতি অসমান হয় আর রোগী থমকিয়া থমকিয়া নিশ্বাস ফেলিতে থাকে, পেশী সকল কাঁপিতে থাকে, নিদ্রানাশ হয়, তৃষ্ণা হয়, রোগী উন্মত্তের ন্যায় অসম্বদ্ধ কথা কয়, কোন কথা জিজ্ঞাসিলে যাহা ইচ্ছা উত্তর করে, মেজাজ অতিশয় খিটখিটে হইয়া উঠে। ক্রমে অস্থির হইয়া পড়ে, কেবল বকিতে ইচ্ছা করে, শয্যা হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করে, হয় তো ঘোর উন্মত্তের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠে এবং পরিচারকদিগকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। কখন বা ভয়যুক্ত হয় এবং ভূত প্রেতের নাম করিয়া চীৎকার করে। কখন বা আপনাকে কোন অত্যাবশ্যক গূঢ় কার্য্যে নিযুক্ত ভাবিয়া তৎসম্বন্ধে আলোচনা কিম্বা বক্তৃতা করিতে থাকে।

উন্মাদ ক্রমেই প্রবল হইয়া আসিলে শেষে সংজ্ঞানাশ হয়, ঘোর তন্দ্রা হয় এবং পরে মৃত্যু হয়।

ব্যবস্থা। রোগীর উন্মাদ লক্ষণ দেখিলে তীক্ষ্ণ জোলাপ দিবে। কিম্বা ক্ষার বস্তি কিম্বা অদ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে। পুরাতন ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। অপস্মারবর্ত্তির অঞ্জন দিবে। মাথা মুণ্ডন করিয়া বরফ কিম্বা শীতল জলধারা দিবে। কিম্বা মাথায় শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ দিয়া জোরে বাতাস করিতে থাকিবে। ঔষধার্থে দুই বেলা পুরাতন ঘৃত পান করাইবে। সর্ষপ চূর্ণের নস্য দিবে। পথ্য দুগ্ধ বা মাংস রস। ইহা ছাড়া সর্ব্বপ্রকার আগন্তুক

উন্মাদের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। পিপাসায় শীতল জল দিবে। অধিক পিপাসায় দশমূলের ষড়ঙ্গ পানীয় দিবে।

উন্মাদরোগীকে অপস্মারবর্ত্তির অভাবে রসোনের রস অঞ্জন রূপে দেওয়া যাইতে পারে। রোগীর নাড়ী অতিশয় উষ্ণ ও চঞ্চল না থাকিলে অথচ অনিদ্রা থাকিলে প্রত্যহ নিদ্রাকালের পূর্ব্বে গুড় ও ঘৃতের সহিত পাঁচটী ধুতুরাবীজ খাওয়াইয়া দিবে। উন্মাদ রোগীকে ঘুম পাড়াইতে পারিলে রোগের লাঘব হয়, তৎপক্ষে ধুতুরাবীজ অথবা ধুতুরার মূলের সহিত সিদ্ধ পায়স বিশেষ উপযোগী। অন্যান্য ঔষধের মধ্যে দশমূল পাচন, শ্বাস-কুঠার রসের নস্য এবং মহাবলা তৈল কিম্বা নারায়ণ তৈলের অভ্যঙ্গ কিম্বা সর্ষপ তৈলের অভ্যঙ্গ উপযোগী। উন্মাদ আপাততঃ শান্ত হইলেও দুই চারি মাস কল্যাণক ঘৃত, স্বর্ণভস্ম, ছাগলাদ্য বা অন্যান্য রসায়ন ঔষধ ও তৈল প্রয়োগ করিবে। নৃপতিবল্লভ দেখ।

কুপথ্য। তিক্তবস্তু, সুরা ও উষ্ণ দ্রব্য। সুপথ্য—পুরাতন কুষ্মাণ্ড, পটল, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্ন, মুগ, গম, নারিকেল, কাঁটাল, কদবেল, দ্রাক্ষা, কূর্ম্ম মাংস।

আমাদের ঔষধ।

পতিতের তন্দ্রাবস্থায় দশবলা তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে এবং রসায়ন গুড় চাটিতে দিবে। চৈতন্য হইবামাত্র ১নং পঞ্চপল্লব রস, এক বটী, দুগ্ধ বা মাংসরসের সহিত, পান করাইবে। উন্মাদে বিরেচন ও বস্তির পর মহারসায়ন ঘৃত ও দশবলা তৈল দিবে।

---

৬ প্রকরণ। ক্ষত-জ ধনুষ্টঙ্কার।

যে কারণেই ধনুষ্টঙ্কার হউক না কেন, অগ্রে গ্রীবার পেশী সকল স্তব্ধ (আড়ষ্ট) হইবে। পরে চোয়াল ধরিয়া যাইবে। অর্থাৎ রোগী হাঁ করিতে পারিবে না। জিব বাহির করিতে পারিবে না এবং গিলিতে পারিবে না। ক্রমে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ হইবে, চক্ষু স্থির হইবে, মুখের আকার বিকৃত হইবে এবং শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হইবে। অনন্তর রোগী কাষ্ঠবৎ অচল হইবে। শরীর উত্তপ্ত হইবে। নাড়ী বেগবতী হইবে, দর দর করিয়া ঘাম হইতে থাকিবে, কোষ্ঠ বদ্ধ হইবে। এবং মুখ দিয়া অনবরত লাল পড়িতে থাকিবে। ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে, কিন্তু মূত্র নিঃসৃত হইবে না। অনন্তর শরীর ধনুকের ন্যায় বাঁকিতে থাকিবে।

মরণের পূর্ব্বে নাড়ী সরু ও চঞ্চল হয় এবং শ্বাসরোধবশতঃ মৃত্যু হইয়া থাকে। রোগী বরাবর সজ্ঞান থাকে।

অশ্বাদির ক্ষুর দ্বারা আঘাতবশতঃ ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে, চিকিৎসকের অস্ত্রাঘাতে ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে, আবার অঙ্গুলিতে ক্ষত হইলেও ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে। ক্ষত শুষ্ক হইয়া আসিতেছে, দুই এক দিনেই আরাম হইবে বলিয়া মনে হইতেছে, এমন অবস্থাতেও ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে।

রোগের স্থান মেরুদণ্ড। কিঞ্চিৎ ফুঁফাঁ শরীরে লাগিলে কিম্বা কেহ হঠাৎ স্পর্শ করিলে রোগের বৃদ্ধি হয়। রোগ এক এক বার নিবৃত্ত হয় আবার পরক্ষণেই পুনরাগত হয়।

ব্যবস্থা। শস্ত্রাহত স্থানে যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত পুরাতন ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া লাগাইলে ধনুষ্টঙ্কার নিবৃত্ত হয়। অন্যান্য প্রকার ক্ষতেও ঐ ঔষধ দিবে। ঐ ঔষধই পান করিবে। পুরাতন

ঘৃতের অভাবে নূতন ঘৃত গ্রহণ করিবে। ঐ ঔষধই মেরুদণ্ডে মালিস করিবে। মেরুদণ্ড, হনু ও গ্রীবাতে হংস মাংসের স্বেদ দিবে। রোগীকে নারায়ণ তৈল কিম্বা কুব্জ প্রসারণী মাখাইবে। আর ক্ষারবস্তি দিবে। দ্বিতীয় দিন অৰ্দ্ধ মাত্রিক বস্তি দিবে। পরে নারায়ণ তৈলের বস্তি দিবে। বস্তির অভাবে ইচ্ছাভেদী রস পূর্ণমাত্রায় কিম্বা দ্বিগুণিত মাত্রায়, ঠাণ্ডা জলের সহিত গিলিতে দিবে। এক ঘণ্টার মধ্যে দাস্ত না হইলে আধ ছটাক রেড়ীর তৈল অৰ্দ্ধ তোলা টার্পিন তৈলের সহিত খাওয়াইবে। রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই দশমূল পাচন দেওয়া যায়। রোগী গিলিতে পারিলে ইচ্ছাভেদীর পরিবর্ত্তে দশমূলের সহিত রেড়ীর তৈলের জোলাপ ভাল।

পথ্য। হংস মাংসের যূষ। তদভাবে মাগুর বা মৌরলা-মাছের যূষ। অথবা গরম দুগ্ধ।

আমাদের ঔষধ।

ধনুষ্টঙ্কারের প্রথম বা পরিণত অবস্থায় পূর্ণমাত্রায় ১নং পঞ্চ-পল্লব দশমূলের সহিত দিবে। শেষাবস্থায় নাড়ী সরু হইয়া আসিলে ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে। ক্ষতে সারস্বত ঘৃত দিবে। মেরু-দণ্ডে সারস্বত ঘৃত মালিস করিবে। অথবা রোগীকে দশবলা তৈল অভ্যঙ্গ করাইবে।

৭ম প্রকরণ। আগন্তুক মূর্চ্ছা।

চোখে মুখে জল দিবে। বাতাস করিতে থাকিবে। শোকজ মূর্চ্ছায় দশমূল কিম্বা ব্রাণ্ডী দিবে। আর ভয়জ মূর্চ্ছায় চিনি, কিসমিস্-সিদ্ধ জল, যষ্টিমধু চূর্ণ ও মধু একত্র করিয়া সেবন করাইবে। শোকজ ও ভয়জ মূর্চ্ছায় রোগী অজ্ঞান ও অভিভূত

হইয়া পড়িলে 'উচ্চস্থান হইতে পতনের' ন্যায় চিকিৎসা করিবে। পথ্য মাংস রস বা দুগ্ধ। অথবা লঘু অন্ন।

আমাদের ঔষধ।

শোকজ মূর্চ্ছায় ১ নং পঞ্চপল্লব আদার রসের সহিত দিবে। ভয়জ মূর্চ্ছায় মহারসায়ন ঘৃত চাটিতে দিবে।

৮ম প্রকরণ। ধূমাঘাত চিকিৎসা।

কয়লা বা অন্য কোন দ্রব্যের ধূম লাগিলে শ্বাস রুদ্ধ হইতে পারে। তখন রোগী হাঁপাইতে থাকে, হাঁচিতে থাকে, কাসিতে থাকে, পেট ফুলিয়া উঠে, চক্ষু লাল হয়, ধূমের সহিত নিশ্বাস বাহির হয়,শ্রবণ ঘ্রাণ ও আস্বাদন শক্তির হ্রাস হয় এবং তৃষ্ণা দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। ধূমাঘাতে দৃষ্টি হঠাৎ অন্ধ হইতে পারে এবং শ্বাস বা হৃদ্রোগ থাকিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইতে পারে। কোন কোন ধূমের গন্ধেও শ্বাস রোধ হইতে পারে।

ব্যবস্থা। ধূমাঘাতে বমনই প্রধান ঔষধ। এক ভরি সৈন্ধব লবণ এক ছটাক উষ্ণ জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাইবে। বমি সহজে না হইলে গলায় অঙ্গুল দিবে। বমি হইলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয় এবং ধূমগন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে। আর শরীরের অবসন্ন ভাব, হাঁচী, জ্বর, নিদারুণ গাত্রদাহ মূর্চ্ছা তৃষ্ণা শ্বাস ও কাস সদ্য সদ্য নষ্ট হয়। অনন্তর রোগীকে চিনির পানা, নেবুর রস, মরিচচূর্ণ ও সৈন্ধব একত্র করিয়া বমন করাইবে। তাহাতে উহার শ্রবণ ঘ্রাণ আস্বাদেন ও দর্শন-শক্তি পূর্ব্বের ন্যায় হইবে। এই সকল ক্রিয়ার পর পিপুলের নাস দিবে। তাহাতে উহার মস্তক ও কণ্ঠের ভার দূর হইবে। পথ্য ঘৃত মিশ্রিত লঘু অন্ন কিম্বা মাংস রস। ইতি সুশ্রুত।

আমাদের ঔষধ।

রোগীর মাথায় বাতাস দিতে থাকিবে। যেন নাকে বাতাস না লাগে। একটী ১নং পঞ্চপল্লব ১ ভরি রসায়ন গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইবে। মাথার তালুতে সারস্বত ঘৃত লেপন করাইবে।

মন্তব্য। উদ্বন্ধন, জলমজ্জন ও ধূমাঘাত এই তিনটী রোগেই শ্বাস রোধ হইয়া থাকে। শ্বাস রোধ হইলে নাড়ীর গতিও বন্ধ হয়। কিন্তু ঘ্রাণ থাকিতে পারে। এইরূপ রোগকে ইংরাজীতে Apparent death or suspended animation কহে। সংস্কৃত ভাষায় 'সদ্যোমরণ' কহিয়া থাকে।

৯ম প্রকরণ। অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা।

অগ্নিদগ্ধে মাংস ঝুলিয়া পড়িলে লম্বিত মাংস ছাঁটিয়া ফেলিবে। আর ক্ষতে বসন্ত রোগের প্রলেপ সকল দিবে।

যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় লেপন করিলে দগ্ধের জালা যন্ত্রণা দূর হয়, আর ঘা আরাম হয়। পঞ্চতিক্ত ঘৃত লেপন করিলেও সেই ফল হয়। বসন্ত রোগে যে নিম্ব ঘৃত বলা হইয়াছে তাহা এস্থানে পঞ্চতিক্তের অভাবে লেপন করা যায়। আর পঞ্চতিক্তের অভাবে সর্ব্বত্রই নিম্ব ঘৃত লেপন করা যায়।

সুশ্রুত বলেন যে, তৈল বা ঘৃত দ্বারা দগ্ধ হইলে স্নিগ্ধ ক্রিয়া করিবে না, রুক্ষ ক্রিয়া করিবে অর্থাৎ তৈল বা ঘৃত লেপন করিলে ফল হইবে না। এরূপ স্থলে দগ্ধ স্থানে শুদ্ধ যষ্টিমধু চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। অথবা ঘৃতকুমারীর রস বা মুগরোয় রস সেবন করা ভাল। চক্রদত্ত বলেন যে, পুরাতন ঘরের চালের খড় চূর্ণ

করিয়া ক্ষতে দিবে অথবা অশ্বত্থের শুষ্ক বল্কল চূর্ণ করিয়া দিবে। অথবা বসন্ত-রোগের যে সকল প্রলেপ বলা হইয়াছে, সেই সকল প্রলেপ, ঘৃত মিশ্রিত না করিয়া, দিবে।

অগ্নিদগ্ধের ক্ষত আরাম হইবার পর ত্বক্ শাদা হইয়া গেলে তাহা কাল করিবার জন্য ত্রিফলা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। কিম্বা মনছাল, হরিতাল, মঞ্জিষ্ঠা, লাক্ষা, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া মধুর সহিত লেপ দিতে থাকিবে।

মন্তব্য। কুষ্ঠ, অগ্নিদগ্ধ, মধুমেহের পিড়কা, মূষিকবিষজনিত কর্ণিকা ও বিষকৃত ব্রণ সকল বন্ধনের যোগ্য নহে, অর্থাৎ প্রলেপের উপর কাপড় দিয়া বাঁধিবে না। ইতি সুশ্রুত।

অগ্নিদগ্ধে পথ্য। করলা, কচিমূলো, শুষুনী শাক, বাস্তুক শাক, নটে শাক, তপ্ত শীতল জল, লঘু অন্ন, মোচা, দাড়িম, কাঁঠাল, ঘৃত, মধু, বার্ত্তাকু, কাঁকুড়, মসূর, অড়হর, পটল, শর্করা।

আমাদের ঔষধ।

অগ্নিদগ্ধে সারস্বত ঘৃত লেপন করিবে। যে স্থলে এই ঘৃতে জ্বালা না যায়, সে স্থলে এই ঘৃত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া দিবে। আর এই ঘৃতই পান করিতে দিবে। অন্যান্য চিকিৎসা বসন্তের ন্যায়।

১০ম প্রকরণ। সদ্যোব্রণ বা কাটার চিকিৎসা।

কোন স্থান কাটিয়া বা ফাটিয়া গেলে টিপিয়া ধরিবে; বরফ বা ঠাণ্ডা জল দিবে। অথবা বিশল্যকরণীর পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে এবং কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিবে। অথবা যষ্টিমধুর সহিত [illegible] ঘৃত লেপন করিয়া বাঁধিয়া দিবে। অথবা বটের ছাল

বা দূর্ব্বা ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া ঐরূপে দিবে। প্রলেপ বারবার উঠাইবে না। তবে পচিয়া গেলে অবশ্যই নূতন প্রলেপ দিতে হয়।

রক্তপিত্ত চিকিৎসায় প্রিয়ঙ্গু প্রভৃতি যে সকল রক্তধারক ঔষধ লিখিত হইয়াছে, সেই সকল ঔষধের মধ্যে যতগুলি তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায়, চূর্ণ করিয়া লাগাইলে রক্ত বন্ধ হইতে পারে। একটী মিলিলে তাহাই চূর্ণ করিয়া লাগাইবে। অথবা পাটের কাপড় ভস্ম করিয়া সেই ভস্ম লেপন করিবে। অথবা সমুদ্র ফেন বা লাক্ষা চূর্ণ করিয়া লাগাইবে।

ঐ সকল ঔষধে রক্ত বন্ধ না হইলে স্রাব স্থান ক্ষার (যেমন কষ্টিক) দিয়া পোড়াইয়া দিবে। অথবা অগ্নি দিয়া দগ্ধ করিবে। হাত বা পা একবারে ছিন্ন হইয়া গেলে তপ্ত তৈল দিয়া দগ্ধ করিয়া দিবে।

রক্তের অতিশয় স্রাব হইতে থাকিলে বা স্রাব হইয়া গেলে কাকোল্যাদিগণের ক্বাথ শর্করা ও মধুযোগে পান করিবে। কাকোল্যাদিগণের মধ্যে আজি কালি কেবল গোলঞ্চ, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস ও জীবন্তী পাওয়া যায়। ঐ সকল দ্রব্য ২ তোলা, জল আধসের ও দুগ্ধ এক পোয়া সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। শীতল হইলে মিছরীর সহিত যোগ করিয়া পান করাইবে। রক্তপিত্ত প্রকরণ দেখ।

কোন স্থান পিষিয়া বা ঘষিয়া গেলে পুরাতন ঘৃত বা পঞ্চ তিক্ত ঘৃত বা গ্রোধাদি ঘৃত বা নিম্ব ঘৃত লেপন করিবে। অদভাবে মাখন দিবে। কিম্বা নূতন ঘৃত জলে ফেনাইয়া দিবে। তাহা হইলে জ্বালা তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবে।

নাক বা কাণ কাটিয়া গেলে ছিন্ন অংশ ছিন্ন স্থানের চূর্ণ

যুড়িয়া রাখিবে। পরে ডাক্তার ডাকিয়া সেলাই করাইয়া দিবে। ডাক্তার না আসা পর্য্যন্ত ঘোড়ের উপর বিশল্যকরণীর রস বা অন্যান্য রক্তনাশক্ দ্রব্য লেপন করাইতে থাকিবে।

পথ্য। রক্তপিত্তের ন্যায়।

আমাদের ঔষধ।

সর্ব্বপ্রকার কাটায় সারস্বত ঘৃত কিম্বা প্রিয়ঙ্গ্বাদি ঘৃত লেপন করিবে। অতিশয় রক্তপাত হইবার পর রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে কিছুদিন সারস্বত তৈল ও মহারসায়ন ঘৃত ব্যবহার করিবে। জ্বর হইলে ১নং পঞ্চপল্লব দুগ্ধের সহিত দিবে। রক্তস্রাবের সময়েও ১নং পঞ্চপল্লব দূর্ব্বার রসের সহিত দিবে।

১১ প্রকরণ।

ভগ্ন চিকিৎসা।

অস্থি বা সন্ধি ভাঙ্গিয়া গেলে ভগ্ন স্থানের উপর পুরাতন ঘৃত লেপন করিবে। অথবা নূতন ঘৃতের সহিত বটের ছাল বাটিয়া দিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদি ঘৃতের প্রলেপ দিবে। অথবা পঞ্চ তিক্ত ঘৃতের সহিত বট ছাল বাঁটিয়া * দিবে। আর ভগ্ন দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়া দিবে। বন্ধন প্রত্যহ খুলিবে না।

যদি আঘাত বশতঃ বা অন্য কোন কারণে দন্ত চলিত ও রক্তযুক্ত হয়, তবে দন্তের বহির্ভাগে ঘৃত লেপন করিবে। যদি

* একটী স্ত্রীলোকের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক ছিল। তাঁহার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ডাক্তারেরা হাত কাটিয়া দিতে উদ্যোগ করিতেছিলেন। রোগী অসম্মত হওয়াতে হাত না কাটিয়া ঐ প্রলেপটী দেওয়া হয় আর পঞ্চামৃত দুরাবন স্নান হয়। তাহাতেই সম্পূর্ণ আরাম হইয়াছিল।

কপাল ভগ্ন হয় অথচ মস্তিষ্ক বাহির না হইয়া পড়ে, তবে ঘৃত লেপন করিবে।

যদি পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়, তবে ঘৃত মাখাইয়া সোজা করিয়া দিবে।

সর্ব্ববিধ ভগ্ন ও রক্ত পাতেই বটের ছাল ঘৃতে বাঁটিয়া প্রলেপ দেওয়া ভাল। রোগীর জ্বর ও অরুচি থাকিলে আধ ছটাক এরণ্ড তৈল আধ ছটাক দশমূলের সহিত জোলাপ দিবে।

ভগ্ন স্থান পচিবে বলিয়া সন্দেহ হইলে কিম্বা পচিতে থাকিলে ভগ্ন স্থানে ন্যগ্রোধাদি ঘৃত লেপন করিয়া বাঁধিয়া দিবে।

ভগ্ন রোগে সচরাচর জ্বর হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে রোগীকে পঞ্চামৃত রস ও লক্ষ্মীবিলাস দিবে। অথবা দশমূল পাঁচন দিবে।

পথ্য। মাখন, কচিমূলা, লশুন, ঘৃত, দুগ্ধ, মাষকলায়ের যূষ, সজিনা, পটল, অন্ন, গম, মুগ, মটর।

আমাদের ঔষধ।

ভগ্নে সারস্বত ঘৃত লেপন করিবে। অথবা বট, অশ্বত্থ ও পাকুড়ের ছাল ঐ ঘৃতে বাঁটিয়া পটী দিবে। জ্বরে ১নং পঞ্চ-পল্লব রস এবং একটা মহেন্দ্র রসায়ন বটী ঘৃত ও মধুর সহিত মাড়িয়া দিবে। রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে একবেলা ২নং পঞ্চপল্লব ও অপর বেলা স্বর্ণ যোগ দিবে। উভয় স্থলেই অনু-পান ঘৃত মধু।

পা-মোচড়ানর চিকিৎসা।

গর্ত্তে পড়িয়া কিম্বা জুতা বাঁকিয়া গিয়া পা মোচড়াইয়া গেলে পিয়াজ বাঁটিয়া গরম করিয়া পুল্‌টীস দিবে। প্রথম এক ঘণ্টা

পিয়াজের সেক দিবে। পিয়াজ পুটলীতে পূরিয়া সেক দিতে হয়। পরে পিয়াজ তপ্ত করিয়া পুল্‌টীস করিতে হয়। পুল্‌টীসটী ঘন ও বিস্তৃত হওয়া উচিত। রাত্রে দিয়া শুইয়া থাকিলে প্রায় প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই ব্যথা সারিয়া যায়।

---

১২ প্রকরণ।

সর্পবিষ চিকিৎসা।

ভারতবর্ষে বৎসর গড়ে বিশ হাজার লোক সর্পদংশনে মরিয়া থাকে।

বিষধর সর্প তিন প্রকার;

১ম গোক্ষুর জাতি অর্থাৎ ফণাধারী।

২য় বোড়া জাতি—ইহাদের মস্তক গোল।

৩য় রাজিল জাতি—ইহাদের গায়ে বিন্দু বিন্দু রেখাকার নানা প্রকার চিত্র থাকে।

গোক্ষুর জাতির বিষের লক্ষণ।

বিষের স্বাদ প্রায় কটু, [illegible] রুক্ষ। দংশনের পর প্রথমেই রক্ত দূষিত হয়; তাহাতে ত্বক্ নখ নয়ন দশন মূত্র বিষ্ঠা ও দংশনের গর্ত্ত কৃষ্ণবর্ণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে বায়ু কুপিত হয় অর্থাৎ মাথা ভারী হয়, সন্ধি সমূহে বেদনা হয়; কটি পৃষ্ঠ ও গ্রীবা ভগ্ন হয়, রোগী হাই তুলিতে থাকে, কাঁপিতে থাকে, ক্ষীণ স্বরে কথা কহে। শুষ্ক উদ্গার উঠিতে থাকে এবং কাস, শ্বাস, হিক্কা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব ও উদ্বেষ্টন (গা-মোচড়ানী) হয়।

বোড়া জাতির বিষের লক্ষণ।

বিষের স্বাদ অম্ল, গুণ উষ্ণ। দংশনের পর রক্ত ও পিত্ত কুপিত হয়; তাহাতে ত্বক্ নখ নয়ন দশন মূত্র বিষ্ঠা ও দংশের গর্ত্ত রক্ত-পীত বর্ণ হয়। দাঁত মোটা বলিয়া দংশের গর্ত্ত স্থূল হয় ফুলিয়া উঠে এবং প্রচুর রক্ত বাহির হয়। আর রোগীর দাহ তৃষ্ণা মূর্চ্ছা জ্বর রক্ত ভেদ ও রক্ত বমন হইতে পারে। আর মাংস সকল পাকিয়া খসিয়া খসিয়া পড়ে।*

রাজিল জাতির বিষের লক্ষণ।

বিষের স্বাদ মিষ্ট, গুণ শীতল। দংশনের পর শ্লেষ্মা কুপিত হয়। বায়ুর কোপও প্রকাশ পায়। এই কারণে ত্বক্ নখ নয়ন দশন মূত্র বিষ্ঠা ও দংশনের গর্ত্ত শুক্ল বর্ণ হয়, কম্প দিয়া জ্বর হয়, লোমাঞ্চ হয়, মুখ দিয়া কফ বাহির হয়, গলা ঘড়ঘড় করে, দংশের গর্ত্ত ফুলিয়া থাকে এবং দংশের রক্ত জমিয়া যায়।†

মন্তব্য। বিষধরে দংশিলে প্রায় অনুভবেই জানা যায়। রোগী প্রায় অভিভূত ও অবসন্ন হইয়া পড়ে আর উহার ধক্‌ধক্ করিয়া হৃৎকম্প হইতে থাকে। শেষে শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়।

---

* তবেই বোড়ার বিষে [illegible] নাশক ঔষধ অর্থাৎ যষ্টিমধু, বটের শুঙ্গ, চিনি ইত্যাদি।

† তবেই রাজিল বিষে শ্লেষ্মা নাশক ঔষধ অর্থাৎ শুঁঠ পিপুল মরিচ ইত্যাদি।

দংশনমাত্র যে যে প্রকরণ আবশ্যক।

হস্তে বা পদে দংশন হইলে তৎক্ষণাৎ আপনার কাপড় বা চাদর ছিঁড়িয়া কিম্বা দড়ী নিকটে থাকিলে দড়ী দিয়া দংশের চারি অঙ্গুল উপরে বন্ধন দিবে। ছুরীর ডগ দিয়া গর্ত্তের পার্শ্ব ফুড়িয়া একটু মাংস শুদ্ধ বিষ তুলিয়া ফেলিবে। আর গর্ত্ত তৎক্ষণাৎ চিরিয়া দিলে বিষ আপনিই রক্তের সহিত বেগে বাহির হইতে পারে।

যদি দংশের উপর বরফ ধরা যায়, তবে সেই স্থানের রক্ত জমিয়া যাওয়াতে বিষ আর চালিত হইতে পারে না।

হস্ত পদ ভিন্ন অন্য স্থানে দংশন হইলেও বিষ ঐরূপ ছুরী দিয়া তুলিয়া লইবে। কিন্তু যে স্থান ছুরী দিয়া কাটিলে প্রাণ সংশয় হয়, সে স্থানে ছুরী বসাইবে না।

বিষ চুষিয়া তুলিতে হয়।*

যেখানেই দংশন হউক, মুখ ধূলি বা ভস্মে পূর্ণ করিয়া অগ্রে বিষ চুষিয়া তুলিবে। পরে দংশ স্থান চিরিয়া রক্তস্রাব করিবে। এই মতটী সর্ব্ববাদি-সম্মত।

কিন্তু ছুরী দিয়া চিরিয়া দিলেও হয় তো রক্ত বাহির হয় না। এরূপ স্থলে মরিচ চূর্ণ, হরিদ্রা চূর্ণ ও লবণ সমভাগে লইয়া দষ্ট

---

* Sucking the wound with the lips is the readiest and most effectual way of preventing ulterior mischief; Pour on, directly after, Carbolic acid, or strong spirits of Ammonia. Laurie.

স্থানে ঘষিতে হয়। আবার অতিশয় রক্ত বাহির হইতে থাকিলে বটের ছাল ঘৃতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে বা রক্ত বন্ধের জন্য উপায় করিবে [১০ প্রকরণ দেখ।]

চিরিয়া দিবার পর দংশ জ্বলন্ত কাষ্ঠ-সূচী বা ক্ষার দিয়া পোড়াইয়া দিবে। ক্ষারের অভাবে কার্বলিক এসিড ঢালিয়া দেওয়া যায়।

আবার বন্ধন মোচনের পর, যেখানে বন্ধনের দাগ পড়িয়াছে, সেখানে চিরিয়া বিষ নাশক প্রলেপ [যথা শিরীষের ছাল বাঁটিয়া] দিবে। নতুবা বিষ পুনর্ব্বার প্রভাব ধারণ করিবে এবং রোগী মরিয়া যাইবে।

মন্তব্য। বোড়ার বিষ গরম বলিয়া সে স্থলে দগ্ধ করিলে জ্বালা যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয় আর বিষ সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।

বিশেষ বিশেষ সর্পবিষের বিশেষ বিশেষ ঔষধ।

(ক) গোক্ষুর জাতি দংশন করিলে নিসিন্দার মূল কিম্বা শ্বেত অপরাজিতার মূল কিম্বা উভয়ের মূল সমান সমান ভাগে দুই তোলা পরিমাণে জলের সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে। আর মধুর সহিত কুড় চূর্ণের নস্য করাইবে।

(খ) বোড়ায় দংশিলে মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, বটের শুঙ্গ ও গাম্ভারের শুঙ্গ, চিনি ও মধুর সহিত বাঁটিয়া পান করাইবে

একবার খুলনার মহকুমার উপর একটী মাল জাতীয় স্ত্রীলোক একটা প্রকাণ্ড বোড়া সাপ বাহির করিয়া দেখাইতেছিল। সাপ সহসা তাহার বাম বাহু কামড়াইয়া ধরিল। বেগে রক্ত বহিতে লাগিল। বেদিনী উহাকে খুনে ন শাপ তাপ করিল এবং মুখ ধরিয়া অনেক কষ্টে ছাড়াইয়া লইল। সাপের

(গ) রাজিলে দংশন করিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আতইচ কুড়, ভূসো ও কটকী বাঁটিয়া মধুর সহিত পান করাইবে।

সর্ব্বপ্রকার সর্প বিষের সাধারণ ঔষধ।

ভূসো, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ও কাঁটা নটের মূল বাঁটিয়া ১।২ ছটাক ঘৃতের সহিত পান করিলে উৎকট সর্প বিষও নষ্ট হয়। বিন্দুসার বলেন কেবল কাঁটা নটের মূল তুল্য ভাগ জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিলেও উৎকট সর্প বিষ নষ্ট হয়।

শিরীষ পুষ্পের রস ও সজিনাবীজের চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্ব-বিধ সর্প বিষেই পান অঞ্জন ও নস্য করিবে।

সর্ব্বপ্রকার বিষেই শিরীষ ফল, তুলসী ও পুনর্ণবা লেপন, পান, অঞ্জন ও নস্য করিবে। ইহারই নাম শিরীষাদি অগদ।

বিষে লক্ষ্য নাই। সাপের মাথাই অধিক? বেদিনী সাপকে পেড়ার ভিতর পুরিবার সময় কহিতে লাগিল 'আহা বাছার মাথায় কতই মারিয়াছি।' সে আপনার রক্তপাত গ্রাহ্যই করিল না, কেবল ক্ষতে গোবর লেপন করিল। তাহাতেই রক্ত নিবৃত্ত হইয়াছিল। চরক মতে ঘোটক ও বৃষের বিষ্ঠা রক্ত ধারক। বিষ নাশকও বটে। নরমূত্র, গোমূত্র এবং ছাগলমূত্র বিষনাশক।

এই অঞ্চলেই একটী লোক তক্তপোষের উপর মশারীর ভিতর নিদ্রা যাইতেছিল। প্রাতঃকাল হয় হয় এমন সময় একটা বোড়া ঘরে ঢুকিয়া মশারীর বাহির হইতে উহার একটী বাহু গ্রাস করে। পরে নিকটের লোক পড়িয়া অনেক কষ্টে বোড়াকে মারিয়া ফেলে। মরণকাল পর্য্যন্ত বোড়া আপনার গ্রাস ছাড়ে নাই। যাহা হউক অতঃপর দষ্ট ব্যক্তির বাহুতে গোবর লেপন করা হইয়াছিল। কুমীর ও বাঘে কামড়াইলেও লোকে গোবর লেপন করে শোনা যায়।

পঞ্চ শিরীষ।

যত প্রকার বিষ নাশক ঔষধ আছে, তন্মধ্যে শিরীষ উৎকৃষ্ট। শিরীষের ফল, মূল, ফুল, পাতা ও ছাল বাঁটিয়া ১।২ ছটাক ঘৃতের সহিত পান, লেপন ও অভ্যঙ্গ করিলে কেবল জন্তুবিষ নহে, পীত বিষও নষ্ট হইয়া থাকে।

সর্পবিষের দুইটী অঞ্জন।

সর্প বিষে মানুষ অস্থির বা অচেতন হইলে অপস্মারবর্ত্তির অঞ্জন দিবে। ইতি চরক।

জয়পাল বীজের সাঁশ বাঁটিয়া লইয়া পাতি নেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিবে এবং বড় বড় বটী করিয়া রাখিবে। এই বটী মানুষের লালে ঘষিয়া অঞ্জন দিতে হয়। ইহার নাম বিষহরি বর্ত্তি। ইহা দৃষ্টফল। ইতি রসেন্দ্র চিন্তামণি।* [মূল্য ১ বটী ।০]।

---

* কোন কোন ডাক্তারের মত এই যে সর্প দংশনের পর রোগীকে ৩।৪ ঘণ্টা চেতন রাখিতে পারিলে বিষ মল মূত্র ও ঘর্ম্ম দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া যায়। মানুষকে ঐরূপে জাগরিত রাখিবার অভিপ্রায়ে এই বর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে কিনা তাহা জানা যায় না। বিষ বৈদ্যেরা রোগীকে প্রহার করিয়া থাকে। এস্থলেও ঐ অভিপ্রায় কিনা, তাহাও জানা যায় না। সর্ব্বপ্রকার তন্দ্রাতেই রোগীকে নস্য বা অঞ্জন দিয়া জাগরিত রাখিতে হয়, নতুবা বাম হৃদয়ের সত্বর বিকৃতি হইয়া থাকে। সর্প বিষে শ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হয়, আর বাম হৃদয় বিশেষ রূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে, এই জন্যই রোগীকে জাগরিত রাখিবার প্রয়োজন হয় কিনা, তাহা অভিজ্ঞেরা স্থির করিবেন।

চরকের মৃত সঞ্জীবনী, অগদ হস্তী ও মহাগন্ধ হস্তী বিষরোগ শ্বাসরোধ ও সদ্যোমৃত্যুর উৎকৃষ্ট ঔষধ। পল্লীগ্রামবাসী চিকিৎসকদিগের ঐ সকল ঔষধ পরীক্ষা করিবার সুবিধা আছে।

সর্পবিষে অস্ত্র চিকিৎসা।

বিষ সর্ব্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়িলে হস্তাগ্রে বা পদাগ্রে বা ললাটে শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিবে। বিষ রক্তগত হইয়াই অন্যান্য ধাতুকে দূষিত করে। অতএব সেই রক্ত প্রচুর পরিমাণে বাহির করিয়া দিলে ধাতু সকল দূষিত হইতে পারে না। রক্ত মোক্ষণই বিষেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। রক্ত মোক্ষণের পর দষ্ট স্থান চন্দন ও বেনার মূলের কাথ দিয়া প্রক্ষালন করিবে। আর রোগীকে শিরীষ মূলের ছালের কাথ কিম্বা শিরীষ ও আকন্দ মূলের ছালের কাথ পান করাইয়া দিবে। ইতি সুশ্রুত। এই চিকিৎসা প্রথমেও করা যায়, শেষেও করা যায়।*

বিষে বিষক্ষয়।

জন্তু বিষে সেঁকো প্রভৃতি স্থাবর বিষ নষ্ট হয। আবার স্থাবর বিষে গোক্ষুর প্রভৃতি জন্তুর বিষ নষ্ট হয়। এই জন্য বিষে বিষক্ষয় হয় বলিয়াছে।

সর্প বিষে অন্যান্য ক্রিয়া ব্যর্থ হইবার পর স্থাবর বিষ পান করাইবে। ইতি চরক।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে আয়ারলণ্ড নামক এক সাহেব কয়েক জন সর্প-দষ্ট রোগীকে দুই ড্রাম মাত্রায় লাইকর আর্সেনিক আধ ঘণ্টা অন্তর পান করাইয়াছিলেন। সকলেই রক্ষা পাইয়াছিল। ডাক্তার করের বাঙ্গালা মেটিরিয়া মেডিকা।

---

* ইহাতে স্থির হইতেছে যে দষ্ট স্থান চিরিয়া দিবার পর প্রচুর পরিমাণে রক্ত বাহির হইলেও উপকার ভিন্ন অপকার নাই।

আমাদের ঔষধ।

শিরীষাদি ঘৃত। তদভাবে পঞ্চপল্লব রস এক নম্বর বটী চারিটী ও দুই নম্বর বটী চারিটী একত্র করিয়া সেবন করিবেন। অনুপান শিরীষের রস কিম্বা তুলসীর রস। পথিক জনের পক্ষে অনুপান মিলে না, অতএব শুধু বটী দাঁতে কাটিয়া গিলিয়া ফেলিবে। দংশ স্থান চুষিয়া ফেলিবে।

বিষত্রাস।

দুর্গম অন্ধকারে পিপীলিকায় দংশন করিলেও সর্প দংশনের আশঙ্কা হইতে পারে। সেই আশঙ্কায় জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ ও অতিসার পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। চিকিৎসক এরূপ স্থলে রোগীকে আশ্বাস দিবেন আর চিনি কিসমিস যষ্টিমধু ও মধুর পানা প্রস্তুত করিয়া পান করাইবেন।

উপসংহার।

চতুষ্পদ জন্তু সর্প দষ্ট হইলে মাথা চালিতে থাকে, কাঁপিতে থাকে, অস্থির হয় এবং লোম ধরিয়া টানিলে লোম খসিয়া আসে। হনু কাঁপিতে থাকে, জ্বরও হয়।

চতুষ্পদ জন্তু দষ্ট হইলে দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তুলসী, রক্তচন্দন, অগুরু, রাস্না, গোরোচনা, কৃষ্ণজীরা, গুগ্‌গুলু, ইক্ষু-রস, তগরপাদিকা, সৈন্ধব, অনন্তমূল, গোপিত্ত ও মধু এই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে গুলি পাওয়া যায়, একত্র বাঁটিয়া পান ও লেপন করাইবে।

১৩ প্রকরণ।

কুক্কুর বিষের চিকিৎসা।

শৃগাল, কুকুর, নেকৃড়ে, ভালুক প্রভৃতি চতুষ্পদকে দংষ্ট্রী কহে। উহাদের বিষকে দংষ্ট্রা বিষ কহে। সর্ব্বপ্রকার দংষ্ট্রা বিষের ক্রিয়া এক। ঐ সকল জন্তু উন্মত্ত হইলে উহাদের লাঙ্গুল হনু ও স্কন্ধ ঝুলিয়া পড়ে আর লাল বৃদ্ধি হয়। কখন বা উহারা অত্যন্ত বধির ও অন্ধ হইয়া পরস্পরের প্রতি ধাবমান হয়। উহারা এইরূপে উন্মত্ত হইলে সবিষ হইয়া থাকে। দংশন করিলে দংশ স্থান সুপ্ত (অসাড়) হয় আর কৃষ্ণ রক্ত বাহির হইতে থাকে। যে জন্তুতে দংশন করে, রোগী তাহারই ন্যায় চেষ্টা ও শব্দ করে। পরে স্পন্দহীন হয় এবং বিনষ্ট হইয়া থাকে। রোগী দংশনকারী জন্তুর রূপ জলে বা দর্পণে দর্শন করিলে কুলক্ষণ বলা যায়। আর জলের নাম শুনিলে বা জল দেখিলে যদি ভীত হয়, তবে আর বাঁচে না। সুস্থ ব্যক্তির প্রসুপ্ত বা জাগ্রৎ অবস্থায় এইরূপ জলাতঙ্ক হইলে সেও বাঁচে না।

ব্যবস্থা। দংশন হইবা মাত্র দংশ স্থান চিরিয়া দিয়া তপ্ত ঘৃত দিয়া দগ্ধ করিবে। যে কয়টা দাঁত সারি সারি বসিয়া থাকে, সেই কয়টা দাগ একবারে চিরিয়া দেওয়া ভাল। দহনের পর ক্ষতে পুরাতন ঘৃত লেপন ও পান করাইবে। আর কুড়চূর্ণ আকন্দের আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্য দিবে। আর পুনর্ণবার মূল বাটিয়া দুই চারি বিন্দু ধুতুরার মূলের রসের সহিত পান করাইবে। [ধুতুরা ও বেলেডোনা একই ঔষধ বলা যাইতে পারে] তিলের তৈল, আকন্দের আঠা ও ইক্ষুগুড় একত্র করিয়া পান করিলে পাগলা কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শরপুঙ্খার (বুনো নীলের) মূল এক তোলা, ধুস্তূর মূল এক তোলা ও আতপতণ্ডুল এক তোলা তণ্ডুল-জলের সহিত পেষণ করিবে। পরে ঐ কল্ক ধুতুরার পত্রে বেষ্টন ও এক অঙ্গুল পুরু কাদা দিয়া আচ্ছাদন করিবে। আর কয়লা বা ঘুঁটের আগুনে পাক করিবে। কাদা শুকাইয়া গেলে পাক সম্পূর্ণ হইয়াছে জানিবে এবং ঔষধ বাহির করিয়া রস গালিয়া লইবে। এই রস দুই তিন বারে পান করিতে হয়। এক বারেও পান করা যায়। কিন্তু নেশা হইলে আর পান করিবে না। রোগী ঔষধ পান কালে জনশূন্য গৃহে বাস করিবে। বিষ-বিকার নষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ বোধ হইলে পরদিন দুগ্ধান্ন সেবন করিবে। তৃতীয় বা পঞ্চম দিবসে এই ঔষধ অল্পমাত্রায় অবশ্য পান করিবে। ইতি সুশ্রুত।

কুকুর বিষে, নথ বিষে ও দংষ্ট্রাবিষে পঞ্চশিরীষ উৎকৃষ্ট ঔষধ। কুকুর বিষের জ্বরে পঞ্চামৃত রস দিবে।

চতুষ্পদ ও দ্বিপদ জন্তুর নখ বা দন্ত দ্বারা বিষাক্ত হইলে শোথ, পাক, স্রাব ও জ্বর হইয়া থাকে। খদির, গোয়ালে লতার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গৈরিক একত্র করিয়া লেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার নখবিষ ও দন্তবিষ নষ্ট হয়। ইতি চরক। ইহার নাম খদিরাদি লেপ। ইহা পান ও লেপনে ব্যবহার্য্য।

মন্তব্য। পাগলা কুকুরে কামড়াইলে সকলকে বিষ লাগে না। ২০।৩০ জনের মধ্যে হদ্দ একজনকে বিষ লাগে। সুতরাং লোকে যত ভয় করে তত নয়। লরী।

কুকুর বিষে ভাপরা।

রোগী ক্ষেপিয়া উঠিলে উহাকে জলের ভাপরা দিবে। উহাকে বেতের চেয়ারে কম্বল মুড়ি দিয়া বসাইবে। আর চেয়ারের তলায় গরম জলের পাত্র বসাইয়া দিবে। যেন গল গল করিয়া বাষ্প উঠিতে থাকে। ডাক্তার রডক্‌ বলেন যে আমি এই প্রক্রিয়া নিজের শরীরে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছি যে জলাতঙ্ক রোগের ইহাই ভাল ঔষধ।

মন্তব্য। পঞ্চ শিরীষ বা শিরীষের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া এইরূপে ভাপরা দিলে অধিক ফল হইবার সম্ভাবনা। জলাতঙ্কে পানীয় ঔষধ দিবে না। ধুতুরাচূর্ণ চিনির সহিত দিবে। ধুতুরা-চূর্ণের মাত্রা ১ গ্রেন। বীজ বা পত্রের চূর্ণ দেওয়া যাইতে পারে। ৫টী বীজ একবারে দেওয়া যায়। নিদ্রা হইলে আর দিবে না।

আমাদের ঔষধ।

দংশনের পর পঞ্চপল্লব রস। ১নং বটী অনুপান ধুতুরা পাতার রস। জ্বরে এই ঔষধই দিবে। অনন্তর দুই তিন মাস শিরীষাদি ঘৃত ব্যবহার করিবে। কুক্কুরবিষ দেহে বহুকাল লুক্কায়িত থাকে, পরে সহসা প্রকাশ পাইয়া রোগীকে বধ করে। লোকে বলে যে আঠার মাস না গেলে বিশ্বাস নাই। দরিদ্র রোগী বহুকাল ধরিয়া প্রত্যহ গোমূত্র পান করিবে।

১৪শ প্রকরণ। গরল।

সংস্কৃত ভাষায় সচরাচর সাপের বিষকেই গরল বলে। চলিত ভাষায় বিষজাত গাত্রকণ্ডূকে গরল বলে। মাকড়সার লালেই সচরাচর গরল হইয়া থাকে, লোকের এইরূপই বিশ্বাস।

গরল বলিয়া সন্দেহ হইলেই সর্ব্ব শরীরে শিরীষ বা চালিদা বা বট বা অশ্বত্থ বা পাঁকুড়ের ছাল কিম্বা উহাদের মিলিত ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। আর শিরীষ ছালের রস পান করিবে।

তিত লাউয়ের রস ও ইন্দ্রযবচূর্ণ মিলিত করিয়া পান করিলে সর্ব্ব প্রকার বিষ ও গরল নষ্ট হয়। এই ঔষধ পান করিলে বমি হইয়া থাকে। রসের পরিমাণ ১ ছটাক ও চূর্ণের পরিমাণ এক তোলা হইবে।

আমাদের ঔষধ।

শিরীষাদি ঘৃত। অথবা ২নং পঞ্চপল্লব রস। অনুপান শিরীষ ছালের রস বা ভূম্যামলকীর রস।

১৫শ প্রকরণ। বৃশ্চিক বিষ।

বৃশ্চিক বা উচ্চিটিঙ্গে দংশন করিলে দংশে জল বা বরফ দিবে না। এই বিষ ঠাণ্ডা লাগিলে বাড়ে।

দংশস্থানে ঘৃত গরম করিয়া বার বার লাগাইবে। আর আধ ছটাক বা এক ছটাক ঘৃত সৈন্ধবের সহিত পান করিবে। অথবা দংশে তুলসী বা শিরীষ বাটিয়া দিবে।

ডাক্তারী মত।

বৃশ্চিক, বোল্‌তা, ভীমরুল প্রভৃতি কীটের বিষে ইপিকাকুয়ানা জলে বাটিয়া দিবে।

আমাদের ঔষধ।

শিরীষাদি ঘৃত। জ্বরে পঞ্চপল্লব রস ১নং।

১৬শ প্রকরণ। মূষিক বিষ।

দারুচিনি ও শুঁঠ সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। শিরীষের কল্ক মধুর সহিত পান করিবে। আর শিরীষের কল্কই লেপন করিবে।

আমাদের ঔষধ।

শিরীষাদি ঘৃত লেপন ও পান করিবে। জ্বরে পঞ্চপল্লব রস ১নং।

১৭শ প্রকরণ। পীত বিষের চিকিৎসা।

আফিং, সেঁকো ও ধুতুরা এই তিনটী বিষ বিষকর্ম্মে সচরাচর ব্যবহৃত হয়। মরণার্থী আফিং নিজেই সেবন করে। সেঁকো ও ধুতুরা সচরাচর শত্রুতে প্রয়োগ করে। মৎস্য বিষ অজ্ঞাতেই উদরস্থ হয়। অন্যান্য বিষ সাধারণে অবগত নাই। তবে মিঠা বিষ সচরাচর ঔষধে ব্যবহৃত হয় বলিয়া বেণের দোকানে মিলিয়া থাকে। চরক মতে পীত বিষ পরিণামে পাকস্থালীতে থাকে না, হৃদয়ে গিয়া অবস্থান করে।

বিষপানের সাধারণ লক্ষণ।

পীত বিষে বিষাক্ত হইলে সাধারণতঃ রোগীর জ্বর, হিক্কা, দন্ত কিড়মিড়, গলায় বেদনা, ফেনবমি, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা হয়।

ব্যবস্থা। রোগী ভ্রমক্রমে বিষপান করিয়া ফেলিলে গলায় অঙ্গুল দিয়া কিম্বা বমনকারক ঔষধ পান করিয়া বমি করিয়া ফেলিবে। বাগ্‌ভট মতে তাম্রচূর্ণ পান করিয়া বমি করিবে।

বমি হউক বা না হউক নিম্নলিখিত দ্রব্যের কোন একটী দ্রব্য পান করিবে ;—

এক বা দুই ছটাক ঘৃত। এক বা দুই পোয়া ইক্ষুরস। দুই তিন তোলা গেরিমাটী। এক আধ ছটাক ছাগ রক্ত বা অন্য জন্তুর রক্ত। এক আধ ছটাক গোবরের রস। এক দুই তোলা ছাই। এক দুই তোলা মৃত্তিকা। পক্ক বা অপক্ক মাংস। ইতি চরক। ধনী ব্যক্তি আধভরি স্বর্ণ চূর্ণ পান করিবে। বাগ্‌ভট ও চরক।

এই সকল দ্রব্য পান করিবার পর পুনশ্চ বমন করিতে পার। কিন্তু বমনের পর পুনশ্চ এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন একটী দ্রব্য পান করিতে হয়।

ঐ সকল দ্রব্য পান কর আর নাই কর, বমি হইয়া থাকে বা না হইয়া থাকে, নিম্নলিখিত ঔষধটী পান অঞ্জন ও নস্য করিবে ;—

শিরীষ পুষ্পের রস এক ছটাক এবং গোপিত্ত এক তোলা পর্য্যন্ত ;

অথবা ;—তুলসী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কুড় ও গোপিত্ত সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে। বটী গুলি বড় বড় হওয়া উচিত। এই বটী পান, অঞ্জন ও নস্যে ব্যবহার করিবে।

মৎস্যবিষ। প্রথমে গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি কর। বমির পর ভূরি পরিমাণ চিনির জল পান কর। ডাক্তার লরী।

মন্তব্য। সর্ব্ববিধ বিষই গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করা ভাল। তাহাতে বমি না হইলে কোন একটী বমনকারক ঔষধ (বিশেষতঃ তাম্রভস্ম) পান করিয়া বমন করা ভাল।

ডাক্তারী মতে অহিফেনবিষে সর্ষপচূর্ণের দ্বারা বমন করা-

ভাল। ধুতুরা বিষে তাম্রভস্ম ও দুগ্ধ দ্বারা বমন করাইয়া ফল পাওয়া গিয়াছে। তাম্রভস্মের অভাবে তুঁতে দেওয়া যায়। টার্টার এমেটিক সর্ব্ব বিষেই ভাল বোধ হয়, কেননা বিষ উষ্ণ এবং টার্টার এমেটিক শীত বীর্য্য রোগীর মাথায় জল ও বাতাস দেওয়া উচিত।

সর্ব্ববিধ বমন ঔষধেই দুগ্ধ বা গোমূত্র যোগ করিয়া বমন করান ভাল। কেননা দুগ্ধ ও গোমূত্র বিষশোধক।

সর্ব্ববিধ বিষরোগে পথ্য। কদ্‌বেল, লশুন, বেগুন, দাড়িম, পটল, নটেশাক, শীতলজল, শর্করা, ঘোল, সৈন্ধব, মধু, লঘু অন্ন। সাধারণতঃ তিক্ত ও মধুর দ্রব্য। নরমূত্র, ছাগমূত্র ও গোমূত্র বিষনাশক। স্বর্ণচূর্ণ সর্ব্ববিষ নাশক। অপথ্য ;—অম্ল দ্রব্য, লবণাক্ত দ্রব্য ও তাম্বুল।

আমাদের ঔষধ।

শিরীষাদি ঘৃত পান ও লেপন করিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১ম প্রকরণ।

ধাত্রীবিদ্যা। গর্ভিণী চিকিৎসা।

গর্ভিণীর নবজ্বর।

গর্ভিণীর নবজ্বর হইলে উপবাস করিতে দিবে না। অন্নের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ দিবে। দুগ্ধ নিতান্ত অসহ্য হইলে মুগ বা মসুরের

যূষ পান করাইবে। আর নবজ্বরে অন্যান্য যে সকল পথ্য অপরের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাও সেবন করিতে দিবে। গর্ভিণীর পক্ষে ঔষধের মাত্রা অর্দ্ধ।

নিতান্ত আবশ্যক হইলেই গর্ভিণীকে জোলাপ দিতে হয়। গর্ভিণীর জন্য তিনটী মৃদু জোলাপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা

(ক) দুগ্ধ ১ ছটাক ও রেড়ীর তৈল ১ তোলা।

(খ) সোঁদালের আঠা ও দুগ্ধ। সোঁদালের পরিমাণ গর্ভিণীর হাতের মাপের এক হাত।

(গ) তেউড়ী-চূর্ণ ১ তোলা, চিনি আধ ছটাক ও জল কিঞ্চিৎ। একত্র করিয়া লেহন করিবে।

জোলাপের দিনও উপবাস করিবে না, অন্নের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ পথ্য করিবে।

পুরাতন জ্বর।

কোন কোন গর্ভিণীর জ্বর চারি পাঁচ মাসের সময় আরম্ভ হয় এবং প্রসবকাল পর্য্যন্ত থাকে। কেহ কেহ যকৃৎ বলিয়া সন্দেহ করেন, কিন্তু গর্ভিণীর যকৃৎ সঙ্কুচিত হয় বই বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আর যকৃতের ঔষধ মাত্রেই প্রায় ভেদক, সুতরাং গর্ভ-পাতক। অতএব বিবেচনা করিয়া ঔষধ দিবে।

গর্ভের যতই উপচয় হয় জ্বরের ততই বৃদ্ধি হইতে থাকে। আবার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে জোলাপ দিয়া মল পরিষ্কার করিয়া দিলে জ্বর আর দুই চারি দিন আসে না। ইহার কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। গর্ভের বৃদ্ধি হয় বলিয়া পাক-স্থলী ও অন্যান্য যন্ত্রে চাপ লাগে, তাহাতেই জ্বর হয়, আবার মল বাহির করিয়া দিলেই ঐ চাপ কমিয়া যায়, সুতরাং জ্বরও দুই

চারি দিন ক্ষান্ত হয়। এই জ্বর প্রসব হইবার পর আপনি ছাড়িয়া যায়।

এই জ্বর সচরাচর ১০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত হয়, কথন কথন ১০৩ পর্য্যন্ত হয়। এইরূপ পুরাতন জ্বরে আমরা গর্ভিণীকে পুরাতন জ্বরের ঔষধ না দিয়া গর্ভ পালনের ঔষধ দিয়া থাকি। সে সকল পাচন অতঃপর লিখিত হইবে। আর পুরাতন জ্বরের যে সকল পাচন দুগ্ধের সহিত দিবার ব্যবস্থা আছে, তাহাও গর্ভিণীকে দেওয়া যাইতে পারে। পুরাতন জ্বর নাশক চরকোক্ত চন্দনাদি তৈল গর্ভিণীর পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

গর্ভিণীর শোথ।

গর্ভিণীর শোথও হইতে পারে অথবা জ্বরের প্রবলতা থাকিলে সহজেই শোথ হয়। কিন্তু গর্ভিণীর শোথ শঙ্কার বিষয় নহে। প্রসবের পর শোথ আপনিই চলিয়া যায়। শোথ হইলে নিম্ন-লিখিত পাচনটী এক মাস পর্য্যন্ত দিবে। যথা ;—

গোক্ষুর, কণ্টিকারী, বেড়েলা ও শুঁঠ সমুদায়ে দুই তোলা। সম্বৎসরের পুরাতন গুড় দুই তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া ও জল এক সের। একত্র সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষে নামাইবে। পথ্য দুগ্ধান্ন।

গর্ভিণীর রক্তস্রাব।

গর্ভাবস্থায় রক্ত দৃষ্ট হইলে শত ধৌত ঘৃতের সহিত যষ্টিমধু চূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এবং তাহাতে তুলা ভিজাইয়া গর্ভদ্বারের ভিতর ধারণ করিবে। নাভির নিম্নে শতধৌত ঘৃত লেপন করিবে। শতধৌত ঘৃত হঠাৎ না যুটিলে উহিলে বরফ বা ঠাণ্ডা জলের পটী ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ বরফ বা জল নাভির

নিম্নে ও অস্ত স্থানে ধরা যায়; কিন্তু এরূপ আস্তে ধরিতে হয় যেন গর্ভিণী শিহরিয়া না উঠে।

যষ্টিমধু চূর্ণের অভাবে বট কিম্বা অশ্বথের ছালের কাথে বস্ত্র ভিজাইয়া গর্ভদ্বারের মধ্যে দিবে।

অথবা রক্ত দৃষ্ট হইলে বটের ছাল এক তোলা ও অশ্বথের ছাল এক তোলা, দুগ্ধ এক পোয়া ও জল আধ সের সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধ শেষে নামাইবে। আর তাহাতে এক তোলা ঘৃত প্রক্ষেপ দিবে। পরে সেই দুগ্ধে বস্ত্র ভিজাইয়া গর্ভদ্বারের ভিতরে দিবে। আর ঐ দুগ্ধই পান করাইবে। অথবা পানার্থে যষ্টিমধু চূর্ণের সহিত দুগ্ধ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দিবে। এস্থলে যষ্টিমধু চূর্ণ এক তোলার চতুর্থাংশ ও দুগ্ধ আধ পোয়া হইবে।

পথ্য। মধু, চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন। রোগীকে ঠাণ্ডায় রাখিবে। আগুনের ধারে বা রৌদ্রে যাইতে দিবে না।

গর্ভপালন।

গর্ভের প্রথম মাস হইতে যদি নিম্নলিখিত পথ্য সকল পালন করান যায়, তবে গর্ভিণীর কুক্ষি (তলপেট), কটি, পার্শ্ব (পাঁজর) ও পৃষ্ঠ কোমল হয়, সুতরাং সন্তান উদরে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে ঐ সকল অঙ্গের চাপ বোধ হয় না; মূত্র বিষ্ঠা যথাকালে যথা-নিয়মে নির্গত হয়, বল ও বর্ণের উৎকর্ষ হয়, সন্তানের দেহ সুস্থ থাকে, গর্ভিণীর জ্বর বা শোথ হয় না এবং যথাকালে সুপ্রসব হয়। পথ্য যথা;

১ম মাসে। প্রত্যহ শীতকালে দুগ্ধ পান করিবে। দুগ্ধ গরম না থাকে।

২য় মাসে। প্রত্যহ চিনির সহিত দুগ্ধ পান করিবে।

৩য় মাসে। মধু ও ঘৃতের সহিত দুগ্ধ পান করিবে।

৪র্থ মাসে। দুই তোলা করিয়া নবনীত পান করিবে অথচ দুগ্ধও পান করিবে।

৫ম মাসে। দুগ্ধ ও ঘৃত একত্র পান করিবে। দুধের সর মারিয়া যে ঘৃত হয়, এস্থলে সেই ঘৃত গ্রাহ্য।

৬ষ্ঠ মাসে। কিসমিস, জীবন্তী ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিবে।

৭ম মাসে। ঐরূপ দুগ্ধ পান করিবে।

৮ম মাসে। দুগ্ধ ও অন্ন বিশেষরূপে পথ্য করিবে।

৯ম মাসে। গর্ভদ্বারের মধ্যে তৈলাক্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড ধারণ করিবে। ইহাতে প্রসবের পথ স্নিগ্ধ থাকে বলিয়া প্রসব-কালে ক্লেশকর হয় না। এই মাসে দুগ্ধান্ন পথ্য।

সপ্তম মাসে স্তনকণ্ডূ।

কোন কোন গর্ভিণীর সপ্তম মাসে অতিশয় স্তনকণ্ডূ উপস্থিত হয় এবং উদরের চর্ম্ম ফাটিতে থাকে। তৎকালে ইহাকে মধ্যে মধ্যে চিনি ও কিসমিসের সহিত শুষ্ক কুলের অম্ল পান করিতে দিবে। অম্ল দুই তোলার অধিক একবারে পান করিবে না। এই সময় স্তন ও উদরে রক্তচন্দন ও মৃণালের কল্ক মর্দ্দন করিবে। স্তন সড় সড় করিলেও চুলকাইবে না, জাতীফুল ও যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ জলে ধুইয়া দিবে। নখ লাগিলে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। আর দেখিতেও কুৎসিত হয়।

সুস্থাবস্থায় গর্ভিণীর পথ্য। কাঁঠাল, আম, মুগ, খৈর ছাতু, শীতল দ্রব্য, শীতল বায়ু, নবনীত, শর্করা, ঘৃত, দুগ্ধ, মধুর দ্রব্য, অম্ল, লঘু অন্ন।

মৃতগর্ভ ও ধাত্রীবিদ্যা।

সন্তান পেটের ভিতর মরিলে এই এই লক্ষণ হয় ;—

উদর স্পন্দহীন হয়, শীতল হয়, শক্ত হয়, মনে হয় যেন পেটের ভিতর একখান পাথর রহিয়াছে। অত্যন্ত বেদনা হয়। অক্ষিদ্বয় শিথিল হয়। গর্ভিণী অবসন্ন হইয়া পড়ে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলিতে থাকে, অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে, আর মল মূত্রের বেগ ধারণ করিতে পারে না।

মৃতগর্ভ মুহূর্ত্তকালও উপেক্ষা করিবে না। উপেক্ষা করিলে উহা জননীর শ্বাস রোধ করিয়া পশুর ন্যায় বধ করে। এরূপ স্থলে ধাত্রী ডাকিতে হইবে। ধাত্রী আসিয়া রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইবে, পা দুইটী পেটের দিকে উঁচু করিয়া ধরিবে। আর কোমরের নীচে বালিস দিয়া মাথার দিক্ অপেক্ষা কোমরের দিক্ কিঞ্চিৎ উঁচু করিয়া রাখিবে। পরে হস্ত গর্ভদ্বারে প্রবেশিত করিয়া গর্ভ আকর্ষণ করিবে। যেন ধাত্রীর নখ কামান হয়, যেন হাত সিমূলের আঠা ও ঘৃত দিয়া পিচ্ছিল করা হয়।

মৃতগর্ভ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে আটকাইয়া যায়। যদি গর্ভের দুই পা আগে থাকে আর পা ও উরু সোজা ভাবে থাকে, তবে উহাকে সরল ভাবে আস্তে আস্তে টানিয়া বাহির করিবে। যদি একটী পা বাহির হয় আর অন্য পা আটকাইয়া যায়, তবে আটকান পা-টীকে ছড়াইয়া সোজা করিবে। যদি পা বাহির না হইয়া পাছা বাহির হয়, তবে পাছা উপর দিকে ঠেলিয়া ধরিয়া পা দুইটী

প্রথমেই গরম জল ও সোপের পিচকারী দিয়া মল বাহির করা ভাল। কেননা গর্ভ অনেক সময় মলের চাপে আটকাইয়া যায়। ডাক্তারী মত।

বাহির করিবে। যদি সন্তানের দেহ হুড়কার মত আড ভাবে আটকাইয়া থাকে, তবে পায়েব দিক উপর দিকে ঠেলিয়া ধরিবে আব মাথা গর্ভদ্বারের অভিমুখে আনিয়া বাহির কবিবে। যদি মাথা বাঁকিয়া থাকে অর্থাৎ দ্বাবেব মুখে মাথাব তালু না থাকে, তবে স্কন্ধ ধরিয়া উপব দিকে ঠেলিযা দিবে। আব মাথা দ্বাবের মুখে আনিবে। যদি বাহুদ্বয় দ্বারেব মুখে আটকাইযা যায, তবে স্কন্ধদ্বয ধাবণ কবিযা উপর দিকে ঠেলিযা দিবে। আব মস্তক সোজা কবিযা দ্বাবেব মুখে ধবিবে। পবে টানিযা বাহিব কবিবে।

এ সকল কার্য্য এক হাতেই কবিতে হয। কারণ প্রসব দ্বার স্বভাবতঃ সঙ্কীর্ণ। এ সকল কার্য্যে আমাদেব [illegible] ধাত্রীরা বিলক্ষণ দক্ষ।

মৃতগর্ভে অস্ত্র প্রয়োগ।

রাজাব আদেশ ভিন্ন অস্ত্র প্রযোগ কবিতে নাই। সন্তান জীবিত থাকিতে অস্ত্র প্রযোগ কবিতে নাই। করিলে মাতা ও ও সন্তান উভয়েব প্রাণ নষ্ট হয।

যদি মৃত সন্তানেব মাথা, হাত ও পা বাহিব হয এবং মধ্য শবীব (ধড়) আড় ভাবে আটকাইয়া যায়, তবে ঠেলিযা সোজা কবা যায না। এরূপ স্থলে মাথা শস্ত্র দ্বাবা বিদীর্ণ কবিযা মাথার খুলি সকল ক্রমে ক্রমে বাহিব কবিতে হয়। শস্ত্রের মুখ সুচাল

* মূঢ়গর্ভ উদব, অশ্মরী, ভগন্দব ও মুখরোগী রোগীকে না খাওযাই অস্ত্র করিবে। অন্যান্য স্থলে অস্ত্র কবিতে হইলে, অগ্রে রোগীকে ভোজন করাইবে।

না হয়, যেন গোল হয়। মাথার খুলি সকল ছিন্ন হইয়া গেলে * গর্ভের কক্ষ বা বক্ষ সাঁড়াশী দিয়া টানিয়া বাহির করিতে হয়। মৃত গর্ভের অক্ষি-গহ্বর বা গণ্ড ধরিয়া টানিলে আরও সোজা ভাবে বাহির হইতে পারে। কিন্তু যদি অক্ষিগহ্বর বা গণ্ড পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া গিয়া থাকে তবে বক্ষ বা কক্ষ ধরিয়াই টানিতে হয়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মৃত গর্ভের যে যে অঙ্গ আটকাইয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণরূপে কাটিয়া ফেলা উচিত। আর এরূপ সাবধানে অস্ত্রক্রিয়া করিতে হয় যেন প্রসূতির অঙ্গে খোঁচা না লাগে। ধাত্রী বরং আপনার হাত কাটিয়া ফেলিবেন, তথাপি প্রসূতিকে আঘাত করিবেন না। কারণ আঘাত মাত্রেই রক্ত-পাত হইয়া প্রসূতির মৃত্যু হইতে পারে।

মৃত গর্ভ বাহির হইবাব পর ধাত্রী হস্ত দ্বারাই ফুল বাহির করিবেন। প্রসূতির দুই পার্শ্ব চাপিয়া ধরিলেও ফুল আপনি বাহির হইতে পারে। প্রসূতির পার্শ্ব ধরিয়া মুহুর্মুহুঃ কম্পিত করিলেও ফুল বাহির হয়।

ফুল বাহির হইবার পর গর্ভদ্বারে তিল তৈল সেচন করিবে। অপক্ক গর্ভা স্ত্রীব মৃত গর্ভ বাহির হইয়া গেলেই তাহাকে মদ্যপান করাইবে। কিন্তু গর্ভ পূর্ণাবয়ব হইয়া মরিলে সুপ্রসবা প্রসূতির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

প্রসব।

সুপ্রসবের যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে গর্ভকালে স্বামি-সহবাস প্রধান। অষ্টম্ মাসে গর্ভ স্রাব হইলে প্রসূতির প্রাণ

* বোধ হয় শাস্ত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মাথা মোটা হওয়াতেই মাথা বাহির হয় না। এবং গর্ভ ঐ ভাবে আটকাইয়া যায়।

নষ্ট হইতে পারে। সুশ্রুত বলেন যে প্রসবের পর ষষ্ঠ বৎসরে গর্ভিণী হইলে প্রসবে বিঘ্ন হইয়া থাকে। আর স্বামীর বয়স ২৫ বৎসরের কম এবং স্ত্রীর বয়স ১৬ বৎসরের কম হইলে যদি সে অবস্থায় গর্ভ হয়, তবে সন্তান পেটের ভিতব বিপন্ন হইতে পারে।

প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইলে গর্ভিণীর এই সকল লক্ষণ হয়; যথা গর্ভিণী অবসন্ন হয়, উহাব গাত্র ভারী বোধ হইয়া থাকে, মুখ ও চোখ শিথিল হয় (অর্থাৎ যেন ঝুলিয়া পড়ে), মনে হয়, যেন্ন বক্ষের বন্ধন ঝুলিয়া পডিযাছে, পেট ঝুলিযা পড়ে, কুচকী তলপেট কোমব ও পৃষ্ঠে সূচীভেদবৎ পীড়া অনুভূত হয়, অন্নে অনিচ্ছা হয় এবং গর্ভপথ হইতে স্রাব হইতে থাকে।

এই সকল লক্ষণের পরই প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। জল ভাঙ্গিতে থাকে। তখন গর্ভিণীকে ভূমির উপর কোমল শয্যায় শয়ন করিতে বলিবে। যদি তাহাতে প্রসব না হয অথচ গর্ভিণী বেদনায় অস্থিব হয়, তবে গৃহের মধ্যে চলিতে ফিরিতে কহিবে। তাহাতেও প্রসব হইতে বিলম্ব হইলে গর্ভিণীকে হস্ত পদের উপর ভর দিয়া বসাইবে। *

প্রসব বেদনায়, তিল তৈল ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গর্ভিণীর কটী পার্শ্ব পৃষ্ঠ ও নিতম্ব দেশে মর্দ্দন করিবে। আর উহাকে কুড়, ছোটএলাচ, বচ ও চিতার চূর্ণ আঘ্রাণ করাইবে। তাহাতে

---

* এই মতটী শাস্ত্রীয় নহে, প্রচলিত মত। দেখা গিয়াছে যে দুই দিন প্রসব বেদনার পবও, এইরূপ উপবিষ্ট করিয়া দেওয়াতে গর্ভিণীর প্রসব হইয়াছে। শাস্ত্রে কহে যে গর্ভিণীকে দুই হাতে মুষল ধবিতে কহিবে, কোন কোন ঋষি এরূপ ব্যায়ামের বিবোধী। সেইজন্য প্রচলিত মত গৃহীত হইল।

গর্ভিণীর শীঘ্র প্রসব হয়। বিষ্ণু তৈল বা নারায়ণ তৈল কোমরে ও পেটে মাখিলে সুপ্রসব হয়।

ডাক্তারী মতে প্রসবে বিলম্ব হইলে প্রথমেই গরম জল ও সাবানের পিচকারী দিয়া মল বাহির করিতে হয়, কারণ প্রসব-পথের নিকট মল সঞ্চয়ই প্রসবের প্রধান বাধক হইয়া থাকে। কোন কোন গর্ভিণীর প্রসবের পূর্ব্বে মল ভেদ হইয়া থাকে, এবং অল্পক্ষণ পরেই প্রসব হইয়া থাকে; অতএব এস্থলে যে মল ভেদ হয়,তাহাতে প্রকৃতির অনুকূলতা আছে বুঝিতে হইবে। প্রসব-কালে মল ভেদ হইলে প্রসব নিকটবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে হয়।

অমরা বা ফুল।

সংস্কৃত ভাষায় ফুলকে অমরা বলে, অপরাও বলে। প্রসবের পর ফুল পড়িয়াছে কিনা দেখিতে হয়। ফুল যেরূপে বাহির করিতে হয় তাহা মৃত গর্ভের প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে। চরক বলেন যে প্রসূতির নাভির উপরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বলের সহিত চাপিয়া ধরিতে হয় এবং বামহস্ত পৃষ্ঠের উপর রাখিয়া অত্যন্ত কাঁপাইতে হয়। অথবা প্রসূতি নিজের বেণী মুখে প্রবেশিত করিয়া কণ্ঠ ও তালুতে স্পর্শ করাইবে। এই প্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে।

ঝাল ও স্বেদ।

আমাদের দেশে ঝাল ও স্বেদ অধিক চলিত। 'হরিনোট' অনেস্থলেই প্রচলিত। আয়ুর্ব্বেদে হরিনোটের কথা নাই। উদ্দেশ্য উভয়েরই এক। দেখ জ্বর হইলে কেহ মাথায় আগুনের স্বেদ দিয়া থাকে, কেহবা বরফ দিয়া থাকে। তবে বিশেষ ...

যদি মাথায় রক্তের বেগ থাকে, তবে স্বেদ না দিয়া বরফ দেওয়া ভাল। আবার যদি সর্দ্দির বেগ থাকে তবে তাপ দেওয়াই ভাল।

প্রসবের পরই প্রসূতির রক্ত ভাঙ্গিতে থাকে, অতএব যদি প্রসূতিকে 'হরিনোট' করাইতে হয় অর্থাৎ শীতল স্নান ও শীতল পান করাইতে হয়, তবে সদ্য সদ্যই করান ভাল। স্বেদও ঝালে রক্ত ভাঙ্গিতে পারে, অতএব যদি স্বেদ ও ঝাল করাইতে হয়, তবে ৪।৫ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া করান ভাল। রক্ত ভাঙ্গিবার পর শরীরে বায়ু ও শ্লেষ্মার বেগ হয়, স্বেদ ও ঝাল সেই সময় হইতেই আরম্ভ করা ভাল। সুশ্রুত বলেন যে, রক্তের কিঞ্চিৎ শেষ থাকিতেই গুড়োদকের সহিত ঝাল, কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, খাওয়ান উচিত। বায়ুর বৃদ্ধি হইলে তৈল মাখিতে হয় আর শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হইলে তাপ দিতে হয়। অতএব যেখানে বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়েরই পরাক্রম দৃষ্ট হয়, সেস্থলে শরীরে তিল তৈল মাখাইয়া তাপ দেওয়া ভাল। সর্ষপ তৈল বায়ু ও শ্লেষ্মা উভয়ই নষ্ট করে; দেখ, ডাক্তারেরা বাতশ্লৈষ্মিক * বেদনায় সর্ষপ তৈল, কর্পূর ও টার্পিন ... করিয়া বুকে মালিস করান। অতএব রক্তকোপ না থাকলে প্রসূতিকে সর্ষপ তৈলের তাপ দেওয়া যাইতে পারে।

আবার ঝাল শ্লেষ্মা নষ্ট করে কিন্তু উহা বায়ু ও রক্তের বেগ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ঘৃত শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে কিন্তু বায়ু ও রক্তকে ঠাণ্ডা করে। এই জন্য প্রসূতিকে ঝাল দিতে হইলে ঝালের সহিত অধিক পরিমাণে ঘৃত দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সকল দিকই

---

* আয়ুর্ব্বেদে বায়ু ও বাতের একই অর্থ। কিন্তু চলিত ভাষায় বাত বলিলে গেঁটে বাত বা বেদনা বুঝায়। গেঁটে বাতকে সংস্কৃত ভাষায় আম-বাত কহে।

রক্ষা হয়। সুশ্রুত বলেন যে, ঘৃতের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যেন ১২ ঘণ্টার মধ্যে জীর্ণ হয়। তবেই এক ছটাক ঘৃত দেওয়া যায়।

প্রসবের পর প্রসূতির গা গরম জলে মুছাইয়া দিবে। অনন্তর সর্ব্বাঙ্গে তৈল মাখাইয়া দিবে। আর গর্ভ দ্বারে তৈলাক্ত বস্ত্র-খণ্ড স্থাপন করিবে, তাহাতে প্রসবদ্বারের বেদনা নষ্ট হইবে। অনন্তর ক্ষুধা বোধ করিলেই পিপুল, পিপুল মূল, চৈ, চিতা ও শুঁঠ সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিতে দিবে। সর্ব্বচূর্ণের পরিমাণ এক তোলা হইবে। যদি ক্ষুধা না থাকে, তবে শরীরে শ্লেষ্মার বেগ আছে বুঝিতে হইবে, এরূপ স্থলে চূর্ণের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিবে না, কিন্তু ঘৃত বিনা কেবল চূর্ণ সেবন করা যায় না। অতএব এরূপ স্থলে ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ না দিয়া পাচন দিবে। ইহাকেই পঞ্চকোল পাচান বলে।

এইরূপে ত্রিরাত্র ঝাল খাওয়াইতে হয়। বাগ্ভট মতে এক সপ্তাহ ঝাল খাওয়াইতে হয়। তবেই ঝাল ত্রিরাত্র হইতে সপ্ত-রাত্র পর্য্যন্ত খাওয়া যায়। ঝাল প্রাতঃ ও সন্ধ্যা কালে দেওয়াই ভাল, কেননা ঐ ঐ সময়ে শরীরে শ্লেষ্মার বেগ হয়।

আমরা ঝালের বদলে ব্রাণ্ডীর সহিত দশমূল পাচন দিয়া থাকি। পাচনের পরিমাণ এক বেলায় এক ছটাক, ব্রাণ্ডীর মাত্রা ৬০ হইতে ১২০ ফোঁটা। অনেকস্থলে কেবল দশমূল পাচনই যথেষ্ট হয়। দশমূলের সহিত আধতোলা পিপুলচূর্ণ মিশাইয়া দিলে আরও ভাল হয়। ব্রাণ্ডী এরূপ মাত্রায় দিবে যেন নেশা না হয়। রোগী নেশার ঘোরে ভুল কথা বলিয়া থাকে, গৃহস্থের ভয় হইতে পারে, কিন্তু ভয়ের বিষয় নাই। কখন কখন অল্প মাত্রায় ব্রাণ্ডী দিলেও, স্বেদের সময়, অতিশয় গরম বোধ হয়। তখন

অধিক স্বেদ না দেওয়াই ভাল। কিন্তু ব্রাণ্ডী অনেকেরই অপ্রিয়। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ ব্রাণ্ডী দুষ্প্রাপ্য।

প্রসূতির তৃষ্ণা।

কেবল প্রসূতির নহে, কোন কারণে অধিক রক্ত ক্ষয় হইলে ব্যক্তিমাত্রেরই তৃষ্ণা ও দাহ হইয়া থাকে। এই জন্যই বিকারের রোগী অন্তকালেও জল চাহিয়া থাকে।

তৃষ্ণায় প্রসূতিকে ঠাণ্ডা জল দিবে না; দিলে ঘোরতর বাত-শ্লৈষ্মিক জ্বর হইতে পারে। দুই তোলা দশমূল চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই সের থাকিতে নামাইবে এবং তাহাই প্রসূতিকে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিতে দিবে। আর তৃষ্ণা প্রবল হইলে অন্য পথ্য না দিয়া এই পথ্যটী দিবে ;—

শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর সর্ব্বশুদ্ধ এক তোলা, দুধ এক পোয়া ও জল আধ সের সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে।

প্রসবের পর জ্বর ও অর্শঃ।

প্রসূতির জ্বর হইলে দশমূল পাচনই যথেষ্ট। জ্বর অধিক হইলে অমৃতাদি বটী বা দুর্জল জেতা বা মৃত্যুঞ্জয় রস বা ভস্মেশ্বর রস দশমূল পাচনের সহিত দিবে।

প্রসবকালে গুহ্য দ্বারে চাড় লাগাতে বেদনা বা অর্শ হইতে পারে। এরূপ অর্শে ঘৃত লেপন করিবে। তাহাতে উপশম বোধ না হইলে কটু তৈল গরম করিয়া দিবে।

প্রসবের পর পেটের বেদনা।

এই বেদনাকে সংস্কৃত ভাষায় মক্কন্দ শূল কহে। চলিত ভাষায় হেঁতাল বেদনা বলে। প্রসবের পর হঠাৎ পেট খালি হওয়াতেই এই বেদনা উপস্থিত হয়। কিন্তু কাহারও বা হয়, কাহারও বা নাও হয়। আর প্রসব বেদনা অধিক হইলেই এই বেদনার উৎপত্তি হয়। প্রসবের পর পেট একখানি বড় কাপড় দিয়া আটিয়া বাধিয়া দিবে, আর যথাকালে ঝাল খাওয়াইবে, তাহা হইলে আর এ বেদনা হইবে না। এই বেদনার প্রধান ঔষধ ঝাল ও দশমূল পাচন।

ডাক্তারেরা ভূসীর বালিশ গরম করিয়া পেটে বাধিয়া দেন; কেহ বা আফিং খাইতেও দেন, আবার আফিং পেটেও মালিস করান।

চক্রদত্ত বলেন যে, মক্কন্দ শূলে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের পাচনের সহিত কিঞ্চিৎ সৈন্ধব যোগ করিয়া দিবে। দশমূলের সহিত আফিং ও কর্পূর যোগ করিয়া দিলে ভাল হয়; রোগীর বেদনাও নিবৃত্ত হয়, ঘুমও হয়। আফিংের মাত্রা ১।২ গ্রেণ। কর্পূরের মাত্রা ১ গ্রেণ।

প্রসবের পর রক্তস্রাব।

প্রসবের পর অতিশয় রক্তস্রাব হইতে থাকিলে স্বেদ বন্ধ করিয়া দিবে। ঝাল দিবে না। তলপেটে শীতল জলের পটী দিবে। দশমূল পাচন দিবেনা। শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টিকারী ও গোক্ষুর দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। পেটে অশ্বগন্ধা তৈল মালিস করিবে।

চক্রদত্ত বলেন যে বালা, সোঁদাল ছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, গোলঞ্চ, মুতা, বেনারমূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাবড়া ও আতইচ এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ পান করিলে প্রসূতির রক্তস্রাব বন্ধ হয়। এই পাচনের সহিত আফিং সংযোগ করা যায়। রক্তস্রাবের সহিত জ্বর বা অতিসার থাকিলেও ঐ পাচন দিবে।

প্রসূতির পথ্য। পটল, লশুন, দাড়িম, তিক্তবস্তু, বেগুন, সজ্জিনাফল, কচি মূলো, লঘু অন্ন। প্রথম তিন দিন নামমাত্র আহার।

ডাক্তারী মত।

এই মতে আফিং মহোপকারক। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ২।৩ গ্রেণ পরিমাণে আফিং দিবে। কিন্তু যদি রক্তস্রাব অধিক না হইয়া থাকে এবং রোগী সবল থাকে, তবে ১ গ্রেণ মাত্রায় দিবে। "প্রসবকষ্টে জরায়ু বা গর্ভপথ বিদীর্ণ হইলে সেই বিপৎসিন্ধুর মধ্যে অহিফেনই আমাদের একমাত্র অবলম্বন" ইতি ডাক্তার কর।

সূতিকা চিকিৎসা।

প্রসবের পর চারিমাস কাল প্রসূতিকে সূতিকা কহিয়া থাকে। এই চারিমাস নিয়মে থাকিতে হয়। প্রসবের একাদশ দিবসে প্রসূতি সর্ব্বগন্ধ ঔষধ, শ্বেত সর্ষপ ও লোধ একত্র বাঁটিয়া আপনার ও শিশুর অঙ্গে লেপন করিবে। পরে স্নান করিয়া পরিষ্কৃত বসন ও অলঙ্কার ধারণ করিবে।*

* এই দিন শিশুর নামকরণ করিবে। শিশুকে ৩য় মাসের এদিকে ভূমিতে বসাইবে না। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন দিবে। ষষ্ঠ সপ্তম বা অষ্টম মাসে কর্ণবেধ করিবে।

সূতিকার মূর্চ্ছা ও উন্মাদে, ৫ গ্রেণ মৃগনাভি ও ১ গ্রেণ কর্পূর আট ঘণ্টা অন্তর দিবে। মহাবলা তৈল মাখাইবে। সূতিকার অবস্থায় স্ত্রীলোকের নানাপ্রকার রোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে উদরাময় প্রধান। সেই সেই রোগে সেই সেই চিকিৎসা করিবে। ক্ষীণরক্ত সূতিকাকে পীযূষবল্লীরস, সপ্তামৃত লৌহ, নৃপতিবল্লভ বা শৃঙ্গাবাভ্র দেওয়া যায়।

সুশ্রুত মতে, সূতিকার পক্ষে মহাবলা তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সূতিকার উদরাময়, জীর্ণজ্বর, কাস, প্লীহা, গুল্ম, পাণ্ডু, অজীর্ণ, রক্তপিত্ত ও শূল রোগে শূলগজেন্দ্র তৈল উৎকৃষ্ট। ইহা আমাদের পরীক্ষিত। এই সকল রোগে এই তৈল প্রয়োগ করিতে হইলে তৈলপাকে কোন শীতল মূর্চ্ছা দ্রব্য দিবে না।

আমাদের ঔষধ।

গর্ভিণীর নবজ্বরে ১নং পঞ্চপল্লব অর্দ্ধ মাত্রা অনুপান দুগ্ধ। প্রসবের পর নবজ্বর হইলে ১নং পঞ্চপল্লব—অনুপান দশমূল। রক্তস্রাবের সহিত জ্বর থাকিলে এই ঔষধ—অনুপান দুধ। রক্তস্রাবের পর রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে ২নং পঞ্চবল্লব—অনুপান আফিং। গর্ভিণীর সর্ব্ববিধ পুরাতন রোগে ও রক্তস্রাবে বন্ধ্যাবৎসল তৈল। প্রসববেদনা অল্প হইলে বা অধিক হইলে ঐ তৈল কোমরে মালিস কর। হেঁতাল বেদনায় ঐ তৈল পেটে মালিস কর। সূতিকার গ্রহণীরোগে মহাগন্ধক, ব্যোষাদিচূর্ণ ও সারস্বত তৈল দিবে।

২য় প্রকরণ।

ধাত্রীবিদ্যা—শিশুচিকিৎসা।

জাত চিকিৎসা।

শিশু জাতমাত্র তাহাব মূর্চ্ছা হইয়া থাকে, সেই জন্য তাহার কাণের কাছে দুই চাবিবার থঞ্জনী বাজাইতে হয়। আর মুখে জল সেচন করিতে হয়। মাথায় অল্প অল্প বাতাস দিতে হয়, যেন নাকে বাতাস না লাগে। চরকেব মতে কাশফলের কুলো দিয়া বাতাস দিতে হয়। মূর্চ্ছা দূব হইলে উহাকে না-শীতল না-উষ্ণ জলে স্নান কবাইয়া দিবে। আব গায়েব জল সদ্য সদ্য মুছিয়া দিবে। মলদ্বার ধৌত করিয়া দিবে। আব ধা আপনার তর্জ্জনী পরিষ্কৃত কার্পাস তূলায় আচ্ছাদিত করিয়া শিশুর তালু ওষ্ঠ ও মুখ মুছিয়া দিবে। পরে কার্পাসতূলা তৈলে ভিজাইয়া তদ্দ্বারা মাথাব তালু ঢাকিয়া দিবে।

নাড়ী চ্ছেদন।

নাভিমূল হইতে আট অঙ্গুল (ছেলেব অঙ্গুলের পরিমাণে আট অঙ্গুল) রাখিয়া নাড়ী ছেদন কবিবে। লৌহ নির্ম্মিত তীক্ষ্ণধার ছুরী দিয়া ছেদন কবিতে হয়। পরে কুমারের নাড়ী সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া আলগা আলগা কুমারেব গলায় বাঁধিয়া রাখিতে হয়।*

---

* চরক ও বাগ্‌ভট বলেন যে, জাত শিশুকে সৈন্ধব ও ঘৃত সেবন কবাইয়া বমন করাইবে। আর নাড়ীচ্ছেদনেব পরই মুখপরিষ্কার কবিয়া দিয়া ঘৃত ও মধুসহিত স্বর্ণচূর্ণ কিংবা আমলকীচূর্ণ কিংবা শঙ্খপুষ্পীব চূর্ণ কিংবা হরীতকীব চূর্ণ সেবন করাইবে। লবণ বা চূর্ণের পরিমাণ ১ রতিব অধিক না হয়।

নাভি পাকিয়া যাইতে পারে। সেস্থলে লোধ, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, হরিদ্রা ও দারু হরিদ্রার সূক্ষ্মচূর্ণ তৈলের সহিত যুক্ত করিয়া নাভিতে দিবে।

নাড়ী কাটার দোষে ঘা হইলে শিশুর ধনুষ্টঙ্কার জাতীয় রোগ সকল হইতে পারে। এই সকল রোগকে সাধারণতঃ লোকে ভূতে-পাওয়া বা পেঁচো পাওয়া কহিয়া থাকে। এই সকল রোগে শিশুর শরীর সম্মুখ বা পশ্চাৎ দিকে নমিতে পারে, কম্পন হইতে পারে, মাথা ও ঘাড় নমিতে পারে এবং অন্যান্য লক্ষণ হইতে পারে। শিশু ঘন ঘন হাই তুলিতে থাকে, মুখের বিমর্ষ ভাব হয় এবং তাহার পরেই প্রায় উহার রোগ হয়।

ধনুষ্টঙ্কার জাতীয় রোগে নাভিতে পুরাতন ঘৃত তপ্ত করিয়া দিবে, ঐ ঘৃতই পৃষ্ঠে মালিস করিবে। আর প্রসূতি ও শিশুকে মনোযোগ সহকারে স্বেদ দিবে।

শিশুর রোগ নির্ণয় করিবার উপায়।

নাভি ক্ষত হইলে কিংবা ধনুষ্টঙ্কার জাতীয় রোগ হইলে কিংবা অতিসার হইলে সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শিশু অধিক রোদন করিলে তাহার রোগ অধিক হইয়াছে বলা যায়, আর অল্প রোদন করিলে অল্প রোগ বলা যায়।

"শিশু শরীরের যে স্থান নিজে স্পর্শ করে, সেই স্থানে রোগ আছে বলা যায়। কিংবা উহার যে স্থলে অন্যে হাত দিলে কাঁদিয়া উঠে, সেই স্থানে বেদনা আছে বলা যায়। যদি চক্ষু মুদিত করিয়া থাকে, তবে রোগ বা বেদনা মস্তকে আছে বলা যায়। যদি জিহ্বা ও ওষ্ঠ দংশন করে, হাত মুটো করে ও হাঁপায় তবে রোগ বা বেদনা হৃদয়ে আছে বলা যায়। যদি ধাত্রীর স্তনে দংশন করে,

তবে পেটে বেদনা বা রোগ আছে বলা যায়। আর রোগ পেটে থাকিলে পৃষ্ঠ নত ও উদর উন্নত হয়, পেটে ঘুট ঘুট শব্দ হয়, দাস্ত বন্ধ হয় এবং বমি হইতে পাবে। শিশু ভয় প্রকাশ করিলে ও ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে থাকিলে রোগ তাহার বস্তিদেশে (তলপেটে) আছে বলা যায়; আর যদি এই সঙ্গে মলমূত্র বন্ধ হয়, তবে রোগ বস্তিদেশেই সম্পূর্ণ অনুমান করিতে হয়।" বাগ্‌ভট।

স্তন্যশোধন।

শিশুর দাঁত উঠিলেই উহাকে স্তন্যপান হইতে বিরত করিবার চেষ্টা কবিবে। আবাব স্তনদুগ্ধেব অভাব হইলে ছাগদুগ্ধ দিবে। ছাগদুগ্ধের অভাবে চিনিব সহিত গব্যদুগ্ধ দিবে।

স্তন্য দূষিত হইয়াছে এইরূপ সন্দেহ হইলেই ধাত্রীকে চিরেতা বা কটকীব পাচন দিবে। শিশুর বোগ হইলে প্রথমেই মনে করিতে হইবে যে ধাত্রীব স্তন্য দূষিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে শিশুকে ঔষধ না খাওয়াইযা ধাত্রীকে খাওয়াইতে হয়। গো-দুগ্ধ পায়ী শিশুর অসুখ হইলে গোয়ালাকে সাবধান করা ভাল।

দন্তোদ্‌গম।

বালকের দাঁত উঠিবার সময় সকল রোগই হইতে পারে। তন্মধ্যে জ্বর, উদরাময়, কাস, বমি, শিরঃপীড়া ও চক্ষুব পীড়া অধিক হয়। আর বালক থাকিয়া থাকিয়া ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উঠে। কিন্তু এই সকল রোগে বিশেষ নিয়ম বাঁধিয়া ঔষধ দিতে নাই। তবে দাঁত উঠিবার সময় মাড়ীর উপর ধাইফুল ও আমলকীর চূর্ণ ঘষিলে শীঘ্র দাঁত উঠিতে পারে।

যে বালক দুধ তুলে

তাহাকে মধু ও ঘৃতের সহিত কণ্টিকারী ফলের রস কিংবা পঞ্চকোল চূর্ণ কিংবা ময়ূরপুচ্ছভস্ম চাটিতে দিবে। কিন্তু ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে দুগ্ধের মাত্রা অধিক হইলেই বালক সচরাচর দুধ তুলিয়া থাকে। আবার এস্থলেও ধাত্রীস্তন্য ও গোদুগ্ধের প্রতি সন্দেহ করিতে হইবে।

বালকের সর্দ্দি, কাস ও হাঁপানী।

এই সকল রোগে দুধ-তোলা রোগের ঔষধ দিবে। "বুকে গয়েব বসিয়া গেলে মুক্তবর্ষী পাতার রস সৈন্ধব ও মধুর সহিত দিবে, তাহাতে কফ বমি হইবে। আর এই সময়েই প্রায় শিশুর দাস্ত বন্ধ হয়। একপ স্থলে মুক্তবর্ষীর পাতা ঘৃতের সহিত মলিয়া শিশুর গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করিতে হয় কিংবা পানের বোঁটায় ঘৃত মাখাইয়া গুহ্যদ্বারে প্রবিষ্ট করিতে হয়। প্রবিষ্ট করিবার পর বাহির করিয়া আনিলেই সঙ্গে সঙ্গে দাস্ত হইয়া থাকে।" ইতি লোকাচার। এই রোগে শিশুকে মধুর সহিত ময়ূরপুচ্ছের ভস্ম দেওয়া যায় এবং বেলপাতার রস ও মধুর সহিত কিংবা কেবল মধুর সহিত রসসিন্দুর দেওয়া যায়।

এই সকল প্রক্রিয়ায় শিশুর গলার ঘড়ঘড়ানী বা হাপানী না থামিলে এক আধতোলা দশমূল পাচনের সহিত আধতোলা রেড়ীর তৈল খাওয়াইয়া দিবে। আর পানের বোঁটা থেঁতো করিয়া ঘৃতে ফুটাইয়া লইবে এবং সেই ঘৃত বুকে মালিস করিবে।

আবার ঐসকল উপদ্রবের সহিত জ্বর থাকিলে শ্বাসকুঠার রস দিবে। একটী বটীর দুই চারি কণামাত্র লইয়া মধুর সহিত লেহন করাইবে।

শিশুর বুকে গয়ের বসিয়া গেলে তাহাকে বুকে করিয়া ঘরের ভিতর বেড়াইতে থাকিবে। শিশুর মাথা ধাত্রীর কাঁধের উপর থাকিবে। শিশুকে এই ভাবে রাখিয়া গৃহের মধ্যে পদচার করিতে থাকিলে তাহার নিদ্রা হয়। আর ৫।৬ ঘণ্টা ক্রমাগত নিদ্রা হইলে রোগও যায়। *

তালু নমিয়া যাওয়া।

১। সুশ্রুত ও বাগ্ভটে এই দুই রোগের উল্লেখ আছে। এই রোগে শিশুর তালু নমিয়া যায়। সুশ্রুত কহেন যে মস্তিষ্কের ক্ষয় হওয়াতে তালুর অস্থি নমিয়া পড়ে। বাগ্ভট বলেন যে, ইহাতে মুখের তালুও নমিয়া যায়, মাথার তালুও নমিয়া যায়। স্তন পানে অনিচ্ছা হয়, মলভেদ হয়, পিপাসা হয়, মুখ সড় সড় করে, চোখে বেদনা হয়, বমি হয় এবং গলা নমিয়া পড়িতে পারে।

সুশ্রুত বলেন এই রোগে মুখে শীতল জলের ঝাপটা দিয়া শিশুকে চমকিত করিতে হয়। বাগ্ভট বলেন শুঁঠ হরিদ্রা ও দারুচিনি বাটিয়া বটপত্র দ্বারা বেষ্টন করিতে হয়, পরে তাহার উপর গোময় লেপন করিয়া তুষের আগুনে পাক করিতে হয়, গোবর শুকাইয়া গেলেই ঔষধ বাহির করিয়া রস গালিতে হয়।

---

* আমরা একবার একটী বাঙ্গালী ও অন্যবার একটী হিন্দুস্থানী শিশুকে এইরূপে বাঁচাইয়াছিলাম। সে কোন ঔষধেই সুস্থির হইল না। শেষে ঐরূপ বুকে করিয়া পদচার করা হইতে লাগিল। ২।৩ ঘণ্টার পর পদচার বন্ধ না করা ধাত্রীর পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল, তখন সে উহাকে বুকে করিয়া একটা মোটা বালিশের গায়ে ঠেসান দিয়া আস্তে আস্তে বসিল। কিয়ৎকাল পরে আবার উঠিয়া আবার পদচার করিতে লাগিল। আট ঘণ্টার পর শিশু সুস্থ হইয়াছিল।

এই রস বালকের তালু ও মুখে লেপন করিবে আর নেত্রে সেচন করিবে। অথবা হরীতকী, বচ ও কুড় পেষণ করিয়া মধু ও স্তন-দুগ্ধের সহিত পান করাইবে।

মন্তব্য। বালকের রোগে, ঔষধ জীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত, ভূরি পরিমাণে স্তন্য পান করাইবে না। অন্নভোজী বালককে সকল প্রকার ঔষধই খাওয়ান যায়, কিন্তু দুগ্ধপায়ী শিশুর ধাত্রীকেই প্রায় ঔষধ খাওয়াইতে হয়। অর মৃদু ঔষধ (যথা মধুঘৃত) ধাত্রীর স্তনে লেপন করিয়া খাওয়াইলেও চলে। শি' বয়স এক মাসের অধিক হইলে, তাহাকে ঔষধ চাটাইয়া খাওয়াইবে। আর শিশুর অঙ্গুলির দুইটী পর্ব্বে যে পরিমাণ ঔষধ ধরে, তাহাই তাহার ঔষধের মাত্রা।

বালকের মূর্চ্ছা।

দুগ্ধপায়ী শিশুদিগের মূর্চ্ছা দেখা যায় না, আর মূর্চ্ছা হইলে হয়তো বাঁচেও না। স্তন্যপায়ী বালকদিগের অনেক স্থলেই মূর্চ্ছা দেখা গিয়াছে। নিম্নলিখিত নিদান ও লক্ষণগুলি প্রধান;—

(১) রাত্রিকালে ঘরের জানালা সকল অবাধে খোলা থাকিলে বালকের কখন কখন হঠাৎ সর্দ্দি হয়, গা ঠাণ্ডা হয়, কাঁপিতে থাকে, নাক মুখ সর্দ্দি পূর্ণ হয়, অবাধে কথা বাহির হয় না। এস্থলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার না করিলে, জ্বর তো হয়ই, পরন্তু মূর্চ্ছা হইতে পারে।

ব্যবস্থা। বালকের গায়ে তৎক্ষণাৎ লেপ চাপা দিতে হয়, কাত করিয়া শোয়াইতে হয়, বালক উপুড় হইয়া শয়ন করিতে চাহিলে উপুড় হইয়াই শয়ন করিতে দিবে। পিপুল কিংবা পঞ্চ-পল্লব চূর্ণ করিয়া গরম জলের সহিত যথা মাত্রায় মুখে দিয়া

গিলিতে বলিবে। এই সকল ক্রিয়া করিতে করিতেই সর্দ্দি নরম পড়ে, অনন্তর গরমী আরম্ভ হয়, শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে, থার্ম্মো-মেটর ১০০ ডিগ্রীর উপরে উঠে। তখন মাথার কাপড় খুলিয়া মাথায় বাতাস দিতে হয়, গায়ের লেপ খুলিবে না। যখন দেখিবে যে ঘাম বাহির হইতেছে, তখন আর মূর্চ্ছা হইবে না জানিবে। ঘাম বাহির হইবার সময়ে বা পরে দাস্ত প্রস্রাব হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় জ্বর থাকিয়া গেলেও সামান্যই থাকিয়া যায়। নতুবা জ্বর গুরুতর হইতে পারে।

যে সর্দ্দি গরমীতে এইরূপ শীত হয়, তাহাতে এইরূপ চিকিৎসা করিলে মূর্চ্ছা আর হয় না।

(২) রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিলে বা অতি ভোজন করিলে কখন কখন হঠাৎ শরীর উত্তপ্ত হয়, থার্ম্মোমেটর ১০০ ডিগ্রীর উপরে উঠে, বালক হাঁপাইতে থাকে, চোখ মুখ বিবর্ণ হয়, কিন্তু ঘাম থাকে না। এস্থলে তৎক্ষণাৎ প্রতিকার না করিলে জ্বরতো হয়ই, পরন্তু মূর্চ্ছা হইতে পারে।

ব্যবস্থা। পেটে দূষিত অন্ন থাকিলে বমন করাইয়া দিবে। রৌদ্রে তপ্ত হইলে কাত করিয়া শোয়াইবে। চোখে মুখে জল দিবে, মাথা খালি রাখিবে, হাত পা গরম রাখিবে, গা ঢাকা রাখিবে, মাথায় বাতাস করিতে থাকিবে, সোঁদালের আঠা অল্প জলে গুলিয়া পান করিতে দিবে, তৃষ্ণা প্রকাশ করিলে স্তন দুগ্ধ গালিয়া মুখে দিবে অথবা এক বৎসরের অতীত নয় এরূপ পুরাতন ইক্ষু গুড় অল্প জলের সহিত চাটিতে দিবে। এরূপ চিকিৎসায় ঘর্ম্ম নির্গত হইবে, তখন আর মূর্চ্ছা হইবে না, বালক নিদ্রিত হইবে। যদি সোঁদাল ইতিপূর্ব্বে না খাওয়ান হইয়া থাকে, তবে নিদ্রা হইতে উঠিলে ইক্ষুগুড় বা চিনির সহিত জলে

গুলিয়া দিবে। কিন্তু যদি নিদ্রার পূর্ব্বে বা পরে দাস্ত হইয়া যায়, তবে আর সোঁদাল না দিলেও চলিবে।

যে সর্দ্দি গর্ম্মিতে এইরূপ দাহ হয়, তাহাতে এইরূপ চিকিৎসা করিলে মূর্চ্ছা আর হইতে পারে না।

(৩) কেহ কেহ বলেন যে পেটে ক্রিমি থাকিলেও বালকের মূর্চ্ছা হয়। সেরূপ রোগে বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত দিবে।

(৪) মূর্চ্ছা হইবার পর ব্যবস্থা। পূর্ব্বোক্ত কোন কারণে মূর্চ্ছা হইলে বালকের চোখে মুখে জল দিবে, মাথায় বাতাস করিতে থাকিবে, আবশ্যক হইলে পিপুলের নস্য ও তুলসীর অঞ্জন দিবে। বালকের মূর্চ্ছা এইরূপ সামান্য উপায়েই যায়। গুরুতর স্থলে সর্দ্দিগর্ম্মির চিকিৎসা করিবে।

মূর্চ্ছাকালে রক্ত বমন বা রক্তভেদ হইলে দুরালভাদি পাচন মিছরীর সহিত গুলিয়া দিবে।

(৫) স্কন্দাপস্মার। মূর্চ্ছার পূর্ব্বে মুষ্টি বদ্ধ হয়, হাত পা বাঁকিয়া থাকে, চোখের তারা হঠাৎ সঙ্কীর্ণ বা প্রসারিত হয়, হয়তো এক চোখের তারা সঙ্কীর্ণ ও অপর চোখের তারা প্রসারিত হয়, চোখ স্থির থাকে, না হয় ঘুরিতে থাকে, মুখ শাক মাড়িয়া যায়, বর্ণ বদল হইতে থাকে।

মূর্চ্ছাকালে চোখ ঘুরিতে থাকে, যেন বাহির হইয়া পড়ে, পুনঃ পুনঃ উন্মীলিত ও নিমীলিত হয়, জিব বাহির হয়, মুখে ফেন ভাঙ্গে, নিশ্বাস থামিয়া থামিয়া যায়, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ হয়, অঙ্গ সকল নিক্ষিপ্ত হয় বা আক্ষিপ্ত হইতে থাকে, মূর্চ্ছার সময় মুখ সচরাচর আরক্ত থাকিলেও এ সময় কাল হইয়া যায়, কখন কখন সমস্ত দেহই বিবর্ণ হয়। রোগের উপদ্রব শান্ত হইলে শিশু কাঁদিতে থাকে, পরে ঘুমাইয়া পড়ে, নিদ্রাকালে অতিশয় ঘাম বাহির হয়। নিদ্রা

ভাঙ্গিবার পর আর কোন অসুস্থ লক্ষণ থাকে না। কখন বা নিদ্রা ভঙ্গের পর অতিশয় অবসাদ, শিরোবেদনা ও অঙ্গ ভার হইয়া থাকে। সুশ্রুত এই রোগকে স্কন্দাপস্মার বলেন।

ব্যবস্থা। মূর্চ্ছাকালে চোখে মুখে জল দিবে। মাথায় বাতাস করিবে। অপস্মারবর্ত্তির অঞ্জন, খুব পাতলা করিয়া ছাঁকিয়া লইয়া, অল্পমাত্রায় পুনঃ পুনঃ দিবে। অথবা রসোনের রস অঞ্জন দিবে। পিপুলের নস্য দিবে, পুরাতন ঘৃত বচ ও হিঙ্গুর সহিত সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিবে। অথবা বেল ছালের ক্বাথ বা শিরীষের ছালের ক্বাথ বা দূর্ব্বার ক্বাথ কিংবা সমস্ত দ্রব্যের মিলিত ক্বাথ সর্ব্বাঙ্গে সেচন করিবে। দাস্ত কঠিন থাকিলে দুগ্ধের সহিত সোঁদালের ক্বাথ কিংবা অন্য কোন বিরেচন দিবে।

এই রোগে কিছুদিন সুশ্রুতের সর্ব্বগন্ধা তৈল মাথাইবে অমৃতপ্রাশ দিবে।

আমাদের ঔষধ।

রসায়ন ঘৃত ও দশবলা তৈল। অথবা পুরাতন ঘৃতের সহিত পঞ্চপল্লব ৩নং। শিশু সর্ব্বদা রুগ্ন হইলে তাহাকে ও তাহার ধাত্রীকে বন্ধ্যাবৎসল তৈল মাথাইবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

১ম প্রকরণ।

ব্রধ্ন বা কুচকী।

কুচকী কাহাকে বলে তাহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু ইহাও আবার দুই প্রকার ; বিশুদ্ধ ও বিষাক্ত। বিশুদ্ধ কুচকী সচরাচর বালক বালিকাদেরই হয়। যুবাদিগের কচিৎ হয়। বিষাক্ত কুচকী অর্থাৎ বাগী যুবাদেরই হয়। ইহা গরমী বা ধাতুচালা রোগের নানা উপসর্গের মধ্যে একটী প্রধান উপসর্গ।

গলায় যেরূপ বীচি আছে, কুচকীর ভিতরেও ঠিক সেই জাতীয় বীচি আছে। বীচি * সর্ব্বদাই আছে, নূতন করিয়া হয় না, কেবল টাটাইলেই রোগ বলা যায়। বীচি পাকান অপেক্ষা বসান ভাল।

কুচকী বসাইতে হইলে ছোট পিয়াজ বা বড় পিয়াজ, খোলা ফেলিয়া, বাঁটিয়া লও ; পরে পুটলীতে পূরিয়া তপ্ত তাওয়ায় গরম কর। এই তপ্ত পুটলী কুচকীতে দিবামাত্র দপদপানী জুড়াইয়া যায়। ক্রমাগত চারি পাঁচ ঘণ্টা দিলে বসিয়া যাইতে পারে। চারি পাঁচ ঘণ্টায় না বসুক, দুই তিন দিনে অবশ্য বসিয়া যাইবে। স্বেদ সর্ব্বদা দেওয়া যায় না, কিছুক্ষণ পরে স্বেদ বন্ধ করিয়া কুচকীর উপর পিয়াজের পুল্‌টীস বাঁধিয়া রাখ।

---

* ইংরাজীতে এই প্রকার বীচিকে লিম্ফাটিক গ্লাণ্ড বলে। সংস্কৃত ভাষায় কণ্ঠগ্রন্থি বলা যায়।

"নিতম্ব, পেট, বগল, কুচকী ও মস্তকের প্রলেপ সকল আঁটিয়া বাঁধিতে হয়।" ইতি সুশ্রুত।

কুচকী অধিক টাটাইলে কোঁত দেওয়া যায় না, সুতরাং সহজে মল বাহির হয় না, অথচ আবার এই সময়ে মল আঁটিয়া যায়। এরূপ স্থলে দশমূল কিংবা খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেঢ়ীর তৈলের জোলাপ লইবে। তাহাতে কুচকীর পক্ষেও বিশেষ উপকার হইবে। জোলাপের বদলে ক্ষার বস্তি লওয়া যাইতে পারে। *

কুচকীতে পিঁয়াজের বদলে দশমূল বাঁটিয়া স্বেদ দেওয়া যায়। দশমূল পাচন কিংবা খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেঢ়ীর তৈলের জোলাপ, দশমূল পাচন পান ও পলাণ্ডুর স্বেদ এই তিনটী কুচকী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আবার পঞ্চামৃত রস, লক্ষ্মীবিলাস ও করঞ্জাদ্য ঘৃত কিংবা পঞ্চতিক্তক ঘৃত কুচকী রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু এস্থলেও স্বেদ দিতে হয়। রোগের প্রথম দিন পঞ্চামৃত রস—অনুপান ঘৃত মধু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন পঞ্চামৃত রস এক বেলা ও ও লক্ষ্মীবিলাস এক বেলা। চতুর্থ দিন হইতে এক বেলা পঞ্চামৃত রস বা লক্ষ্মীবিলাস এবং অপর বেলা পঞ্চতিক্তক ঘৃত। কুচকীতে পঞ্চতিক্তক ঘৃত গরম করিয়া দিলেও যাতনার নিবৃত্তি হয়। জ্বর থাকিলেও ঐরূপ ব্যবস্থা।

* চরক মতে গুল্ম, উদর, ব্রধ্ন, অর্শ, প্লীহা, উদাবর্ত্ত, যোনি রোগ, শুক্র রোগ, মেদঃসংসৃষ্ট বা কফ সংসৃষ্ট গভীর বাতরক্ত, গৃধ্রসী, বিরেচন যোগ্য বায়ুরোগ, মেদ কফ বা পিত্ত রক্তদ্বারা বিবদ্ধ বায়ু এই সকল রোগে দোষের অনুবন্ধ বুঝিয়া ত্রিফলার কাথ, মাংসরস, দুধ, মূত্র ও মদিরা প্রভৃতির সহিত এরণ্ড তৈলের বিরেচন উৎকৃষ্ট।

বাগী * রোগেও সাধারণতঃ ঐ চিকিৎসা। বিশেষ চিকিৎসা বোম্বাই বসন্তের ন্যায়। ইহাতে বমন ও বস্তি অবশ্যই দিবে।

সহজে বসিয়া না গেলে জোঁক ধরাইতে হয় এবং অস্ত্র চিকিৎসাও করিতে হয়। ভ্রূ, গণ্ড, শঙ্খ, ললাট, অক্ষিপুট, ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, কক্ষ, কুক্ষি ও কুচকীতে গভীর ভাবে অস্ত্র প্রবিষ্ট না করিয়া বক্রভাবে করিবে।

পথ্য। কুচকীতে জ্বর না থাকিলে লঘু অন্ন ও তিক্ত কষায় দ্রব্য এবং রুটী পথ্য কবিবে।

আমাদের ঔষধ।

জ্বর থাকিলে ১নং পঞ্চপল্লব রস। আর পঞ্চামৃত রসের অভাবে ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে। পঞ্চতিক্তক ঘৃতের অভাবে সারস্বত ঘৃত দিতে হয়।

মন্তব্য। ৩য় প্রকরণে যব ও তিলের প্রলেপ বলা হইয়াছে। তাহাও এই রোগে ব্যবহার্য্য।

---

* বাগী আগে বসাইবাব চেষ্টা করিবে ; কেননা বাগী কাটাইলে ক্ষত শীঘ্র আরাম হয় না। সন্ধিস্থানের ঘা মাত্রেই শীঘ্র পূরে না। আর অক্ষি, দন্ত, নাসা, অপাঙ্গ, কর্ণাভ্যন্তর, নাভি, পাকস্থলী, সেবনী (যেথানে সেলাইয়ের মত যোড় আছে), নিতম্ব, পার্শ্বদ্বয়, তলপেট, বক্ষঃ, কক্ষ ও স্তনের ঘা শীঘ্র পূরেনা। নিতম্বের প্রান্ত, পায়ু, জননেন্দ্রিয়, ললাট, গণ্ড, ওষ্ঠ, পৃষ্ঠ, কর্ণের বাহ্যপ্রদেশ, অণ্ডকোষ, উদর, কণ্ঠ ও বক্ষের সন্ধি এবং মুখের ভিতরকার ঘা শীঘ্র পূরে।

২য় প্রকরণ।

বীচি ও গলা-ফোলা।

গলার বীচি টাটাইয়া যাতনা অধিক হইলে প্রথম বেলা দশমূলের সহিত রেড়ীর তৈল পান করিবে। দ্বিতীয় বেলা হইতে কেবল দশমূল পান করিলেই হইবে। বেদনা অতিরিক্ত হইলে দশমূলের বাষ্প গ্রহণ কর। গাড়ুর ভিতর তপ্ত তপ্ত দশমূল পাচন পুরিয়া গাড়ুর নল মুখের মধ্যে ধর আর গাড়ুর মুখে ফুঁ দেওয়াইতে থাক; তাহা হইলে বাষ্প মুখের ভিতর প্রবেশ করিবে।

গলার বেদনায় রুক্ষ স্বেদ দিবে না, স্নিগ্ধ স্বেদ দিবে। কাপড় বা হাত তাতাইয়া যে স্বেদ দেওয়া যায়, তাহাকে রুক্ষ স্বেদ বলে, উহার সহিত তৈল বা ঘৃতের সম্পর্ক নাই। আর গলায় ঘৃত গরম করিয়া যে স্বেদ দেওয়া যায়, এস্থলে তাহাকেই স্নিগ্ধ স্বেদ বলা হইয়াছে।

গলার বীচিতে পঞ্চতিক্ত ঘৃতের স্বেদ দিলে আরও ভাল হয়। পিয়াজের স্বেদও মন্দ নয়। আবার তিল ও যবের কল্কও ভাল। যদি জ্বর না থাকে, তবে লক্ষ্মীবিলাস দিবে। যদি জ্বর থাকে, তবে দুর্জ্জল জেতা দিবে।

বীচি পাকিয়া গেলে পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান ও লেপন করিবে; আর জ্বর থাকিলে পঞ্চামৃত রসও সেবন করিবে। জ্বর না থাকিলে লক্ষ্মীবিলাস ও পঞ্চতিক্ত ঘৃত যথেষ্ট। আর বীচি পাকিয়া গেলে কাটিয়া দিবে। কাটিবার পরও, হয় দশমূল পাচন না হয় লক্ষ্মীবিলাস পান করিবে এবং ঘায়ের চিকিৎসা করিবে। পথ্য কুচকীর ন্যায়।

আমাদের ঔষধ।

গলা ফোলায় ১নং বা ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে। পাকিয়া গেলে ২নং দিবে। আর ঘায়ের প্রলেপ সকল ব্যবহার করিবে।

মন্তব্য। কক্ষাতে ও কর্ণমূলে বীচি ফুলিলেও এই চিকিৎসা।

৩য় প্রকরণ।

ফোড়া ও ফুলো।

ফোড়াকে সংস্কৃত ভাষায় সচরাচর স্ফোটক কহিয়া থাকে। ফুলোকে ব্রণশোথ বলে, শোথও বলে, শোফও বলে। তন্মধ্যে আবার শোথ বলিলে পাদ শোথ প্রভৃতি'ও বুঝাইয়া থাকে। এই জন্য আমরা ফোড়ার ফুলোকে বা সেইরূপ অন্য কোন ফুলোকে শোথ না বলিয়া ফুলো বা শোফ বলিয়া অভিধান করিব।

সুশ্রুত বলেন যে, ফোড়াই হউক আর গোদই হউক আর অন্য যে প্রকার ফুলোই বা হউক, সমান সমান ভাগে যব ও তিল মধুর সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে অবশ্যই ফল হইবে। যদি বসিবার হয়, তবে বসিয়া যাইবে; যদি পাকিবার হয়, তবে পাকিয়া যাইবে; যদি পাকিয়া থাকে, তবে ফাটিয়া যাইবে এবং যদি ফাটিয়া থাকে, তবে পূষ টানিয়া বাহির করিবে।

ফোড়া হইতেছে, এমন সময়ে ফোড়ার পার্শ্বে রক্ত মোক্ষণ করিলে দুষ্ট রক্ত ফোড়ার স্থানে না জমিয়া পার্শ্ব দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। ফোড়া বা ফুলোর প্রথম অবস্থায় স্বেদ দিলে ঐ

স্থানের রক্ত পাতলা হয় এবং আশপাশে চারাইয়া যায়। পিয়াজের স্বেদ বা পুল্‌টীস দেওয়া ভাল।

দাহ ও বেদনায় স্বেদ দিলেও উপকার হয়, বরফ দিলেও উপকার হয়। কেননা স্বেদ দিলে রক্ত পাতলা হওয়াতে রক্ত আর জমিতে পারে না; আবাব বরফ দিলে পার্শ্বের রক্ত বেদনা স্থানে আসিয়া জমিতে পারে না। কিন্তু যদি রক্ত জমিয়া গিয়া থাকে কিম্বা পূয হইয়া থাকে, তবে বরফ সহ্য হয় না।

ফোড়া বা শোথ বসাইবার উপায়।

দাহের অবস্থায় শীতল প্রলেপ দিলে বসান যাইতে পারে। দাহের অবস্থায় বরফ দিলে বসিতে পারে। কিন্তু বরফ অধিকক্ষণ রাখা যায় না, বিশেষতঃ বরফ অনেকক্ষণ গায়ে রাখিলে সর্দ্দি হইতে পারে। বট, অশ্বথ, পাঁকুড়, যজ্ঞডুম্বর ও বেত ইহাদিগকে বটাদিগণ বা ন্যগ্রোধাদিগণ বলে। ইহাদের ছাল ঘৃতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দাহ ও বেদনার শান্তি হয় এবং ফোড়া বা শোথ বসিয়া যাইতে পারে। সমস্ত দ্রব্য না পাইলেও যতগুলি বা যেটী পাওয়া যায়, অন্ততঃ তাহাই প্রলেপরূপে ব্যবহার করিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদি ঘৃতের প্রলেপ দিবে। মধুমেহের ফোড়ায় প্রলেপ দিবার পর বন্ধন দিবে না। সকল প্রলেপই অনুলোম ক্রমে না দিয়া প্রতিলোম ক্রমে দিতে হয়। প্রলেপ শুষ্ক না হইতে হইতেই নূতন প্রলেপ দিতে হয়।

পাকাইবার প্রলেপ।

রক্ত জমিয়া গেলে ফোড়া বা শোথ আর বসে না। তখন পাকাইয়া কাটাইতে হয়। পাকাইতে হইলে ঘৃতের সহিত

যবের ছাতু গরম করিয়া লাগাইবে। অথবা তিল, মসিনা, দধি, আমানী, ছাতু, কুড় ও লবণ বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

পাকিবার পর

প্রলেপ ধুইয়া তপ্ত ঘৃত সেচন করিবে। তাহা হইলে ফোড়া নরম হইবে। পাকিয়া তলতল করিতে থাকিলে একটী ধারাল নরুন বা ক্ষুর আস্তে আস্তে ফুলোর উপর এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত টানিয়া দিবে * তাহাতে একটুও লাগিবে না, বরং সুড় সুড় করিতে থাকিবে। এরূপ করিলে ফোড়া কাটান হইল না বটে, কিন্তু ফাটান হইল। এরূপ অস্ত্রক্রিয়া শিশু বা গর্ভিণী কাহারই পক্ষে নিষিদ্ধ নয়। ফুলোর উপরে ও ভিতরে যে যে বস্তু থাকে, পাকিবার পর তাহাদের সহিত শরীরের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে না; চর্ম্ম স্নায়ু প্রভৃতি যাহা কিছু থাকে, সমস্তই প্রায় পচিয়া যায়, সুতরাং পরিত্যাজ্য হয়। এইজন্য সামান্য সামান্য স্থলে যে সে ব্যক্তি অস্ত্রক্রিয়া করিতে পারে। ক্ষার দ্বারা ফোড়া ফাটান যায় বটে, কিন্তু আমরা যেরূপে ফাটানর কথা বলিলাম, তাহা ক্ষার প্রয়োগ অপেক্ষা সহজ। মনসার ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, ভেলার আঁটী ও হিরাকস বাঁটিয়া দিলে ফোড়া অবশ্যই ফাটিবে।

ফাটিবার পর

ফাটার মুখ বাদ রাখিয়া তিল ও যব মধুর সহিত বাঁটিয়া

---

* ব্রণের পাক গভীর হইলেও রোগীর অঙ্গুলের প্রমাণের দুই তিন অঙ্গুলের অধিক অস্ত্র প্রবেশন ব্যবস্থা নাই।

প্রলেপ দাও। প্রলেপ শুষ্ক হইতে থাকিলে প্রলেপের চাপে পূয বাহির হইতে থাকিবে। পূয বাহির করিবার প্রলেপ এবং প্লীহা ও যকৃতের প্রলেপ শুষ্ক হইলে উঠাইবে না।

মন্তব্য। শিশু গর্ভিণী ও ভীরুদিগেরই ঐরূপ সুকুমার উপায়ে পূয বাহির করিতে হয়। অন্যের পক্ষে প্রকৃত অস্ত্র-ক্রিয়াই বিধেয়। পূয হাত দিয়া টিপিয়া বাহির করিতে হয়।

পূয বাহির হইবার পর

পলতা ও নিমপাতার জলে ঘা ধুয়াইয়া দিবে। আর ঘার মুখ ফাক রাখিয়া বট অশ্বথ পাঁকুড় যজ্ঞডুম্বর ও বেতের ছাল বা ঐ সকল গাছের কোন একটীর ছাল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা ন্যগ্রোধাদি কিম্বা করঞ্জাদ্য ঘৃতের লেপ দিবে এবং ঐ ঘৃতই পান করিবে। তিল, কল্ক ও যষ্টি মধুর চূর্ণ লেপন করিলে পচা ঘাও পূরিয়া উঠে। নালীঘা নিমপাতার জলের পিচকারী দিয়া ধুইয়া ফেলিবে। পরে পঞ্চতিক্ত ঘৃত কিম্বা নিম্বঘৃতে তুলা ভিজাইয়া ঘার ভিতর দিবে। আর কজ্জলী সেবন করিবে। কিন্তু পারার ঘায়ে কজ্জলী সেবন না করিয়া গন্ধক বা গন্ধক মিশ্রিত লৌহ সেবন করিবে।

ফোড়া বা গোদ পাকিলে

দাহ ও বেদনা নরম পড়ে, রং শাদা বা ফেকাশে হয়, ফুলো কমিয়া যায়, ক্রমে টান টান ঘুচিয়া দড়কোচা পড়িতে থাকে, অঙ্গুল দিয়া টিপিলে বসিয়া যায়, ছাড়িয়া দিলে উঠিয়া পড়ে, তলতলে হয়, এক একবার ভিতরে সূচীর ন্যায় ফুটিতে থাকে, সড় সড় করে এবং অন্নে রুচি হয়। সুশ্রুত।

যদি পার্শ্ববর্ত্তী ত্বকের সহিত শোকের বর্ণ সমান হয় অথচ শোফ পাথরের ন্যায় কঠিন হয়, তবে আর পাকা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে না। সুশ্রুত।

কখন কখন পূয (যেমন গোদের পূয) খুব ভিতরে থাকে আর উপরের চামড়া পুরু থাকে, এরূপ স্থলে পাকাকে কাঁচা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। সুশ্রুত।

যদি ভিতরে পূয হইয়া থাকে, তবে শোফের উপর বরফ ধরিলে কণকণ করিতে থাকিবে; কেননা রক্তের উত্তাপ বরফ সহ্য করিতে পারে, পূয পারে না। [এই মতটী শাস্ত্রীয় নহে]

কখন কখন ফোড়া

শরীরে বিস্তর বাহির হয়। এরূপ স্থলে খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেড়ীর তৈল পান করিবে। আর দুই এক সপ্তাহ ক্রমাগত খদিরাষ্টক পান করিবে। ফোড়া বড় হইলে অথচ পৃষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে জাত হইলে রোগীকে অগ্রেই খদিরাষ্টক পাচনের সহিত রেড়ীর তৈল কিম্বা সোঁদাল কিম্বা তেউড়ীচূর্ণ গুলিয়া পান করিতে দিবে। জোলাপের পরদিন অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে। পরে সামান্য ফোড়ার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পথ্য। অগ্নিদগ্ধের ন্যায়।

আমাদের ঔষধ।

ফোড়ার জ্বরে ১নং পঞ্চপল্লব দিবে। সর্ব্বস্থলেই সারস্বত ঘৃতের লেপ দিবে।

৪র্থ প্রকরণ।

খোস ও চুলকনা।

খোসকে সংস্কৃত ভাষায় কচ্ছু কহে। চুলকনাকে পামা বলে। কেহ বলেন খোসের নাম পামা আর চুলকনার নাম কচ্ছু।

বাসকের কোমল পাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রের সহিত বাঁটিয়া মর্দ্দন করিলে তিন দিনে খোস-চুলকনা নষ্ট হয়। এই প্রলেপ দিবার সময় দুই তোলা হরিদ্রা দুই ছটাক গোমূত্রের সহিত প্রত্যহ দুই বেলায় খাইতে হয়। চক্রদত্ত।

অথবা গন্ধকচূর্ণ কটু তৈলের সহিত রৌদ্রে তপ্ত করিয়া মর্দ্দন করিবে আর দুগ্ধের সহিত বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ প্রত্যহ ৩০ গ্রেণ মাত্রায় সেবন করিতে থাকিবে।

করবীরের ছাল সর্ষপ তৈলের সহিত বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে খোস চুলকনা নষ্ট হয়। চক্রদত্ত।

সাধারণতঃ চুলকনা রোগে হরিদ্রা, নিমপাতা ও সৈন্ধব বাঁটিয়া মর্দ্দন করিবে। আর গোমূত্রের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ পান করিবে।

খোসের দাহ ও বেদনায় ঘৃতের সহিত বটের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। পূয বাহির হইতে থাকিলে নিম ও পলতার জলে ঘা ধুইয়া, ঘৃতের সহিত বটছাল বাঁটিয়া, প্রলেপ দিবে। খোস শুকাইবার সময়েও ঐ প্রলেপ কিম্বা নিম্বঘৃতের প্রলেপ দিবে।

খোস চুলকনা অধিক হইলে জোলাপ লওয়া উচিত। যদি-

রাষ্টক পাচন বা গোমূত্রের সহিত রেঢ়ীর তৈল কিম্বা হরীতকীচূর্ণ কিম্বা তেউড়ী চূর্ণ কিম্বা সোঁদাল গুলিয়া পান করিবে।

জ্বর বা প্লীহার অবসানেও গায়ে অতিশয় চুলকনা হয়, এরূপ স্থলে ক্ষেৎপাবড়ার রসের সহিত বা গোমূত্রের সহিত বা গোলঞ্চ রসের সহিত লৌহভস্ম মিশাইয়া কিছুদিন খাইতে হয়। লৌহ ভস্মের বদলে কার্বনেট আব্ আইরণ লইবে। চিকিৎসক এরূপ অবস্থায় রোগীকে ইচ্ছাভেদী রসের জোলাপ দিয়া নৃপতিবল্লভ দিবেন। রোগীর অবস্থা ভাল হইলে সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুচ্যাদি তৈল বা অন্য কোন কুষ্ঠ নাশক তৈল ব্যবস্থা করিবেন। তিক্তঘৃত সমুদায়ও ব্যবস্থা করা যায়।

পথ্য। অগ্নিদগ্ধের ন্যায়।

অণ্ডকোষের চুলকনা।

অণ্ডকোষে এক প্রকার চুলকণা হয়, তাহাতে রোগী অস্থির হইয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে বৃষণ কচ্ছু রোগ বলে।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন সমান সমান ভাগে কাঁজীর সহিত বাঁটিয়া বড় বড় বটী করিতে হয় এবং জলে ঘষিয়া সেই জল রোগের উপর লেপন করিতে হয়। গণোরিয়া দেখ।

দদ্রু রোগ।

এই রোগে নারিকেলের মালার ঘাম ভাল। কিন্তু নরম জায়গায় দাদ হইলে মালার ঘামে জ্বালা করে। এরূপ স্থলে কেবল জনকপুরের খয়ের জলে ঘষিয়া প্রলেপ দিবে।

হিরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন সমান

সমান, জনকপুরের খয়ের সর্ব্বসমান। কাঁজীতে মাড়িয়া বটী করিবে। ইহা দাদের একটী ভাল ঔষধ।

চূণ ও কটুতৈল ফেনাইয়া লইয়া দদ্রুতে প্রলেপ দিলে উপকার হয়। জ্বালা করে না।

গোবর গরম করিয়া দাদে লাগাইলে উপকার হয়। দদ্রু রোগে দীর্ঘকাল গোমূত্র কিংবা খদিরাষ্টক কিংবা কুষ্ঠনাশক ঘৃত সকল ব্যবহার করিবে।

দদ্রুমণ্ডল বহুস্থানব্যাপী হইলে অথচ অতিশয় পুরু বা লাল হইলে কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা করা আবশ্যক। আর অগ্রে রোগীকে বমনাদি দ্বারা শোধিত করা আবশ্যক।

আমাদের ঔষধ।

জ্বর বা প্লীহার অবসানে গায়ে চুলকনা হইলে আহার কালে ২নং পঞ্চপল্লব এবং প্রাতঃকালে অমৃত লৌহ—অনুপান ত্রিফলার জল। দদ্রু রোগেও ঐ। তৈল মাখিতে ইচ্ছা করিলে কল্পরাজ তৈল।

৫ম প্রকরণ।

দন্তশূল ও ক্রিমিদন্ত।

দন্তশূলে কখন কখন এরূপ যাতনা হয়, যে রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে। নানা প্রকার কবল ও প্রলেপেও সে যাতনার শান্তি হয় না। কিন্তু বস্তি দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শান্তি হয়। অর্দ্ধমাত্রিক বস্তিদ্বারাই কায চলিতে পারে। তদভাবে দশমূলের সহিত রেড়ীর তৈলের জোলাপ লইবে।

দাঁতের গোড়ায় লঙ্কার খোলা টিপিয়া ধর। তাহাতে দাঁতের গোড়ায় ফোস্‌কা হইয়া বেদনার উপশম হইতে পারে। ফোসকা গালিয়া দিতে হয়।

দন্তশূলে গালের উপর ধুতুরা পাতা বাটিয়া দিতে হয়। দাহ ও বেদনায় বটের ছাল ঘৃতের সহিত বাটিয়া গরম গরম প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয়। কখন বা গালে গরম ঘৃত ঘসিতে হয়, কখন বা গরম ঘৃতের কবলে উপকার হয়। দন্তশূলে সোডা, শঙ্খাদিচূর্ণ বা শঙ্খবটী সেবন করিবে। আর মাথায় নারায়ণ তৈল দিবে। ঐ তৈল গালেও ঘষিবে।

দন্তশূলে জোলাপ লওয়ার পর পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান করিলে বিশেষ উপকার হয়।

দন্তশূলে শুঠ পিপুল বা মরিচের নস্য বারবার গ্রহণ করিবে। জ্বর থাকিলে বিষঘটিত ঔষধ দিবে।

ক্রিমিদন্ত।

দাঁতের গোড়া বা দাঁত ক্ষয়িয়া গেলে দাঁত সিড়সিড় করিতে থাকে, জল বা বাতাস লাগিলে অতিশয় যাতনা হয়। হিং গরম করিয়া দাঁতের গর্ত্তে দিবে।

দন্তমার্জ্জন।

প্রসঙ্গক্রমে একটী দন্তমার্জ্জন ঔষধ বলা হইতেছে। যথা;— তুঁতে ভস্ম ১ভাগ, খয়ের ভস্ম ২ভাগ, ফটকিরী ৩ভাগ ও তামাকের গুল ৪ ভাগ। একত্র মিশ্রিত কর। এই ঔষধে দাঁত মাজিলে দাঁতের পূযরক্ত ও ময়লা নষ্ট হয়। দাঁত অকালে নড়ে না এবং দাঁতে সহসা রোগ ধরে না।

মন্তব্য। দন্তরোগী মাংসরস খাইতে পারেন কিন্তু মাংস খাইবেন না। গলিতদন্তদিগের মধ্যে মাংসভোজীর সংখ্যা অধিক, দুগ্ধান্নভোজীর সংখ্যা কম্। এই স্থলে বলা আবশ্যক যে শাস্ত্রকারেরা মাংসরস সর্ব্বত্রই ব্যবস্থা করেন, কিন্তু ক্ষয়রোগ ভিন্ন মাংসভোজনের ব্যবস্থা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব মাংসরস সর্ব্বত্র পথ্য হইলেও মাংস সর্ব্বত্র পথ্য নয়।

আমাদের ঔষধ।

দন্তশূলে স্বর্ণযোগ একবেলা ও মহেন্দ্র রসায়ন অন্য বেলা। অনুপান মধু। জ্বর থাকিলে ১নং পঞ্চপল্লব। অনুপান শুঁঠচূর্ণ ও মধু।

৬ষ্ঠ প্রকরণ।

অভিষ্যন্দ রোগ বা চোখ-উঠা।

চোখ উঠিলে চোখ লাল হয়, করকর করে, স্রাব হয় এবং অন্যান্য উপদ্রব হইয়া থাকে। এই রোগে রাত্রিকালে চোখ কাপড় বা তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে অথবা চোখের পাতায় গরম কাপড় স্পর্শ করাইবে। দিনের বেলায় চোখের পাতায় হলুদের প্রলেপ দিবে। অতিশয় লঘু পথ্য করিবে; নিম প্রভৃতি তিক্ত দ্রব্য ভোজন করিবে। স্নান নিষিদ্ধ। এইরূপ নিয়মে থাকিলে অভিষ্যন্দ রোগ প্রায় ৩ দিনেই যায়। শাস্ত্রের এই বচনটী সকলেরই মুখস্থ রাখা উচিত :—

অক্ষিকুক্ষি ভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায়-ব্রণ-জ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ।

অক্ষি রোগ, উদরাময়, সর্দ্দি, ব্রণ (অর্থাৎ ঘা ও ফোড়া) ও জ্বর এই পঞ্চ রোগ সচরাচর পঞ্চ দিবস উপবাসেই প্রায় নষ্ট হয়—মতান্তরে তিন দিবস উপবাসেই প্রায় নষ্ট হয়।

অভিষ্যন্দ রোগে তিক্ত ঘৃত পান করিবে। সর্দ্দি থাকিলে বালুকা গরম করিয়া মাথায় অল্প অল্প স্বেদ দিবে।

এই রোগে শুঁঠ চূর্ণের নস্য লইবে। ত্রিফলার ক্বাথ পান করিবে। আর প্রথম প্রথম চোখে ত্রিফলার ক্বাথ সেচন করিবে ক্বাথ এইরূপে সেচন করিতে হয়;—রোগীকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া বাম হাতে রোগীর চোখ উন্মীলিত করিবে। আর দক্ষিণ হস্তে লম্বমান তুলকবর্ত্তি দ্বারা চক্ষুর দুই অঙ্গুল ঊর্দ্ধ হইতে এক চোখে দশবার বিন্দু জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঢালিয়া দিবে। ইহাতে চোখের দাহ, রক্তিমা, ও করকরাণী নিবৃত্ত হয়। যেন ত্রিফলার ক্বাথ গরম না হয়, যেন উত্তমরূপে ছাঁকিয়া লওয়া হয়।

অভিষ্যন্দ রোগের সর্ব্বাবস্থাতেই পুরাতন ঘৃতের পরিষেক ভাল। পরিষেক এইরূপে করিতে হয় যথা;—প্রথমতঃ ঘৃত ছাঁকিয়া লইবে। আর বাষ্পস্বেদে ঘৃত গলাইয়া লইবে। পরে বামহস্তে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দক্ষিণ হস্তে পলিতা দ্বারা সূক্ষ্ম ধারায় ঘৃত ঢালিয়া দিবে। ৪।৫ মিনিট দেওয়া আবশ্যক। ত্রিরাত্রের পর নিম্নলিখিত চিকিৎসা সকল করা যাইতে পারে।

ত্রিরাত্রের পর এই রোগে মনসাপাতার কাজল ভাল।

কাপড়ের পুটলী করিয়া চোখের ভিতর হলুদের জল দিবে। দারু-হরিদ্রার ক্বাথ হলুদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

অভিষ্যন্দ রোগ কখন কখন এক মাসের উপরেও থাকে, সুতরাং ব্যস্ত হইবার বিষয় নাই। তবে চক্ষুতে অতিশয় যন্ত্রণা হইলে সত্বর প্রতিকার আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত উপায়সমূহে যন্ত্রণার

উপশম না হইলে হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, পোস্তদানা ও দারুচিনি সমান সমান ভাগে চূর্ণ করিবে আর কিঞ্চিৎ আফিং উহার সহিত সংযুক্ত করিবে। পরে সমস্ত দ্রব্য জল মিশ্রিত করিয়া পুটলী করিবে, এবং চক্ষুর উপর বুলাইতে থাকিবে। সেই দ্রব্যের রস চক্ষুর ভিতরেও প্রবেশ করে।

অভিষ্যন্দ রোগের উৎকট অবস্থায় এই অঞ্জনটীও উপকারী, বিল্ব পত্রের রস, ঘৃত ও সৈন্ধব তাম্র পাত্রে রাখিয়া কড়ি দিয়া ঘর্ষণ করিতে করিতে গাঢ় হইলে ঐ পাত্রে করিয়াই ঘুঁটের আগুনে শুষ্ক করিবে। পরে উহা স্তন্য দুগ্ধের সহিত আলোড়িত করিয়া তরল হইলে চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

সজিনাপাতার রস ঘৃতের সহিত তাম্র পাত্রে ঘর্ষণ করিয়া ঘুটের আগুনে তপ্ত করিবে। এই রস চক্ষুতে পূরণ করিলে চক্ষুর ফুলো, করকরাণী, জল পড়া ও ব্যথা নষ্ট হয়।

রোগীর কোষ্ঠ অপরিষ্কার থাকিলে ত্রিফলার ক্বাথ এক ছটাক, ও তেউড়ী চূর্ণ দুই তোলা, একত্র করিয়া দিবে, কিংবা সোণামুখী চূর্ণ ১০।২০ গ্রেন ঐ ক্বাথের সহিত দিবে।

যন্ত্রণা উৎকট হইয়া উঠিলে চন্দ্রোদয়-বর্ত্তির অঞ্জন দিবে। তাহাতে প্রথমতঃ যন্ত্রণা বোধ হইলেও পরে আরাম বোধ হইবে।

অধিমন্থ রোগ।

অভিষ্যন্দ রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে মাথার অর্দ্ধেক যেন খসিয়া পড়িতে থাকে, যেন মথিত হইতে থাকে এবং রগ টনটন করিতে থাকে। ইহাকেই অধিমন্থ রোগ কহে। এই রোগে অভিষ্যন্দের চিকিৎসা করিবে আর সঙ্গে সঙ্গে রগে বা ভ্রূর উপরি-

ভাগে সর্ষপের কল্ক লেপন করিবে। জ্বালা হইতে থাকিলেই কল্ক খুলিয়া লইতে হয়।

আমাদের ঔষধ।

অভিষ্যন্দ রোগে জ্বর থাকুক আর নাই থাকুক ১নং পঞ্চপল্লব সাত দিন সেবন করিবে। অনন্তর ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে। অনুপান শুঁঠ চূর্ণ ও মধু। তিন দিনের পর আবশ্যক বোধ হইলে রোগীর দাস্ত পরিষ্কার করাইবে। পরে সারস্বত ঘৃত পান করাইবে এবং মনসা পাতার কাজল দিবে।

অভিষ্যন্দ রোগের পরিণামে দৃষ্টির দোষ হইলে অমৃত লৌহ কিংবা নৃপতিবল্লভ সেবন করিবে।

৭ম প্রকরণ।

মসূরিকা বা পানিবসন্ত।

প্রথমে অগ্নিমান্দ্য হয়, মাথা ধরে বা মাথা ভার বোধ হয়, কখন বা শীত বোধ হয় এবং গায়ে ব্যথাও হয়। পরে সামান্য জ্বর হয়। পরে বসন্ত দেখা দেয়। বসন্তের আকার মসূরের মত হয় বলিয়া পানি-বসন্তের নাম মসূরিকা হইয়াছে। এক দিনের জ্বরেও মসূরিকা দেখা দিতে পারে, তিন দিনের জ্বরেও দেখা দিতে পারে। প্রথমে লাল লাল দাগ বাহির হয়, ভিতরে জল থাকে না, পরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মসূরের মত উচ হইয়া উঠে। মনে হয় যেন তপ্ত জল লাগিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোসকা উঠিয়াছে। তৃতীয় দিনেই ফোসকা সকল ফাটিয়া যায় এবং শুষ্ক হইতে থাকে। চারি পাঁচ দিনেই খোসা উঠিয়া থাকে।

তখন দাগ থাকে বটে, কিন্তু গর্ত্ত হয় না। তবে কোন কারণে মসূরীতে ঘর্ষণ বা বিদাহ হইলে গর্ত্ত হইতে পারে। কখন কখন ক্রমাগত চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত নূতন নূতন বসন্ত উঠিতে থাকে, কতক শুকোয়, কতক বা নূতন হয়, এবং কতকগুলির মধ্যে বা জলও থাকে। মসূরিকা বুকে পিঠেই অধিক ঘন হয়। বড় বসন্ত মুখেই অধিক বাহির হয়।

ব্যবস্থা। মসূরিকা ও হামের জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা ও অন্যান্য সকল অবস্থাতেই রোগীকে খদিরাষ্টক পাচন দিবে। খদিরাষ্টক যথা,—খদিরকাষ্ঠ, হরীতকীর খোসা, বহেড়ার খোসা, আমলকী, নিমছাল, পলতা, গোলঞ্চ ও বাসকছাল সমান সমান ভাগে সর্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা। আধসের জলে সিদ্ধ করিবে। দুই ছটাক থাকিতে ছাকিয়া লইবে। এই পাচন প্রত্যহ দুই তিন বা চারি বারে খাওয়াইবে। রোগের পরিণত অবস্থায় পাচনের সহিত এক তোলা ঘৃত সংযোগ করিয়া দিবে।

যুবাদিগের পক্ষে উল্লিখিত মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। শিশুদের পক্ষে অর্দ্ধ বা চতুর্থাংশ। গর্ভিণীকে কোন প্রকার পাচন দিতে হইলে তাহার পাচনে হরীতকী দিবে না। হরীতকী বাদ দিয়া বাকী মসলাগুলি মোট দুই তোলা পরিমাণে দিবে।

যদি দাস্ত পরিষ্কার না থাকে এবং শরীরে বিশেষ গ্লানি থাকে, তবে বসন্ত দেখা দিবার পর খদিরাষ্টক পাচন আধ ছটাক ও রেড়ীর তৈল আধ ছটাক দিবে। রেড়ীর তৈলের বদলে তেউড়ী চূর্ণ দুই তোলা কিংবা সোণামুখী চূর্ণ ১০।২০ গ্রেন মিশ্রিত করিয়া দিবে।* অথবা উচ্ছে পাতার রস ও ৪০ গ্রেন হরিদ্রা চূর্ণ দিবে।

* বসন্তে স্নিগ্ধ জোলাপ ব্যবস্থা। সোণামুখী কক্ষ। অতএব সোণামুখী দিতে হইলে পাচনের সঙ্গে এক তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিলে ভাল হয়।

চক্রদত্ত বলেন। যে কজ্জলী সর্ব্ব প্রকার বসন্তের উৎকৃষ্ট ঔষধ। এস্থলে কজ্জলীতে পারা এক ভাগ ও গন্ধক দুই ভাগ হইবে।

পথ্য। বসন্ত বা হামের রোগীকে কদাচ কলায়ের ডাল দিবে না। প্রথম দুইদিন ভাতও দিতে নাই। অথবা অতিশয় ক্ষুধা না হওয়া পর্য্যন্ত ভাত দিতে নাই। কেবল মুগ বা মসূরের যূষ পান করান ব্যবস্থা। এই যূষ প্রত্যহ দুই তিনবার দেওয়া যাইতে পারে। গর্ভিণীকে দুগ্ধ দিতে হয়। ঘা না শুকাইলে স্নান করিবে না। পাণি বসন্তের সমস্ত পথ্য ও ঔষধ বীসর্পের ন্যায়।

উল্লিখিত পথ্য পালন করিলে হাম ও পাণিবসন্তে কোন ভয় থাকে না। চলিত মতে হাম ও বসন্ত রোগে কলায়ের ডাল ও ভাত খাওয়াইয়া রোগীকে 'রসস্ত' করিতে হয়। কিন্তু তাহাতে রোগ হঠাৎ উৎকট হইতে পারে, আর কফ ও অতিসার হইতে পারে। এই জন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, রোগীকে লঙ্ঘন করাইবে অর্থাৎ অল্প আহার দিবে আর আবশ্যক হইলে বমন ও বিরেচন দিবে। শাস্ত্রে ইহাও আছে যে বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল নির্গত হইয়া শরীর বিশুদ্ধ হইলে বসন্ত সকল নির্ব্বিকার, অল্প বেদন ও অল্প পূয বিশিষ্ট হয়।

বসন্ত বা হাম রোগে অতিসার কিংবা আমাশয় হইলেখদি-রাষ্টক বন্ধ রাখিয়া নিম্নলিখিত পাচনটি দিবে ;—

বেলশুঁঠো, গোলঞ্চ, কুড়চীছাল ও মুতা সমুদায়ে দুই তোলা ও জল প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। কচি বেল কুচাইয়া লইলে তাহাকে বেলশুঁঠো বলা যায়, এইরূপ কুচো বেল শুষ্ক করিয়া রাখিতে হয়। কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকার বেলই ব্যবহার করা যায়। তন্মধ্যে শুষ্ক বেল ব্যবহার করাই রীতি।

কোন স্থানের ক্ষত শুষ্ক হইতে বিলম্ব হইলে তাহাতে পঞ্চতিক্ত ঘৃত লাগাইবে ও পান করিবে। পঞ্চতিক্ত ঘৃতের অভাবে গৃহস্থ নিম্বঘৃত বা দূর্ব্বাঘৃত ব্যবহার করিবে। নিম্বঘৃত যথা ;—

নিম পাতার রস ১ বা ২ ছটাক, গোঘৃত ১ ছটাক ; অথবা দূর্ব্বার রস এক ছটাক ও গোঘৃত এক ছটাক একত্র করিয়া আগুনে ফুটাইয়া লইবে। রস মরিয়া গেলে ঘৃত নামাইয়া লইবে। যেন অতিশয় খরপাক না হয়, আবার যেন ঘৃতে জল না থাকে। ঘৃতে জল আছে কি না জানিতে হইলে, তাহা হইতে ফোঁটা কতক তুলিয়া লইয়া জ্বলন্ত আগুনে দিবে। তাহাতে যদি ফোঁস করিয়া না উঠে অর্থাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া যায়, তবেই উহাতে জল নাই বুঝিতে হইবে।

আমাদের ঔষধ।

প্রথম তিন দিন ১নং পঞ্চপল্লব। অনুপান মধু কিংবা ত্রিফলার জল। চতুর্থ দিন হইতে মহেন্দ্ররসায়ন এক বেলা। অনুপান ত্রিফলার জল। অতিসারে পঞ্চপল্লব দিবে, অনুপান শুঁঠ চূর্ণ ও মধু। ঘায়ে সারস্বত ঘৃত পান ও লেপন করিবে।

৮-ম প্রকরণ।

বীসর্প বা বড় বসন্ত।

চলিত ভাষায় কেহ কেহ ইহাকে শীতলা বলেন, কেহ বা ইচ্ছাবসন্ত কহিয়া থাকেন। প্রথমে জ্বর হয়, শীত বোধ হয়, কম্প হয়, দাহ হয়, অবসাদ হয়, অতিশয় যাতনা হয়, চক্ষু লাল হইয়া উঠে, মাথা বেদনা করে, বিশেষতঃ ঘাড়ে ও পিঠে অতিশয়

বেদনা হয়, পরে জ্বর হঠাৎ নরম পড়ে. তখন বসন্ত বাহির হয়। জ্বর এত বেশী হয় যে তাপমান যন্ত্রে রক্তের তাপ সচরাচর ১০৪ হইতে ১০৬ ডিগ্রী পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। এইরূপ উত্তাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়ে ও পিঠে বেদনা থাকিলে এবং রোগী মাথা তুলিতে কষ্ট বোধ করিলে অথচ সেই সময়ে দেশে বসন্ত হইতে থাকিলে রোগীব বসন্ত হইবে মনে করা যায়। জ্বরের সময় অতিশয় তৃষ্ণা হয়, জিভ শাদা ও চটচটে হয় এবং বমি হইতে থাকে। বমি অধিক হইলে রোগ কঠিন হইবে মনে করা যায়। মুখ রক্তবর্ণ হয়, গলার নাড়ী দপদপ করিতে থাকে। তৃতীয় দিন সন্ধ্যাকালে জ্বরের তাপ হঠাৎ নরম পড়ে অর্থাৎ ১০৬ ডিগ্রী হইতে হঠাৎ ১০০ ডিগ্রী হয়। তখন বসন্ত বাহিব হইতে থাকে।

বসন্ত বাহির হইবার পর মাথাব যাতনা, ঘাড়ের বেদনা ও কষ্ট কমিয়া যায়। প্রথমে মুখেই বাহির হইয়া থাকে আর বিস্তর বাহির হয়। পরদিন গলা বুক পিঠ ও কাঁধে বাহির হয়, পঞ্চম দিন নিম্ন অঙ্গে বাহির হয়। শতশত ও সহস্র সহস্র বসন্ত বাহির হয়, মনে হয়, যেন গায়ের উপর মৌচাক হইয়াছে। মুখে ও হাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাহির হইয়া থাকে। ক্রমে বড় হয় এবং পাকিতে থাকে।

প্রথমে পূয তরল ও নির্ম্মল হয়। পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে বসন্ত সকল বড় হইয়া উঠিলে পূযের আকার ঘোর হইয়া থাকে। গালিয়া দিলে একবারে সমস্ত বাহির হইয়া যায়। পূয অতিশয় গাঢ় হয়; চতুর্দ্দিকের চামড়া ঘোর লাল হইয়া উঠে, অতিশয় বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হয়। তখন গায়ে বসন্তের গন্ধ বাহির হয়।

অষ্টম বা নবম দিবসে বসন্ত ফাটিতে আরম্ভ করে। আর খোসের পূয বাহির হইয়া যেমন খোসের গায়ে জমাট বাঁধিতে

থাকে, বসন্তের পূযও সেইরূপ বসন্তের গায়ে জমাট বাঁধিতে থাকে। তিনচারি দিন এইরূপ থাকিয়া খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। নীচেকার চামড়া উচু থাকে বটে; কিন্তু শেষে মিলাইয়া যায়। দাগও মিলাইয়া থাকে। কিন্তু ঘা শীঘ্র না শুকাইলে দাগ না মিলাইয়া যাবজ্জীবন গর্ত্ত থাকিয়া যায। বসন্ত যত অধিক বাহির হয়, রোগও তত কঠিন হইয়া থাকে; পূয অধিক হইলেও রোগ অধিক বলা যায়। মৃত্যুর পূর্ব্বে শ্লেষ্মাই প্রবল হয়। মৃত্যু সাত আট দিনের এদিকে প্রায় ঘটে না।

মুখের ভিতর বসন্ত হইলে লাল পড়িতে থাকে; গলার মধ্যে হইলে গিলিতে পারা যায় না। নিশ্বাস পথ সমূহের মধ্যে হইলে স্বরভঙ্গ হয়, কফ হয় এবং থুথুর সঙ্গে রক্ত উঠিয়া থাকে। চোখের পাতায় ও চোখের ভিতর হইলে জ্বালা ও অশ্রুপাত হয় আর চোখে আলোক সয় না। চোখে ঘা হইলে হয়তো চোখ জন্মের মত নষ্ট হয়। কাণের ভিতর হইলে কাণ কালা হইয়া যায়।

বসন্ত উৎকট হইলে রোগীর মুখ এরূপ বৃহৎ ও শরীর এরূপ স্থূল হয় যে দেখিলে ভীষণ বোধ হইয়া থাকে। মনেই হয় না যে এমন রোগী বাঁচিতে পারে। পাশ ফেরা কঠিন হয়, চিৎ হওয়া দায়, রোগী অস্থির হইয়া থাকে। দাস্ত ও প্রস্রাব এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। নানাক্ষণে নানা উপসর্গ হয়। তন্মধ্যে রোগের পরিণামে কণ্ঠের ঘড় ঘড় শব্দ ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিলে মৃত্যু নিকট বলিয়া মনে করা যায়।

যে বসন্তে সর্ব্বশরীর জ্বলন্ত অঙ্গারে আকীর্ণের ন্যায় বোধ হয় যাহাতে জ্বর দাহ তৃষ্ণা ও অন্যান্য পৈত্তিক উপসর্গ অতিশয় উৎকট হয়, বসন্ত সকল নির্ব্বাপিত অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বা

তদপেক্ষাও অধিক কৃষ্ণবর্ণ হয়, অগ্নিদগ্ধের ন্যায় ফোস্‌কা সকল বাহির হয়; রোগী নিদ্রাহীন, হতজ্ঞান ও ব্যাকুল হয় এবং অস্থির হইয়া স্থান ও আসন পরিত্যাগ করিতে চাহে, তাহাকে শাস্ত্রে অগ্নিবীসর্প অর্থাৎ অগ্নিবসন্ত কহিয়া থাকে। আর যে বসন্তে মাংস ও ত্বক্ স্বেদযুক্ত, ক্লেদযুক্ত ও পূতিযুক্ত হয়, ক্রমে যাতনা অল্প হইয়া আসে, পীড়ন করিলে বিদীর্ণ হয় এবং অতিশয় পীড়ন করিলে শরীরে কর্দ্দমের ন্যায় অঙ্গুল বসিয়া যায়, তাহাকে কর্দ্দমক বীসর্প বা কদ্দম বসন্ত কহে।

ব্যবস্থা। বসন্ত হউক, আর নাই হউক, নবজ্বরে রক্তের তাপ ১০০ ডিগ্রীর অধিক হইলেই রোগীকে জ্বরকালে বমন করাইবে। বিশেষতঃ রোগীর বসন্ত হইতে পারে এরূপ সন্দেহ হইলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া বমন করাইয়া দিবে। এক ভরি সৈন্ধব এক ছটাক গরম জলে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলে অতি সহজে তৎক্ষণাৎ বমি হয়। পলতা ও নিমছালের ক্বাথ এক ছটাক বা ততোধিক, সৈন্ধব একতোলা ও মধু এক বা দুই তোলা একত্র করিয়া পান করিলে বসন্তের উৎকৃষ্ট বমন হয়। বসন্ত দেখা দিলে গরম জলের সহিত সৈন্ধব না দিয়া এই বমনটাই দিবে।

সর্ব্ববিধ বসন্তেই জোলাপ দিবে। বসন্ত বাহির হইবার পর জোলাপ দিবে। খদিরাষ্টকের সহিত রেড়ীর তৈলের জোলাপ ভাল। অথবা ত্রিফলার সহিত তেউড়ীর চূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দিবে। সোণামুখী চূর্ণও ত্রিফলার সহিত দেওয়া যায়। চরকমতে তেউড়ীর চূর্ণ উষ্ণজলের সহিত দেওয়া ভাল কিংবা দুই তোলা কিস্‌মিস্ আধসের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইবে এবং তাহার সহিত তেঁউড়ীর দুই তোলা চূর্ণ মিশাইবে। অথবা আমলকীর ক্বাথ এক ছটাক,

তেউড়ীচূর্ণ দুই তোলা ও ঘৃত একতোলা একত্র করিয়া পান করিতে দিবে। শেষোক্ত স্থলে তেউড়ীর বদলে সোণামুখী দেওয়া যায়। হাম ও পাণিবসন্তেও এই সকল জোলাপ ভাল।

বসন্তে প্রলেপ।

বসন্ত ফুলিয়া উঠিয়া অতিশয় জ্বালা হইতে থাকিলে বমন ও দাস্তের পর প্রলেপ দিতে থাকিবে। প্রলেপ সকল পুরাতন ঘৃতের সহিত মিলাইয়া দিতে হয়; পুরাতনের অভাবে নূতন ঘৃত জলে মথিয়া ব্যবহার করিতে হয়। প্রলেপ না শুকাইতে শুকাইতেই উঠাইয়া ফেলিয়া নূতন প্রলেপ দিতে হয়। প্রলেপ অতিশয় পাতলা হওয়া ভাল নয়, আবার অতিশয় পুরু হওয়াও ভাল নয়।

বসন্তে নিম্নলিখিত প্রলেপ সকল ভাল ;—

১। নূতন বটের ঝুরি ও কলাগাছের গোড় সমান সমান ভাগে বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে।

২। অথবা যব বাঁটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করিবে।

৩। অথবা ঘৃতের সহিত যব ও যষ্টিমধুর চূর্ণ মিশ্রিত করিবে।

৪। অথবা পদ্মের ডাঁটার মূলে যে কাদা লাগিয়া থাকে, তাহাই প্রলেপ দিবে।

৫। অথবা বটের পাতা ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া দিবে।

৬। অথবা পদ্মের ডাঁটা ও কেশুর ঘৃতের সহিত দিবে।

৭। অথবা শিরীষের ছাল ও বেড়েলার মূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে।

৮। অথবা শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ঘৃতের সহিত দিবে।

৯। অথবা গোলঞ্চ ও নিসিন্দার পাতা ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া দিবে।

১০। অথবা যজ্ঞডুম্বর, অশ্বত্থ, বট, পাঁকুড় ও বেত এই সকলের মধ্যে যে গুলি পাইবে তাহাদেব ছাল ঘৃতের সহিত বাটিয়া দিবে।

১১। অনন্তমূল বাঁটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিবে।

১২। অথবা উপরি লিখিত সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যতগুলি পাওয়া যায, একত্র বাটিযা ঘৃতেব সহিত দিবে।

প্রলেপে ঘৃতেব ভাগ অধিক হওয়া ভাল নয় অথচ নিতান্ত অল্প হওযাও ভাল নয।

বসন্তের ঘা।

বসন্ত পাকিলে গালিযা দিবে। বসন্তের ঘা নিমছালেব ক্বাথে ধুইযা দিবে। আব নিমছালেব চূর্ণ ই ঘাযে দিবে। আর নিমছাল বাঁটিযা ঘৃতেব সহিত প্রলেপ দিবে।

বসন্তের ঔষধ।

বসন্ত দেখা দিবাব পব হইতেই খদিরাষ্টক পাচন দিবে। বিবেচনের পর দিন হইতে ঐ পাচন কিঞ্চিৎ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিতে থাকিবে।

চরকমতে মুথা, নিমছাল ও পলতার ক্বাথ বসন্তেব উৎকৃষ্ট ঔষধ।

আর অনন্তমূল, আমলকী, বেণারমূল ও মুথার ক্বাথ বসন্তের ভাল ঔষধ। [এই সকল ঔষধই কবলে ও শৌচে ব্যবহার করিবে]। শেষোক্ত দুইটী পাচন হাম ও পানিবসন্তেরও ঔষধ। গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকিলে শেষে লক্ষ্মীবিলাস ও রসসিন্দুর ভাল।

পথ্য। বসন্তরোগে প্রথম প্রথম মসূরের যূষ দিবে। প্রথম প্রথম ঐ যূষে মধু ও শর্করা সংযোগ করিবে। পরে মধু চিনি না দিয়া কেবল ঘৃতে সাঁতলাইয়া দিবে। বসন্ত পাকিলে অথচ ক্রমশঃ ক্ষুধা হইতে থাকিলে ভাত ও মুগের যূষ খুব চটকাইয়া দিবে। তরকারির জন্য দুই একখানা পটল বেগুন বা কাঁচকলা দেওয়া যাইতে পারে। ভাতে যাহাদের অভ্যাস নাই অথবা যাহাদের ধাতু কফাধিক, তাহাদের পক্ষে দুধ রুটী ভাল। গলা ঘড় ঘড় করিলে ও জ্বর থাকিলে মসূরের যূষই ভাল। কোন কোন বসন্ত অতি বৃহৎ হয় এবং উহার টাড়সে নাক মুখ ফুলিয়া উঠে। এরূপ স্থলে জোঁক দিয়া রক্ত শোষণ করিবে। কিংবা চিকিৎসক বসন্তের নিকটস্থ শিরা বিদ্ধ করিবেন।

আমাদের ঔষধ।

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সকল রোগীকে নবজ্বরের প্রথমেই ১নং পঞ্চপল্লব দিয়াছি, তাহাদের বড় বসন্ত হইতে দেখি নাই। বিরেচনের পর হইতে পঞ্চপল্লব দিতে হইলে নিমের কাথী ঘৃত সংযোগ করিয়া দিবে। ক্ষতকালে ৩নং পঞ্চপল্লব গোলঞ্চের রসের সহিত দিবে। দাহ ও বেদনা থাকিলে সারস্বত ঘৃত বট কিংবা অশ্বথ ছালের সহিত বাটিয়া দিবে। শেষে কেবল সারস্বত ঘৃত পান ও অভ্যঙ্গ করাইবে। অথবা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল সারস্বত ঘৃতই প্রলেপে ব্যবহার করিবে। গলা ঘড় ঘড় করিতে থাকিলে অথচ রোগ পুরাতন হইয়া আসিলে ৩নং পঞ্চ-পল্লবের সহিত ২।৪ গ্রেণ মৃগনাভি মধুর সহিত মিলিত করিয়া দিবে।

৯ম প্রকরণ।

গ্রন্থিবীসর্প বা বোম্বাই বসন্ত।

বোম্বাই প্রদেশে সম্প্রতি প্লেগ নামক যে রোগ হইয়াছে, চরক তাহাকে গ্রন্থিবীসর্প * কহেন। গ্রন্থি শব্দের অর্থ বাঁচি, তবেই ইহাকে বীচি বসন্ত বলা যাইতে পারে। সুশ্রুতের মত রক্ষা করিতে হইলে ইহাকে বাগীবসন্ত বলিতে হয়। কিন্তু বোম্বাই বসন্ত বলিলে আজি কালি পরিষ্কার বোঝা যায়। এই বসন্ত বীচির ভিতর হয়, চামড়ার নীচে ফুলিয়া উঠে, সাধারণ বসন্তের ন্যায় মুখ তুলিয়া উঠে না।

কুচকী, কক্ষা, কর্ণমূল, ও গলা প্রকাশ্য † বীচিদিগের প্রধান স্থান। লোকে এই সকল স্থানের বীচিই সর্ব্বদা লক্ষ্য করে। কিন্তু এরূপ বীচি উদরে অনেক আছে। আর বীচি একস্থানে কতক-গুলি করিয়া থাকে অর্থাৎ কুচকী প্রভৃতি স্থানে একটা করিয়া বীচি নাই, অনেকগুলি করিয়া আছে। পৃষ্ঠে ওরূপ প্রকাশ্য বীচি নাই।

ঐ সকল প্রকাশ্য বীচি এই রোগে প্রকাশ্যরূপে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

শরীরে বোম্বাই বসন্ত হইলে শত সহস্র কুচকীর যাতনা হয়। আর ঘোরতম বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর হইয়া থাকে। বীচি সকল ফুলিয়া উঠে, পাথরের মত কঠিন হয়, সহজে ফাটিতে চায় না। আর ইহাতে জ্বর অতিশয় প্রবল হয়, বমি হয়, অতিসার হয়,

---

* ইংরাজীতে অনুবাদ করিলে "The Small pox of the Lymphatic glands" বলা যায়। এই রোগকে ইংরাজিতে Plague বলে।

† Superficial Lymphatic glands.

রোগী কাসিয়া থাকে, শ্বাস ফেলিতে থাকে, অতিশয় প্রস্রাব করিতে থাকে, বিবর্ণ হইয়া যায় এবং তন্দ্রা নিদ্রা মূর্চ্ছা ও অবসাদের অধীন হইয়া পড়ে। আর এত অধিক উপসর্গ হইলে রোগী বাঁচেও না।

ব্যবস্থা। অন্যান্য বসন্তে যেরূপ বমন ও বিরেচন দিতে হয়, ইহাতেও সেইরূপ দিবে। যদি জ্বালা অধিক থাকে এবং বীসর্প রক্তবর্ণ হয় আর উহার টাডসে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে বেদনা হয়, তবে জোঁক বসাইয়া দিবে। অথবা বটের ছাল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া দিবে। অথবা চরকোক্ত মহাতিক্তক ঘৃতের প্রলেপ দিবে এবং মহাতিক্তক ঘৃত পান করিতে দিবে। আর অর্দ্ধ মাত্রিক বস্তি দিবে। কিন্তু যদি বিদাহ না থাকে এবং শোথের বর্ণ রক্ত না হয়, তবে জোঁক বসান কিংবা শিরা বিদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই।

ঐ সকল ক্রিয়ার আবশ্যকতা না হইলে কিংবা ঐ সকল ক্রিয়া করা হইয়া গেলে গ্রন্থির (বীচির) উপর সজিনা ছালের ক ঈষৎ উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা শুষ্ক মূলোর কল্ক কিংবা ডহর করঞ্জ ছালের কল্ক কিংবা বহেড়ার ছালের কল্ক লেপন করিবে। যন্ত্রণা উৎকট হইলে ঐ সকল দ্রব্যের কল্ক পুটলা করিয়া স্বেদ দিতে থাকিবে। পলাণ্ডুর স্বেদও দেওয়া যাইতে পারে। জবে মহাতিক্তক ঘৃতের সহিত পঞ্চামৃত রস দিবে। পরিণামে বেতাল রস দেওয়া যাইতে পারে।

যে কোন রূপে হউক গ্রন্থি না ফাটিলে উপায় নাই। ঐ সকল উপায়ে গ্রন্থি না ফাটিলে দন্তীর মূলের ছাল, চিতার মূলের ছাল, মনসার ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর, ইক্ষুগুড়, ভেলার আঁটী ও হিরাকস একত্র বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে গ্রন্থি প্রায়ই ফাটে। এই

প্রলেপটীর দ্বারা ফোড়াও ফাটান যায়। কষ্টিক্ বা তপ্ত লৌহ দ্বারাও গ্রন্থি ফাটাইবার বিধি আছে।

গ্রন্থি ফাটিবার পর হইতে রোগীকে এই পথ্য দিবে ;—

রুটী, মধু ও চিনি। অথবা যবের মণ্ড, মধু ও চিনি। অথবা দাড়িমরসের সহিত সিদ্ধ মূলোর যূষ। কিংবা কুলথের যূষ।

গ্রন্থি ক্ষত হইয়া গেলে ঘার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। সুশ্রুতের করঞ্জাদ্য ঘৃত প্রয়োগ করিবে। চরক বলেন যে কমলাগুঁড়ি, বিড়ঙ্গ, দারুহরিদ্রা এবং করঞ্জের ফল এই সকলের কল্ক এক সের, তৈল চারি সের এবং জল ষোল সের একত্র পাক করিয়া সেই তৈল ক্ষতে প্রয়োগ করিবে।

মন্তব্য। খোস, ফোড়া, ঘা ও বসন্ত ভাল হইয়া গেলেও রোগী শরীর শোধনার্থ কিছুদিন নবায়স লৌহ বা নৃপতিবল্লভ সেবন করিবে।

আমাদের ঔষধ।

বমন ও বিরেচনের পর ১নং পঞ্চপল্লব—অনুপান সারস্বত ঘৃত। সারস্বত ঘৃতের অভাবে কেবল ১ বা ৩নং পঞ্চপল্লব অনুপান মধু। ক্ষত হইবার পর ১ নং পঞ্চপল্লব ও মহেন্দ্ররসাযন একবেলা। সারস্বত ঘৃত একবেলা। প্রলেপাদি পূর্ব্ববৎ।

১০ম প্রকরণ।

রোমান্তিকা বা হাম।

হঠাৎ জ্বর হয়, সর্দ্দি বোধ হয়, শীত হয়, কম্পও হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে শরীর হইতে যেন আগুনের ভাপ উঠিয়া থাকে, হাঁচী হয়, চোখে ও নাকে জল সরে, খুস খুস করিয়া কাসি হয়, গায়ে

হাত দিলে গরম বোধ হয়, রক্তের তাপ সচরাচর ১০১ হইতে ১০৩ পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে, রোগ কঠিন হইলে তাপ আরও বৃদ্ধি হয়, এমন কি চামড়া ঝলসিয়া যায়। মুখ টসটসে ও ফুলো ফুলো হয়। গলায় ব্যথা হইতে পারে।

জ্বরের চতুর্থ দিনেই প্রায় হাম বাহির হয়। প্রথমে চিবুক ও মুখে দেখা দেয়। ক্রমে গায়ে ও হাতে পায়ে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। দাগ গুলি ছোট ছোট হয়, মনে হয় যেন মশা কামড়াইয়াছে। এক এক স্থানে অর্দ্ধচক্রাকারে কতকগুলি করিয়া বাহির হয়। টিপিলে অদৃশ্য হয়, কিন্তু পরক্ষণেই জাগিয়া উঠে।

ছোট ছোট ছেলের জ্বরের সঙ্গে খুসখুস করিয়া কাসি হইতে থাকিলে এবং চক্ষু লাল হইলে অথচ সেই সময়ে দেশে হাম বসন্ত হইতে থাকিলে প্রায়ই বলা যাইতে পারে যে ছেলের হাম হইবে।

হাম গায়ে চারি কি পাঁচ দিন থাকে। শেষে শুকাইয়া যায় এবং খোলস উঠিতে থাকে। হাম বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত জ্বরের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। পরে কমিয়া যায়। কিন্তু পীড়া উৎকট হইলে সে ভাবটী আর হয় না। রোগী দাহে অস্থির হইয়া থাকে। হয়তো দুরন্ত অতিসার হয়, হয়তো অতিসারেই মৃত্যু হয় অথবা জ্বর বিকারে পরিণত হয়।

হাম বাহির হইবার পর শরীরে পাখসেটে গন্ধ হয়। জ্বর সর্ব্ব শুদ্ধ নয় হইতে এগার দিন পর্য্যন্ত থাকে।

লোকে হামকে বসন্তের বড়দাদা কহে। কেমনা, ইহার যন্ত্রণা ও ক্রিয়া অতিশয় উৎকট *। দাহ কখন কখন এত

* আবার হাম ও বসন্ত উভয়েই পিত্তশ্লৈষ্মিক রোগ। বোম্বাই বসন্ত পরিণামে বাতশ্লৈষ্মিক হয়। কেননা গ্রন্থিসকল বাতশ্লেষ্মার স্থান।

অধিক হয় যে, মনে হয় যেন দাবানলের মধ্যে বসিয়া আছি। নাক কাণ ও চোখ দিয়া স্রাব বাহির হইতেও পারে। গলার বীচি সকল ফুলিয়া উঠে এবং অতিশয় টাটাইয়া থাকে। উদরে সাঙ্ঘাতিক বেদনা হয় এবং প্রস্রাবের উৎকট পীড়া হইতে পারে।

রোগী অতিশয় শুষ্ক হইলে হাম হঠাৎ মিলাইয়া যাইতে পারে। ইহাকেই হামের "লাট খাওয়া" বলে। আর লোকে এই ভয়েই রোগীকে লঙ্ঘন দিয়া শুষ্ক করিতে চাহে না। কিন্তু রোগীকে লঙ্ঘন না দিলে অতিসার ও শ্লেষ্মা হইতে পারে।

ব্যবস্থা। বমন করাইতে হয়, বিরেচনও দিতে হয়। কিন্তু সামান্য সামান্য স্থলে প্রথম হইতেই মসূর বা মুগের যূষ ও খদিরাষ্টক সেবন করাইতে থাকিলে রোগ আর বাড়ে না। রোগী কিঞ্চিৎ শুষ্ক হইয়া আসিলে ডাইলের যূষ ঘৃতে উত্তমরূপে সাতলাইয়া দিবে। আর খদিরাষ্টক পাচনেও এক আধতোলা ঘৃত মিশ্রিত করিবে। কিন্তু অতিসারের বেগ থাকিলে রোগীকে শুষ্ক বলা যায় না। অতিসারে ঘৃত দিবে না। আর অতিসারে খদিরাষ্টক বন্ধ রাখিয়া বিল্বাদি পাচন দিবে। বিল্বাদি পাচন যথা ;—

বেলশুঁঠ, গোলঞ্চ, কুড়চী ও মুথা।

বিকারে বিকারের চিকিৎসা করিবে। অর্থাৎ দশমূল পাচন প্রভৃতি দিবে। বিকারের সহিত অতিসার থাকিলে দশমূলের সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দিবে। বিকারে লক্ষ্মীবিলাস, বেতালরস ও রসসিন্দূর ব্যবহার করা যাইতে পারে। হামের দাহে বসন্তের কোন একটী প্রলেপ সর্ব্বাঙ্গে মাখিবে।

আমাদের ঔষধ।

জ্বর হইলেই পঞ্চপল্লব ১ নং। অনুপান মধু। তৃতীয় দিন হইতে পঞ্চপল্লব অর্দ্ধমাত্রা অনুপান সারস্বত ঘৃত। দাহে শরীরে সারস্বত ঘৃত মাখিবে।

১১শ প্রকরণ।

কলেরা বা বিসূচিকা।

কলেরার চলিত নাম ওলাউঠা [ওলাউঠা অর্থাৎ ভেদ ও বমি] এই রোগ বাজারে অধিক উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বাজারভর কহিয়া থাকে। যাহারা বাজারের প্রস্তুত আহার অধিক ভক্ষণ করে, তাহাদেরই এই রোগ অধিক হয়। স্বপক্ক অর্থাৎ ঘরের প্রস্তুত করা আহার পরিমিত মাত্রায় পান ভোজন করিলে এ রোগ হয় না। এ সম্বন্ধে সুশ্রুতের এই বচনটী সকলেরই মুখস্থ রাখা উচিত ;—

ন তাং পরিমিতাহারা লভন্তে বিদিতাগমাঃ।
মূঢ়াস্তা মজিতাত্মানো লভন্তেঽশনলোলুপাঃ॥

অর্থাৎ এ রোগ মিতাহারী ধীর প্রকৃতি লোকের হয় না। আহারলোভী মূর্খদেরই এ রোগ হইয়া থাকে।

আমাদের শাস্ত্রে কলেরাকে সংক্রামক রোগ বলে না। তবে কলেরার ভয়ে কলেরা হইতে পারে। কারণ ভয়ে আহার জীর্ণ হয় না। ইংরাজীমতে এ রোগ সংক্রামক বটে, কিন্তু ইংরাজী পুস্তকেই লিখিয়াছে যে কলেরা রোগীর বিষ্ঠা ভক্ষণ করাইয়াও সুস্থলোকের কলেরা উৎপাদন করা যায় নাই।) দেশে কলেরা

হইলে বাজারের আহার পরিত্যাগ করিবে। বিশুদ্ধ অথচ পরিমিত আহার করিবে এবং আহারের পর ভয় পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে। রোগীর পরিবারেরা অতিশয় লঘু ভোজন করিবে।

দেশে কলেরা দেখা দিলে অম্লপিত্ত রোগীরা সাবধান হইবে। কেননা এ রোগ তাহাদেরই অধিক হয়।

কলেরা দুই প্রকার;—পৈত্তিক ও সাংঘাতিক।

পৈত্তিক বিসূচিকা বা ব্রিটিশ কলেরা।*

ইহা গ্রীষ্মকালেই অধিক হয়। আর গরমই ইহার কারণ। এই পীড়া সর্দ্দিগরমীর ন্যায় হঠাৎ হয়। উপরি উপরি ভেদবমি হয়, পরিমাণেও অধিক হয়, তরল হয় আর সবুজ বা কৃষ্ণবর্ণ হয়। পেটের ভিতর দারুণ যাতনা হয়, অতিসার মোচড়ানী ও কামড়ানী হয়, রোগী অবসন্ন হয়, হাত পা ও পেটে খিল ধরিয়াও থাকে, হিক্কাও হইতে পারে, নিশ্বাসে টানও হইতে পারে। হাত ও পা ঠাণ্ডা হয়। দরদর করিয়া ঘাম বাহির হয়। রোগী যাতনায় অজ্ঞান হইতেও পারে। তবে রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয় না। উপদ্রব সকল আপনা হইতেই প্রায় দ্বিতীয় দিনে নিবৃত্ত হয়। রোগ প্রায় দিবাভাগেই হয়। নাড়ী সর্ব্বদাই থাকে।

সর্দ্দিগরমীর সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহাতে ভেদ ও

---

* কেহ কেহ ইহাকে পিত্তশ্লেষ্মোল্বণ সন্নিপাত বা ভল্লুসন্নিপাত কহেন। সুশ্রুতের চিকিৎসা পাঠ করিলে বোধ হয়, যে তিনি বিসূচিকা শব্দে এসিয়াটিক্ কলেরাই প্রধানরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন।

ঘর্ম্ম হয়। অথবা ভেদ ও ঘর্ম্ম হয় বলিয়াই ইহা সন্দিগরমীর ন্যায় সহসা সাজ্যাতিক হয় না। *

অজীর্ণ অবস্থায় শরীরে অতিশয় অগ্নিতাপ বা সূর্য্যতাপ লাগিলে কখন কখন পেট কুলকুল করিয়া উঠে, তাড়াতাড়ি দাস্তে যাইতে হয়। এরূপ অবস্থায় পৈত্তিক বিসূচিকা হইতে পারে। অজীর্ণ পিত্ত সেই তাপে কুপিত হইয়া নির্গত হইতে থাকে এবং শ্লেষ্মা কোষ্ঠ সমূহের প্রাচীর হইতে নির্গত হইয়া উহার সহিত মিলিত হয়। এই জন্যই প্রচুর পরিমাণে সবুজবর্ণ তরল বিষ্ঠা নির্গত হইয়া থাকে। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে এই রোগের জন্মস্থান যকৃৎ ও পাকস্থলী।

ব্যবস্থা। ভেদ বমি যেমনই হউক্ না কেন রোগীকে আধভরি সৈন্ধব লবণ ও আধভরি সোডা জলের সহিত প্রথমেই পান করাইবে। অথবা নারিকেল ক্ষার ও সোডা তুল্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ঐরূপে পান করাইবে। তৃষ্ণায় বরফচূর্ণ পান করিলে উপকার হয়। যদি ঔষধ বমি হইয়া যায়, তবে পুনশ্চ দিবে। বমি ও দাস্ত বন্ধ হইলে এ ঔষধ দিবে না। বমি যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দেওয়া যায়, দাস্তের রং পীতবর্ণ হইয়া আসিলে এবং পরিমাণে কম্ পড়িলে আর দিবে না।

ভেদ বমি হইয়া পেট খালি না হইলে অন্য ঔষধ দিবে না।

---

* শাস্ত্রে যে অলসক রোগের উল্লেখ আছে, তাহা এক প্রকার সন্দিগরমী। ভোজনান্তে যে সন্দিগরমী হয়, অলসকের লক্ষণ তাহার অসদৃশ নহে। অথবা আহারের অজীর্ণ অবস্থায় গরম লাগিলে যে সন্দিগরমী হয়, তাহাই অলসক। আর অলসক রোগে ভেদবমি ও ঘর্ম্ম হইতে থাকিলে, তাহাকেই পৈত্তিক কলেরা বলা যায়। আবার আহারের অজীর্ণ অবস্থায় শীত লাগিলে যে সন্দিগরমী হয়, তাহাকে বিলম্বিকা বলা যাইতে পারে। আর বিলম্বিকা রোগে ভেদবমি ও ঘর্ম্ম হইলে এসিয়াটিক কলেরা বলা যায়।

পেটখালি হইয়া গেলে বিল্বাদি পাচন অল্প মাত্রায় বারবার দিবে। পেট নিতান্তই ধরান আবশ্যক বোধ হইলে অথচ অধিক ঘর্ম্ম না থাকিলে বিল্বাদি পাচনের সহিত দুই গ্রেণ আফিং গুলিয়া দিবে। এ রোগে আফিং ও ব্রাণ্ডী দিবার আপত্তি নাই, তবে এই কথাটী মনে রাখিতে হইবে যে আফিং ঘর্ম্ম উৎপাদন করে এবং মূত্র বন্ধ করে। আর ব্রাণ্ডী ঘর্ম্ম নাশ করে কিন্তু মূত্র বন্ধ করে।

ভেদবমি এ রোগের সাত্যাতিক উপসর্গ নহে। ইহার সাত্যাতিক উপসর্গ বায়ু বিকার। আবার বায়ু বিকারের যত গুলি উপদ্রব আছে, তন্মধ্যে খল্লী (খিল ধরা) ও মূত্ররোধ প্রধান। মূত্ররোধ হইলেই বুঝিবে যে মস্তিষ্ক দূষিত হইয়াছে।

রোগের প্রথম অবস্থায় লবণ ও সোডা অথবা নারিকেল ক্ষার ও সোডা ভাল। আর পেটখালি হইয়া আসিলে দশমূল পাচন ও শুঁঠচূর্ণ ভাল। এই যোগটী নিম্নলিখিত কয়েকটী রোগে নির্দ্দিষ্ট আছে ;—

দশমূলী কষায়েণ বিশ্বমক্ষসমং পিবেৎ জ্বরে চৈবাতিসারেচ সশোথে গ্রহণী গদে। অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, শোথ ও গ্রহণী রোগে দশমূলীর ক্বাথ ও দুই তোলা শুঁঠচূর্ণ পান করিবে। অথবা যে রোগে জ্বর অতিসার শোথ ও গ্রহণীরোগ চারিটীই আছে, তাহাতেও পান করিবে।

শাস্ত্রে পুনশ্চ লিখিত হইয়াছে যে বায়ুবিকারের পক্ষে দশমূল উৎকৃষ্ট, বাতশ্লেষ্মার পক্ষে আরও উৎকৃষ্ট। ইহা পান করিলে ঘর্ম্ম নিবারিত হয়, হাত পা গরম হয়, মস্তিষ্ক দোষ অর্থাৎ তন্দ্রা প্রভৃতি নষ্ট হয়, হৃদয়ের বল হয় এবং মূত্ররোধ দূর হয়।

দুই তোলা দশমূল থেঁতো করিয়া চারিসের জলে সিদ্ধ কর।

দুই সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লও। শীতল হইলে তাহা হইতে আধ ছটাক পরিমাণ গ্রহণ কর এবং তাহার সহিত সিকি ভরি পরিমাণে শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত কর। তাহাই রোগীকে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে থাক। উপকার হইলেই ঔষধ বন্ধ কর, পরে ছয় ঘণ্টা অন্তর দিতে থাক। তৃষ্ণা অধিক থাকিলে শুঠচূর্ণ বার বার দিও না। কেবল দশমূল পাচনই অল্প অল্প করিয়া পান করাইতে থাক। মুখ শুষ্ক হইলেই পাচন দিতে হইবে; তৃষ্ণা বোধ কখনই করিবে না। মুথার পাচন ও তৃষ্ণা নাশক, ঐ নিয়মেই পাক করিয়া দিতে হয়।

হাত পায়ে বা অন্য স্থানে খিল ধরিলে তপ্ত দশমূল পাচনে কাপড় ভিজাইয়া স্বেদ দাও। কিংবা কুড়চূর্ণ ও সৈন্ধব কাজী ও তিল তৈলের সহিত উষ্ণ করিয়া মালিস কর। কিংবা সুশ্রুতের ভল্লাতক তৈল বা রাস্নাদি তৈল মালিস কর।

মন্তব্য। ভেদবমি হইলেই কলেরা মনে করিও না। জ্বরের পূর্ব্বেও উপর্য্যুপরি ভেদবমি হইতে পারে। এরূপ স্থলে ভেদবমি বন্ধ করিলে বিকার হইতে পারে। যদি ভেদবমির সহিত নাড়ী চঞ্চল ও দেহ উষ্ণ থাকে, অথচ দরদর করিয়া ঘাম না হয়, তবে প্রবল জ্বর হইবারই সম্ভাবনা। আবার জ্বরের সঙ্গে ভেদবমি থাকিলেও কলেরা বলিয়া মনে করিতে নাই।

পথ্য। ১২ ঘণ্টার মধ্যে পথ্য দিবে না। তৎপরে শুঠচূর্ণ ও দশমূলের সহিত মাংসের ঝোল কি না কই মাগুরের ঝোল সিদ্ধ করিয়া দিবে। কিংবা মুগের ঝোল বা মসূরের ঝোল বা গাঁদালের ঝোল দিবে।

আমাদের ঔষধ।

দাস্ত বা বমন আরম্ভ হইলে একটা এক নম্বর পঞ্চপল্লব শুঠচূর্ণ

ও মধুর সহিত পান করিবে। আধ ঘণ্টা পরে আধ ভরি কলেরা চূর্ণ ঠাণ্ডা জলের সহিত দিবে। পরে আর তিন ঘণ্টা ঔষধ দিবে না। কেবল পেটে সারস্বত তৈল মালিস করিবে। তৃষ্ণা হইলে দশমূলের জল পূর্ব্বোক্ত নিয়মে পান করিবে। নাড়ী ক্ষীণ হইলে ২নং পঞ্চপল্লব দিবে।

বাত শ্লৈষ্মিক বিসূচিকা বা এসিয়াটিক কলেরা।

এই রোগ হঠাৎ হইতে পারে। মৃত্যু কখন কখন আধ ঘণ্টার মধ্যে হয়। কখন বা রোগী প্রথম দাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রাহতের ন্যায় পতিত হয়। কিন্তু সচরাচর একপ ঘটনা হয় না।

পৈত্তিক কলেরাকে দ্রুবন্ত অতিসারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে, আর এই কলেরাকে দ্রুবন্ত রক্তস্রাবের সহিত তুলনা করা যায়।

প্রথম অবস্থা। প্রথম দুই চারি ঘণ্টা হয় তো সামান্য ভেদ হইয়া থাকে। হয় তো সমস্ত দিনই সামান্য ভেদ হয়। ভেদের সহিত কোন প্রকার যন্ত্রণা থাকে না। সুতরাং রোগী বিশেষ লক্ষ্য করে না। ভেদের সঙ্গে সঙ্গে হাত পা কাঁপিয়া থাকে, দুর্ব্বলতা অনুভূত হয় এবং মাথাও ঘুরিয়া থাকে। এই লক্ষণ গুলিকে কলেরার বাতিক লক্ষণ বলা যায়।

দ্বিতীয় অবস্থা। রোগ প্রায় রাত্রেই বলবান হয়। দাস্ত পাতলা ও পরিমাণে অধিক হয়, পেট হইতে এক এক বারে এক এক সরা জল হড়াস করিয়া বাহির হয়, দাস্তে গন্ধ থাকে না, পিত্ত থাকে না, বং আমানীর মত হয়। বমি হইতে থাকে আবার নাও হইতে পারে। গল গল করিয়া শীতল ঘাম বাহির

হয়, পেটে অতিশয় জ্বালা বোধ হয়, রোগী পাঙাস হইয়া যায়। মল যেমন বাহির হয়, খিল ও তৃষ্ণা তেমনই সঙ্গে সঙ্গে হইতে থাকে। এমন কি প্রত্যেক দাস্তের পরক্ষণেই রোগী খিল ধরিয়াছে বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে এবং জল দাও জল দাও বলিয়া কাতরতা করে। কিন্তু জল যতই দাও, তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইবে না। আর জল শরীরে শোষিত না হওয়াতে ক্রমে পেট ফুলিয়া টব্ টব্ শব্দ হইতে থাকে। নাড়ী সরু ধারে শীঘ্র শীঘ্র বহিতে থাকে অথবা একবারেই দমিয়া যায়। নিশ্বাস শীঘ্র শীঘ্র পড়ে এবং টান হয়। রোগী অস্থির হইয়া পড়ে, এপাশ ওপাশ করিতে থাকে, বাতাস করিতে বলে, আবার বাতাস করিলে হাঁপাইয়া উঠে, প্রস্রাব বন্ধ হয়, শরীর চুপসিয়া যায়, কিন্তু মৃত্যু শীঘ্র হইলে শরীরের বিশেষ বিকৃতি হয় না। মুখ বসিয়া যায়, দেখিলে মায়া হইয়া থাকে, দৃষ্টি ঝাপসা হয়, চোখ বসিয়া যায়, আর চোখের চারি কোলে একটী কাল দাগ পড়িয়া থাকে, আওয়াজ বসিয়া যায়, হিমাঙ্গ হয়। মাংসের উপর চিমটী কাটিলে অনেকক্ষণ চিমটিয়া থাকে, পরে আস্তে আস্তে পূরিয়া উঠে। ক্রমে নিশ্বাস ঠাণ্ডা হইয়া আসে, শরীরে শবের গন্ধ বাহির হয়, রোগী সংজ্ঞা হীন ও স্পন্দহীন হইয়া থাকে, পরে মৃত্যু হয়। রোগীর সংজ্ঞা প্রায় শেষ পর্য্যন্ত থাকে, তন্দ্রা হয় বটে কিন্তু ডাকিলে চমকিয়া উঠে, জিজ্ঞাসা করিলে হয় তো বলে যে “ভাল আছি।”

তৃতীয় অবস্থা। দ্বিতীয় অবস্থায় মৃত্যু না হইলে রোগীর অবস্থার ক্রমশঃ পরিবর্ত্ত হয়। প্রস্রাব হয়। অল্পে অল্পে নাড়ী আসিতে থাকে। অথবা নাড়ী আসিলেই বলা যাইতে পারে যে রোগীর প্রস্রাব হইয়াছে। গা গরম হইতে থাকে। এবং জীবনের ভাটা দূর হইয়া ক্রমশঃ জোয়ারের সঞ্চার হয়।

চতুর্থ অবস্থা। নাড়ী ক্রমশঃ বেগবতী হইয়া উঠে, এবং জ্বর হইতে পারে। সেই জ্বর বিকারে পরিণত হইলে মৃত্যু হইতে পারে।

কোন কোন মতে রোগী ১৮ ঘণ্টা জীবিত থাকিলে প্রায় মরে না।*

---

* সর্দ্দি গরমীর সহিত ইহার প্রভেদ এই যে ইহাতে ভেদ ও ঘর্ম্ম হয় এবং নাড়ী দমিয়া যায়। অজীর্ণ অবস্থায় হঠাৎ শীত লাগিলে কখন বা সর্দ্দি গরমী হয়, কখন বা রক্তাতিসার হয়, কখন বা এই রোগ হয়। পাকস্থলীর রোগে বলা হইয়াছে যে আহারের পর ৩।৪ সেরের অধিক শ্লেষ্মা পাকস্থলীতে ক্ষরিত হইয়া থাকে, এই শ্লেষ্মা আহার রসের সহিত পুনর্ব্বার শরীরে শোষিত হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি এরূপ মনে করা যায় যে, ঐ রস শরীরে শোষিত না হওয়া কোন কারণে অধোমার্গে স্রাবিত হইলেও হইতে পারে, তাহা হইলে ইহাও অনুমান করিতে হইবে যে, রোগীর মৃত্যু হইতে পারে, কেন না শ্লেষ্মাই শরীরের বল।

আর এইরূপ অনুমান করিবার পক্ষেও যথেষ্ট কারণ আছে যে, বাতশ্লৈষ্মিক বিসূচিকায় শরীরের সকল স্থান হইতে শ্লেষ্মা আসিয়া পাকস্থলীতে উপস্থিত হয়, পরে প্রবল বেগে অধোমার্গে নিষ্ক্রান্ত হইতে থাকে। এই জন্যই দাস্তের রং শাদা হয়। যেহেতু শ্লেষ্মাই ইহার উপাদান, অতএব রোগের প্রধান উৎপত্তি-স্থান পাকস্থলী ও ফুসফুস।

যেমন অতিশয় রক্তস্রাবের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী হঠাৎ দমিয়া যায় এবং মৃত্যু হইতে পারে অথচ মৃত্যু না হইয়া রক্ত আপনি বন্ধ হইয়া গেলে রোগী ঔষধ বিনাও ক্রমশঃ আস্তে আস্তে আপনি সুস্থ হয়, সেইরূপ এই রোগেও শ্লেষ্মার স্রাবের সঙ্গে সঙ্গে নাড়ী দমিয়া যায় এবং মৃত্যু হইতে পারে, অথচ মৃত্যু না হইয়া শ্লেষ্মার স্রাব আপনি বন্ধ হইয়া গেলে, রোগী ঔষধ বিনাও ক্রমশঃ আস্তে আস্তে আপনি সুস্থ হয়। যেমন অতিশয় রক্তস্রাব ঔষধ দ্বারা বন্ধ করিবার সময় পাওয়া যায় না, সেইরূপ এ রোগে অতিশয় শ্লেষ্মার স্রাবও ঔষধ দ্বারা বন্ধ করিবার সময় পাওয়া যায় না। শাস্ত্রে কহে যে বায়ু কুপিত হওয়াতেই শ্লেষ্মা এইরূপে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং বায়ু শীতল; উহা অগ্নিতাপে শান্ত হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা। প্রথমাবস্থায় শঙ্খাদি চূর্ণ কিম্বা দ্বিরুত্তর হিঙ্গাদি চূর্ণ কিম্বা নারিকেল ক্ষার ও সোডা একত্র দিবে। অথবা শুঁঠচূর্ণ ও দশমূল পাচন একত্র করিয়া দিবে।

দ্বিতায় অবস্থায় রোগীর নিকটে অগ্নি স্থাপন করিবে। সর্ব্বাঙ্গে বালুকা স্বেদ দিবে। কিম্বা কাজীর স্বেদ দিবে। স্বেদ শীঘ্র শীঘ্র দিবে, যেন বিরাম না হয়। চারি পাঁচ জনে চারি পাচটা পুটলী করিয়া স্বেদ দিবে। মাথায় পায়ে হাতে ও তল-পেটে স্বেদ দিবে। দক্ষিণ বক্ষেও স্বেদ দিবে। পা ও হাত

এই রোগে রক্তের শ্লেষ্মা পাকস্থলী ও অন্ত্র দ্বারা অধোমার্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। অতএব যদি রোগীকে লবণ যুক্ত দশমূল জল পান করাইয়া পাকস্থলী পূর্ণ করা হয় এবং পূর্ণ মাত্রায় অন্ত্র ন্ত্রিক বস্তি দেওয়া হয়, অথচ রোগীর গাত্র অগ্নিতাপে অতিশয় উষ্ণ করা হয় তবে রোগ থাকিতে পারে না বলিয়াই মনে হয়। লবণ যুক্ত দশমূল জল বায়ুনাশক, বস্তি বায়ুনাশক এবং অগ্নিতাপ বায়ুনাশক। এ দিকে আবার পাকস্থলী ও অন্ত্র দশমূলের জল ও বস্তি দ্রব্যে পূর্ণ থাকাতে শ্লেষ্মা সঞ্চিত বা নির্গত হইবার অবসর পায় না, কেন না দুই বস্তু এক স্থান অবরোধ করিতে পারে না।

রোগীকে প্রথমেই অগ্নিতপ্ত স্থানে স্থাপিত করা উচিত, উহার সর্ব্বাঙ্গ তপ্ত করা উচিত। কেন না এই উপায়ে বায়ু (Nervous exaggeration) সদ্য সদ্য শান্ত হয়। বায়ু কিঞ্চিৎ শান্ত না হইলে উহার বেগে দশমূল জল ও বস্তি দ্রব্য ঊর্দ্ধ ও অধোমার্গে বেগে নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে, সুতরাং ফল না হইতে পারে।

চিকিৎসক আশুঘাতী এসিয়াটিক কলেরায় এইরূপেই চিকিৎসা করিবেন।

ডাক্তার মরে (Dr. Murray) বলেন যে আধ আউন্স লবণ, আধ ড্রাম সোডা এবং দশ ছটাক গরম জল একত্র করিয়া পিচকারী দিবে। তাহাতে খিল ধরা নিবৃত্তি হয়, পেটের যাতনা যায়, দাস্ত বন্ধ হয়, ঘুম আসে এবং নাড়ী আসিয়া থাকে। এসিয়াটিক কলেরায় পিচকারী এরূপ উপকারী হইলেও না দেওয়া হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, চিকিৎসকেরা বোধ হয় কেবল সংক্রামণের ভয়েই রোগের সহিত ওরূপ সাক্ষাৎ যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত নহেন।

সর্ব্বদা উষ্ণ রাখিবে। তৃষ্ণায় অগ্নিতাপ, দাহে অগ্নিতাপ, খিল ধরিলে অগ্নিতাপ এবং ঘাম হইলেও অগ্নিতাপ দাও। রোগী নাড়ী হীন ও অচেতন হইলেও অগ্নিতাপ দাও।

বমি ও মলে রং থাকিলে বন্ধ না করিলেও চলে। কিন্তু এসিয়াটিক কলেরার জলবৎ ভেদ ও বমি বন্ধ করিতে পারিলেই মঙ্গল। বস্তি ভিন্ন ভেদ সহসা বন্ধ করা যায় না। রোগীকে অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে। আর বস্তির পাচনে তৈল ও মধু যোগ না করিয়া পাচনের অর্দ্ধ আমানী যোগ করিতে পারিলে শীঘ্র কাজ হইবে। পূর্ব্বে যেরূপ দশমূলের জল পাক করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ জল, এক ভরি সৈন্ধবের সহিত, রোগীকে আকণ্ঠ পান করাইবে। যদি তাহা বমি হইয়া যায়, তবে পুনশ্চ পান করাইবে।

চিকিৎসকের প্রধান কর্ত্তব্য ভেদ বমি বন্ধ করা। কেননা এসিয়াটিক কলেরার ভেদ বমি ও রক্তস্রাব একই জিনিষ। ভেদ বমি বন্ধ হইলে রোগী আপনিই বাঁচিয়া যাইতে পারে।

যদি ভেদ বমি বন্ধ হইবার পর বিকার থাকিয়া যায়, তবে

একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলেন যে ডাক্তার গুডিভ একবার দুইজন চাকরকে এরণ্ড তেলের পিচকারী দিয়া আরাম করিয়াছিলেন। এরণ্ড তেলের সহিত কয়েরর খোটা করিয়া লডেনম যোগ করা হইয়াছিল। পিচকারী দিবার পর পিচকারীর নল কিছুক্ষণ ধরিয়া গুহ্যের মধ্যে রাখা হইয়াছিল, পরে খুলিয়া লইয়া বস্তি দ্রব্য বাহির হইয়া আসিলে, দ্বিতীয় বার বস্তি দেওয়া হইয়াছিল।

বাগ্‌ভট বলেন যে, ঔষধ জীর্ণ হইয়াই শরীরের উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু কলেরা প্রভৃতি রোগ পাচকাগ্নি আপনা লইয়াই ব্যস্ত, ঔষধ জীর্ণ করিবে কে? অতএব কলেরা প্রভৃতি রোগের উৎকট অবস্থায় ঔষধ দিবে না। রোগীকে সংশোধন করিবে অর্থাৎ বমন বিরেচন ও বস্তি দিবে। প্রথমে বচচূর্ণ, সৈন্ধব ও মদন ফলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করাইয়া বমন করাও। পরে বিরেচন ও বস্তি দিবে।

বিকারের চিকিৎসা করিবে। রোগীকে অগ্নিতাপ দিবে। আর দশমূল জল পান করাইবে। মুখ শুষ্ক হইলেই ঐ জল একটু একটু দিবে। প্রত্যেক বারে আট দশ ফোঁটা গোঁড়া নেবুর রস যোগ করিবে। তৃষ্ণায় টাটকা আমানী পান করিতে দেওয়া যায়। ভেদ বমির বর্ণ আমানীর মত হইলে যদি রোগীকে সৈন্ধবের সহিত আকণ্ঠ আমানী পান করান যায় আর গুহ্যদ্বারে সৈন্ধবের সহিত তপ্ত আমানীর পিচকারী দেওয়া যায়, তবে আর কোন ঔষধ লাগে না। এই যোগটী আমাদের কল্পিত। দরিদ্র রোগীর এইরূপ চিকিৎসাই সুবিধা। ৪।৫ বৎসরের শিশু দুই দাস্তেরও অপেক্ষা সয় না। দশমূল পাচন প্রস্তুত করিবার সময় পাওয়া যায় না। উহাকে প্রথম দাস্তের পরই আমানীর বস্তি দিবে।

ভেদ বমি বন্ধ হইবার পর যে সকল উপদ্রব থাকিবে তাহাতে দশমূল জল পান করাইবে আর অগ্নিতাপ দিবে। ডাক্তারী চিকিৎসায় রোগীর চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ জ্বর প্রায়ই ঘটে, কিন্তু বাঙ্গালা চিকিৎসায় চতুর্থ অবস্থা ঘটে না, আর যদিই ঘটে তবে সে স্থলে দশমূল পাচনই যথেষ্ট।

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় নিম্নলিখিত নস্য ও অঞ্জন দিবে;—

(ক) রোগীর তন্দ্রা হইতে দিবে না। তন্দ্রা আসিলে চোখে রসোনের রস দিবে। নাকে আদা কিম্বা শুঁঠের নস্য দিবে। সুশ্রুত বলেন যে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ডহরকরঞ্জার ফল, হরিদ্রা ও মাতুলুঙ্গীর (গোঁড়া নেবুর) মূল সমান সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া বটী করিবে এবং ছায়ায় শুকাইয়া রাখিবে। এই বটিকার অঞ্জনের এমনই একটী প্রভাব যে তাহাতে বিসূ-চিকার সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হয়।

কিন্তু তন্দ্রা (Syncope) ও নিদ্রা এক নহে। রোগী নিদ্রা গেলে তাহাকে নস্য বা কাজল দিয়া জাগাইতে নাই। আবার নাড়ী না থাকিলে রোগীর নিদ্রা যাওয়া সম্ভব হয় না, তন্দ্রা যাওয়াই সম্ভব।

ভেদ বা বমি অধিক হইতে থাকিলে একখানি কাটারী আগুনে বেশ করিয়া তাতাইয়া গোড়ালীর পিঠে ছাঁকা দিবে। যেন রোগী চমকিয়া উঠে। আর এই সময় নাকে শুঁঠের নস্য দিবে।

খিল ধরিলে কুড়চূর্ণ ও সৈন্ধব আমানীর সহিত গরম করিয়া মালস করিতে হয়।

তৃষ্ণা অসহ্য হইলে বমি করাইবে। নিমছাল, গোলঞ্চ, ডহর-করঞ্জার ফল, আপাঙ্গের বীজ, শ্বেত তুলসীর বীজ ও ইন্দ্রযব অথবা তদভাবে নিমছাল, গোলঞ্চ ও ইন্দ্রযব সর্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা, জল চারি সের ও পাকান্তে দুই সের গ্রহণ করিবে। এবং রোগী যতটা একবারে পান করিতে পাবে, ততটা পাচনে সৈন্ধব এক তোলা ও মধু এক তোলা যোগ করিয়া পান করাইবে।

রোগীর চক্ষু লাল হইলে আমলকী চূর্ণ, কিঞ্চিৎ ঘৃত ও যথা পরিমাণ কাঁজী বা আমানীর সহিত মিশ্রিত করিয়া, কপালে ও মাথার তালুতে প্রলেপ দিয়া মাথায় বাতাস করিতে থাকিবে।

কলেরা রোগী হাঁপাইতে থাকিলে মাথায় পাথার বাতাস দিবে।

কাঠ বমি হইতে থাকিলে এক আধ তোলা গোলঞ্চের রস কিঞ্চিৎ মধুর সহিত চাটিতে দিবে।

হিক্কাতে দশমূলের জল দিবে, এবং ঐ জলের সহিত দুই চারি কোঁটা আদার রস ও গোঁড়া নেবুর রস দিবে। মৃগনাভি

অতিশয় হিক্কানাশক ; উহা দশমূলের সহিত গুলিয়া দেওয়া যায়।

ধন্বন্তরি কহেন যে বিসূচিকারোগীর দন্ত ওষ্ঠ ও নখ নীল হইয়া গেলে, চেতনা অল্প হইয়া আসিলে, বমি ও ভেদ অধিক হইয়া থাকিলে, চোখ বসিয়া গেলে এবং আওয়াজ দমিয়া গেলে সে আর বাঁচে না।*

আমাদের ঔষধ।

পৈত্তিক কলেরার ন্যায়।

---

১২ প্রকরণ।

পাকস্থলী ও গ্রহণীর রোগ।†

অন্নবমি। কাহারও কাহারও আহারের পর হড় হড় করিয়া অন্ন বমি হইয়া যায়। লোকে ইহাকে সচরাচর অন্নরোগ কহে।

---

* কেহ কেহ বলেন যে বিসূচিকা ও কলেরা এক নহে। কিন্তু ধন্বন্তরির এই লক্ষণটী এসিয়াটিক কলেরার ছবি বলিলেও দোষ হয় না।

† পাকস্থলীকে সংস্কৃত ভাষায় আমাশয় কহে। অন্ন মুখদ্বারা আমাশয়ে উপস্থিত হইলে আমাশয়ের গাত্র হইতে এক প্রকার অম্লরস অতি সূক্ষ্মধারায় নিঃসৃত হইয়া অন্নের সহিত মিশ্রিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এই রসকে ক্লেদন শ্লেষ্মা বলে, ইংরাজিতে গ্যাষ্ট্রিক যূষ বলে। ডাক্তার ব্রিণ্টন বলেন যে দিবারাত্রে এই রস দশ হইতে কুড়ি পাইণ্ট পর্য্যন্ত নিঃসৃত হয়। পাকস্থলীর বায়ুশক্তি (Nervous function) ক্ষীণ হইলে কখন কখন অন্ন পাকস্থলীতে প্রবেশ করিবামাত্র, ক্লেদনরস সহসা ভূরি পরিমাণে বাহির হয়। রোগী আহার কালে তাঁহা বুঝিতে পারে, কেননা কুল্ কুল করিয়া শব্দ হয় এবং উদর স্পন্দিত হইয়া থাকে : রোগী তখন হয়তো কহে "আজি ক্ষুধা বেশ আছে বটে কিন্তু আজি আমার পেট কামড়াইবে।"

পাক ক্রিয়া। অন্ন ক্লেদন রসের সহিত মিশ্রিত হইলে পাকস্থলী উহাকে "বাম হইতে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ হইতে বাম দিকে পুনঃ পুনঃ সঞ্চালন
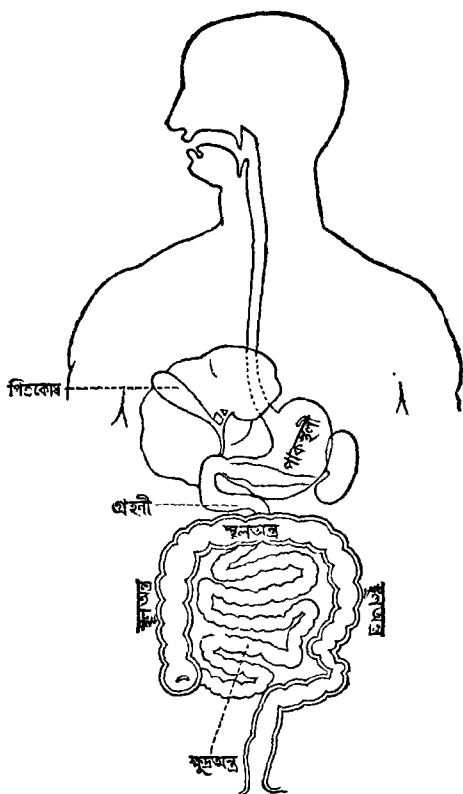
করিতে থাকে এবং নিষ্পীড়নও করে। ইহাতে অন্ন তরলীভাব প্রাপ্ত হইয়া নাভিস্থলে গ্রহণী নামক আশয়ে উপস্থিত হয়। গ্রহণীকে ইংরাজীতে ডিওডিনম অর্থাৎ "দ্বাদশাঙ্গুল" কহে। কেননা প্রাচীন দিগের মতে ইহার পরিমাণ নিজহস্তের দ্বাদশ অঙ্গুল। এই স্থানে অন্ন পাচক-পিত্তের সহিত মিলিত হয়; তাহাতেই পাকক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। পাচক-পিত্ত পিত্তকোষ হইতে আসে।

যে কারণে এই বমি হয়, তাহা টিপ্পনীতে * বলা হইল। এরূপ রোগে সচরাচর ক্ষুধামান্দ্য থাকে না।

পিত্ত যকৃৎ হইতে আসিয়া অগ্রে পিত্তকোষে সঞ্চিত থাকে, অনন্তর অন্নরস গ্রহণীতে আসিয়া পৌঁছিলে পিত্তকোষের পিত্ত গ্রহণীতে আসিয়া নামে। পিত্ত-কোষকে ইংরাজিতে গল্-ব্লাডর বলে।

অন্ন পাকস্থলীর মধ্যে সচরাচর তিন চারি ঘণ্টা থাকে, পরে তরলীভাব প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণীতে গমন করে।

চরক কহেন যে পাচকাগ্নি দুর্ব্বল হইলে অন্ন বিদগ্ধ বা অম্লপাক হয়। সেই অম্লপাক অন্ন হয় বমি দ্বারা ঊর্দ্ধগত হয়, না হয় অধোভাগে মলদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে শেষোক্ত অবস্থাকে গ্রহণী দোষ বলে। সুশ্রুত ও বাগভট বলেন যে, গ্রহণী দুর্ব্বল হইলে তন্মধ্যে অন্ন অপক্ব থাকিতেই মলদ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। এই অবস্থাকে গ্রহণী রোগ কহে। গ্রহণীদোষে উদরাময় হয়, আবার মধ্যে মধ্যে দাস্ত বদ্ধও হয়।

* অম্লবমি। যদি রেদনরস অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় অথচ তৎকালে আমাশয় অন্নকে যথেষ্ট বেগে সঞ্চালন ও নিষ্পীড়ন করিতে না পারে, তবে অজীর্ণ অন্ন ও শ্লেষ্মা মিলিত হইয়া পাকস্থলীর উদ্বেজনা উপস্থিত করে। তখন পেট হইতে গলা পর্যন্ত জ্বলিতে থাকে, পেট ফুলিয়া উঠে, স্পন্দিত হইতে থাকে, অসহ্য অম্ল উদ্গার (চুঁয়া ঢেকর) উঠিতে পারে এবং আমাশয়ের গাত্র রেদন রসের অম্লস্পর্শে জ্বলিতে থাকে। এইরূপ জ্বালাকে কখন জ্বালা কখন বা কামড়ানী বলিয়া মনে হয়। পাকস্থলী এইরূপে উদ্বেজিত হইলে অন্ন বমি হইয়া যায়। এই বমির স্বাদ কখন কখন এরূপ উৎকট অম্ল হয়, যে জিহ্বা অসহ্য বোধ করে। নাড়ী চঞ্চল ও মোটা থাকে। এই রোগে দাস্ত পাতলা হয় আর দাস্তের সহিত শব্দ হয়।

"পিত্ত পড়িবার পর" অর্থাৎ আহারের সময় অতীত হইবার পর আহার না করিলে শরীর উষ্ণ হয়, চক্ষু ঈষৎ পীতবর্ণ হয় এবং মাথা ধরে। গ্রহণীর পিত্ত অন্যকারণে উদ্বৃত্ত হইলেও পাকস্থলীতে উদ্গীর্ণ হয়, তাহাতেও অম্ল বমি হয়। অনন্তর আহার করিলে হয় তো সে আহার বমি হইয়া যায়। আহারের সহিত অজীর্ণ পিত্ত (সবুজ বর্ণ পিত্ত) বমি হইয়া থাকে। নাভিশূল দেখ। অবার শিরোরোগেও বমি হইতে পারে। অতএব পাকস্থলীর দোষে বমি হইতেছে, কি মাথার দোষে বমি হইতেছে, তাহা স্থির করিবার জন্য কৌতূহল হইতে পারে।

ব্যবস্থা। অম্ল বমি রোগে তিন দিন বা একসপ্তাহ ভাত বন্ধ কর। কেননা ভাত শ্লেষ্মা করে। অথচ অম্লবমি রোগ শ্লেষ্মারই প্রধান কার্য্য। জলপান না করাই ভাল। অতিশয় তৃষ্ণায় বরফ খাওয়া যাইতে পারে। অন্নকালে যে আহার সহ্য হয়, তাহাই কর। মাংসযূষ, যবের মণ্ড, মুদ্গযূষ বা গরম দুধ সহ্য

পাকস্থলী ও গ্রহণীর দোষে বমি।	শিরোরোগ বা বায়ুরোগে বমি।
১। গা স্থকার করে।	১। গা স্থকার করে না।
২। মুখে জল উঠে লাল বাড়ে।	২। মুখে জল উঠে না,লাল বাড়ে না
৩। বমির পর অবসাদ হয়।	৩। অবসাদ হয় না।
৪। বমি দমকে দমকে নির্গত হয়।	৪। সহসা ও অক্লেশে নির্গত হয়।
৫। পেট খালি হইলে উৎক্লেশ থামে	৫। পেট খালি হইলেও উৎক্লেশ থামে না।
৬। বমির সঙ্গে পিত্ত, রক্ত, অম্ল, দুর্গন্ধ ও অদ্ধপক্ক অন্ন উঠে।	৬। আহার সম্পূর্ণ অপক্ক অবস্থায় উঠে। সঙ্গে ফেন বাহির হয়।
৭। ক্ষুধা বা রুচি থাকে না।	৭। ক্ষুধা থাকে। হয় তো বমির পরই ভোজনেচ্ছা হয়।
৮। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে না, আম থাকে বা মল তরলবৎ হয়।	৮। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে। কিম্বা মল ওটলে হয়।
৯। শ্লেষ্মা ও পিত্তের উপসর্গ থাকে।	৯। বায়ুর উপসর্গ থাকে।

বহুমূত্র। ক্লেদনরস আমাশয়ে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে, নারিকেলের অন্তরস্থ জলের ন্যায়, পেটের ভিতর টগ্ বগ্ করিতে থাকে; রোগী এপাশ ওপাশ ফিরিয়া পেট নাড়িতে থাকিলে একটু দূর হইতেও শব্দ শোনা যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই সময় পেটের উপর শূলনাশক তৈল আস্তে আস্তে মর্দ্দন করিলে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে প্রস্রাবের চেষ্টা হয়। অনন্তর প্রস্রাব পরিত্যাগ করিয়া আসিলে পেট খালি হইয়া যায়, তখন কামড়ানিও নিবৃত্ত হয়, কিঞ্চিৎ দুর্ব্বলতাও অনুভূত হয়। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এই প্রস্রাবের স্বাদ কিঞ্চিৎ অম্ল। তবেই অজীর্ণবশতঃ প্রস্রাবের আধিক্য হইতে পারে। এরূপ স্থলে, অবশ্য প্রমেহের ঔষধ না দিয়া পাচক ঔষধ দেওয়া উচিত।

হইতে পারে। ক্রমশঃ ডালরুটি সহ্য হইতে পারে। পরে ভাত আরম্ভ করিবে। ভাতের সঙ্গে এক ভিন্ন দুই তরকারি একবারে খাইলে সহ্য হয় না। মুগের ডাল, ভাত, মাংস, মৎস্য ও বেগুন সহ্য হইয়া থাকে। আলু সহ্য হয় না। দুধ রুটী ও চিনি সহ্য হয়। এই রোগে উপবাস করিবে না, কাহিল হইয়া পড়িবে। নিদ্রার ভাগ অল্প ও জাগরণের ভাগ অধিক হওয়া উচিত।

অম্লবমি রোগে আহারের সঙ্গে দুই তিনবার ক্ষার সেবন করিবে। ক্ষার যথা ;—সাজিক্ষার বা সোডা, শামূক ভস্ম, শঙ্খাদি চূর্ণ, বার্ত্তাকু গুড়িকা। কিন্তু আমাশয়ে ক্ষত থাকিলে তীক্ষ্ণ ক্ষারে জ্বালা করে।* বিলঘুঁটের শাদা ছাই অথবা কুষ্মাণ্ড ভস্ম সেবন করা ভাল। কাঁচা কুষ্মাণ্ডফল খণ্ড খণ্ড শুষ্ক করিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিতে হয়। অনন্তর উহার সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত কিংবা অন্নের সহিত সেবন করিতে হয়।

এই রোগে আহারের পূর্ব্বে শুঁঠ আতইচ ও মুতার ক্বাথ সেবন করিবে। অথবা মধুপান করিবে।

বমি আসিলে অবশ্যই বমি করিবে। কেননা বমিতে শরীর শোধিত হয়। এই জন্যই প্রবাদ আছে যে অম্লরোগীরা অনেক দিন বাঁচে।

---

* আমাশয়ে ক্ষত থাকিলেও অম্ল বমি হয়। আহারের পর আমাশয়ের মধ্যে দাহ ও কামড়ানী হয়, অম্লোদ্গার ও তৃষ্ণা হয়, টিপিলে বেদনা বাড়ে। বমি হইলে যন্ত্রণা যায়, নতুবা আধঘণ্টা হইতে দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে। এই রোগে শরীর ফেকাশে হইয়া যায়। আমাশয়ের ভিতর রক্তপাত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। পথ্য দুগ্ধ ও যবের মণ্ড। কেহ কেহ বলেন যে এইরূপ অম্ল বমি রোগে মরিচের সহিত কাঁটা নটের শিকড় বাঁটিয়া খাইলে সদ্য উপকার হয়। ইহাতে ক্ষত নাশক ঔষধ সকল পান করিবে। পুরাতন ঘৃত মালিস করিবে।

বমির চেষ্টা থাকিলে অথচ আপনি বমি না হইলে গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করিবে। জিবের গোড়ায় অঙ্গুল দিয়া চাপিয়া ধরিলেই বমি হয়। গলার ভিতর অঙ্গুল দিয়া খোঁচাইতে নাই। এই রোগে তিন প্রকার বমন ঔষধ নির্দ্দিষ্ট আছে ;—

(১) সৈন্ধব ৸০ যবচূর্ণ ।০ উষ্ণজল।
(২) পিপুল ॥৹ সর্ষপচূর্ণ ॥০ উষ্ণজল।
(৩) সৈন্ধব ৸৵ যোয়ান ৶০ উষ্ণজল।

অন্নবদ্ধ রোগ। *

অন্ন পাকস্থলীতে দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকে অর্থাৎ জীর্ণ হয় না, এই জন্য এই রোগকে অন্ন বদ্ধ বলিতে পারা যায়। আবার অতি-

---

দুই কারণে অন্ন বদ্ধ হয়। অতি ভোজন করিলে আহার দ্বারা পাকস্থলীর গাত্র পর্য্যন্ত পুরিয়া যাওয়াতে পাকস্থলীর গাত্র হইতে পাচক রস নিঃসৃত হইতে পারে না আর পাকস্থলীর সঞ্চালন শক্তি রুদ্ধ হয়। সুতরাং পাকক্রিয়ার অভাবে অন্ন পাকস্থলীতে দীর্ঘকাল বদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় কারণ এই যে পাকস্থলীর বায়ুশক্তি কুপিত হইলে পাচক শ্লেষ্মা যথেষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত হয় না এবং সঞ্চালন শক্তিও থাকে না ; সুতরাং অল্প অন্ন ভোজন করিলেও দীর্ঘকাল পাকস্থলীতে বদ্ধ থাকে।

পাকস্থলীর বায়ুশক্তির উগ্রতা (Exaggeration of nervous function) হইলে ক্লেদন শ্লেষ্মা যথেষ্ট পরিমাণে নিঃসৃত হয় না। আবার পাকস্থলীর সঞ্চালন ক্রিয়াও যথেষ্ট থাকে না। সুতরাং এরূপ স্থলে অল্প ভোজন করিলেও অতি ভোজনের ন্যায় ফল হয়, পেট টান টান বোধ হয়, মনে হয় যেন 'টিপি' হইয়া আছে, পাকস্থলী উত্তেজিত হইতে পারে, আহারের পর গলার কাছে এক আধবার অম্ল রসের উদ্গাম হইতে পারে। সময়ে সময়ে ঢেকুর উঠিতে পারে, বায়ুতে পেটও পূর্ণ হইতে পারে, আর বায়ু সরিলে আরামও বোধ হয়। নাড়ী সরু থাকে।

ভোজনেও 'এ রোগ হইতে পারে। কেননা এরূপ স্থলেও আহার দীর্ঘকালে জীর্ণ হয়।

ব্যবস্থা। অতি ভোজনে এ রোগ হইলে দ্বিতীয় অন্ন কালে উপবাস করিতে হয়। আর পেট হাঁস্ ফাঁস্ করিতে থাকিলে বমি করা ভাল। এ রোগ শারীরিক পরিশ্রমে কমে, মানসিক পরিশ্রমে বাড়ে। অম্লবমি রোগ শারীরিক পরিশ্রমে বাড়ে, মানসিক পরিশ্রমে কমে। অম্ল-বমি-রোগে উপবাসে দুর্ব্বলতা হয়, এ রোগে তাহা হয় না। এ রোগ দিবা নিদ্রায় কমে, অম্ল বমি রোগ দিবা নিদ্রায় বাড়ে। এ রোগে মল কঠিন হয়, অম্ল-বমি রোগে মল তরল হয়।* এ রোগে অম্ল ও উষ্ণ ঔষধ সহ্য হয়, অম্লবমি রোগে তাহা সহ্য হয় না।

এ রোগে লঘু ভোজন করিবে। তাহাতে দুর্ব্বল হইবে না এবং দীর্ঘ জীবনের ব্যাঘাত হইবে না। রোগী আহারের পূর্ব্বে কুব্জ-প্রসারিণী তৈল পেটে মালিস করিবে, তদভাবে তপ্ত নারিকেল তৈল মালিস করিবে। নিম্নলিখিত যোগ গুলি ব্যবহার্য্য।

১। চরক মতে ভোজনের পূর্ব্বে সৈন্ধবের সহিত মদিবা পান করিবে।

২। ডাক্তারী মতে এক গ্লাস জলে আধ ছটাক ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিয়া আহারের পর পান করিবে।

৩। অম্ল রস, মাষকলায়ের ডাল এবং আমানী উপকারী।

---

* অম্লবমি রোগে শ্লৈষ্মার প্রকোপ থাকে। অম্লবদ্ধ রোগে বায়ুর প্রকোপ থাকে। অম্লবমি রোগে উদরাময় হয়। এ রোগে উদরাময় হয় না বটে, কিন্তু কলেরার ভয় আছে। অম্লবমি রোগে ক্ষার প্রভৃতি অবসাদক ঔষধ (Sedatives) ব্যবহার্য্য। এ রোগে মদ প্রভৃতি উষ্ণ দ্রব্য (Stimulants) ব্যবহার্য্য।

৪। মৃগনাভির সহিত মকরধ্বজ সেবন করিবে। চা উপকারী।

৫। আহারের পূর্ব্বে নেবুর রসের সহিত অগ্নিতুণ্ডী বটী সেবন করিবে।

৬। ভাতের সহিত গোঁড়া নেবুর রস পান করিবে।

৭। হরীতকী, সৌবর্চ্চল, কৃষ্ণজীরা ও মরিচের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিবে। কেহ কেহ বলেন যে এই যোগটী অম্লবমি রোগের ঔষধ।

৮। আহারের পূর্ব্বে পঞ্চকোল পাচন এবং সৈন্ধব ও দুই তিন রতি ঘৃত ভৃষ্ট হিঙ্গু চূর্ণ একত্র করিয়া খাইবে।

গ্রহণী দোষ। চরকের মতে তিক্ত অথচ অম্ল উদ্গার গ্রহণী দোষে উৎপন্ন হয়। নিম্নলিখিত রোগ সকল কেবল এক গ্রহণী রোগেরই উপসর্গ হইতে পারে।

১। অম্ল ও তিক্ত উদ্গার।
২। তমকশ্বাস ও সর্দ্দি।
৩। বহুমূত্র ও তৃষ্ণা।
৪। হাত ও পায়ে শোথ।
৫। মুখস্রাব ও থুৎকবণ।
৬। আমবাত বা গেঁটেবাত।
৭। তিমির বা ঝাপসা দেখা।
৮। কর্ণনাদ ও দন্তশূল।
৯। পার্শ্বশূল ও বক্ষঃশূল।
১০। ব্রধ্ন বা কঁচকী।
১১। অগ্নিমান্দ্য ও অতি ক্ষুধা।
১২। হৃদ্রোগ ও হৃৎকম্প।
১৩। কৃশতা ও দুর্ব্বলতা।
১৪। নীলবর্ণ মল। অনিদ্রা।
১৫। সন্দিগ্ধতা, বিষণ্ণতা ও সর্ব্বদা মন্দের আশঙ্কা।
১৬। পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মলত্যাগ। অপক্ব মল নির্গম।
১৭। দাহ ও ঘর্ম্ম।
১৮। সময়ে সময়ে মাথা ধরা।
১৯। অর্শঃ, প্লীহা, গুল্ম, শোথ।*

---

* তদ্ভিন্ন কলেরা জ্বর প্রভৃতি রোগ সমূহও গ্রহণী রোগের সহিত সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংসৃষ্ট। আয়ুর্ব্বেদে সর্ব্বপ্রকার রোগকেই অতি ভোজন বা বিরুদ্ধ ভোজনের সাক্ষাৎ বা আংশিক ফল বলা হইয়াছে। আবার পাক-

ব্যবস্থা। উপরিলিখিত সমস্ত রোগই কেবল এক বিরেচন দ্বারা নির্মূল হইতে পারে। আর এ স্থলে এরণ্ড তৈল সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিরেচন। স্বল্প পঞ্চমূল বা দশমূল পাচনের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে। কখন কখন উপর্য্যুপরি কয়েক দিন পান করিতে হয়। কিন্তু তখন আর পূর্ণমাত্রায় পান না করিয়া প্রত্যহ রাত্রিকালে আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে পান করিতে হয়। পাচনের সহিত পান করিলে শীঘ্র দাস্ত হয়। যাহা হউক ঐ সকল রোগে কেবল এরণ্ড তৈলই যথেষ্ট।

অবিপক্তিকরচূর্ণ সেবন করিবে। গ্রহণী দোষে অতিশয় উদরাময় হইলে বিল্বাদি পাচন পান করিবে। আর গ্রহণীমিহির তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। কিন্তু এরূপ উদরাময়ও এরণ্ড তৈলে সারিয়া যাইতে পারে। গ্রহণী প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত ইতিহাসটী অপ্রাসঙ্গিক না হইতে পারে।* উড়িষ্যাবাসীরা তরকারিতে এরণ্ড তৈল ব্যবহার করেন। তাঁহারা এরণ্ড বীজ জলে সিদ্ধ করেন,

---

স্থলীকে শ্লেষ্মার একটী প্রধান স্থান বলা হইয়াছে। গ্রহণীকে পিত্তের প্রধান স্থান ও পক্বাশয়কে (অন্ত্রকে) বায়ুর প্রধান স্থান বলা হইয়াছে। এদিকে দেখা যায় যে আমাদের পাকযন্ত্র পাকস্থলী, গ্রহণী ও পক্বাশয় এই তিনটী ভাগে বিভক্ত। আবার এই জন্যই বলা হইয়াছে যে শ্লেষ্মা রোগে বমন দ্বারা পাকস্থলী পরিষ্কার করিবে; পিত্ত রোগে বিরেচন দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি পরিষ্কার করিবে এবং বায়ু রোগে বস্তি দ্বারা পক্বাশয় (অন্ত্র সকল) পরিষ্কার করিবে। ইহাই আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বপ্রধান সূত্র।

আবার পাকস্থলী গ্রহণী ও পক্বাশয় এই তিন যন্ত্রের এমনই স্বভাব আছে যে একটী দূষিত হইলে অপর দুইটীও দূষিত হয়। আবার একটীতে ঔষধ পড়িলে অপরটীতে তৎক্ষণাৎ সংবাদ হইয়া থাকে, যেমন পক্বাশয়ে অতিশয় কামড়ানী হইতে থাকিলে পাকস্থলীতে ক্ষার বা আহার পড়িবা মাত্র প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিবৃত্ত হয়।

* Statistical Reporter, B. G.

পরে তৈল জলে ভাসিয়া উঠিলে হাতে তুলিয়া লইয়া তরকারিতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এরূপ তৈলের দুর্গন্ধ হয় না। বোধ হয় আরও বলা আবশ্যক যে উড়িষ্যাবাসীরা পানীয় ভক্ত (পান্ত ভাত) অধিক পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন। ইহাও বলা আবশ্যক যে এরণ্ড তৈল ও পানীয় ভক্ত গ্রহণী দোষাশ্রিত উদরাময়ের ভাল ঔষধ। বোধ হয় ইহাও বলা যাইতে পারে যে বাঙ্গালীর অপেক্ষা উড়িষ্যাবাসীদের গ্রহণী দোষ অধিক এবং এই কারণে উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালীদের অপেক্ষাও দুর্ব্বল ও কৃশ।

পুরাতন গ্রহণী দোষে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলেও গো-মূত্রে উপকার হয় আবার উদরাময় থাকিলেও উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে হরীতকীর সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। আর উদরাময় থাকিলে রোহীতকের সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া সেবন করিবে। ডাক্তারেরা বলেন যে ডিওডিনমের (গ্রহণীর) দৌর্ব্বল্য বশতঃ অজীর্ণ হইলে সোণামুখী বিশেষ উপকারী।

সুশ্রুত বলেন গ্রহণী দোষে কৃমি, গুল্ম, উদর ও অর্শের ঔষধ সকল দিবে। আর হিঙ্গাদি চূর্ণ দিবে আর প্লীহানাশক ঘৃত (যথা রোহীতক ঘৃত) দিবে। ইহাতে লঘু পথ্য করিবে। মুগ, মসূর বা অড়হরের যূষ, গব্য দধি, মাখন, মধু, দাড়িম, কচিবেল, মোচা, কাঁচাকলা, পানিফল, কেশুর, ঘোল, শুশুনী শাক, জাম, আফিং মাংস যূষ, ছোট ছোট মাছ, মৌরোলা মাছ, খল্‌শে মাছ ও কষায় বস্তু সকল পথ্য।

ক্রূর কোষ্ঠ অর্থাৎ স্বাভাবিক কোষ্ঠ কাঠিন্য।

ব্যবস্থা। অতিশয় উদরাময় ও স্বাভাবিক কোষ্ঠ বদ্ধের চিকিৎসা কোন কোন স্থলে একই প্রকার। অতএব কোষ্ঠবদ্ধ রোগে প্রথমতঃ বিল্বাদি পাচন দিবে। যেমন উদরাময়ে নিত্য

জোলাপ ভাল নয়, সেইরূপ ক্রূর কোষ্ঠেও নিত্য জোলাপ ভাল নয়। চরক মতে ক্রূর কোষ্ঠে জোলাপই লইতে নাই, কেননা স্বভাবের বিরুদ্ধে কায করিতে নাই।

একদা একজন ধনী একজন চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আমার দাস্ত সরল হইবার উপায় কি। চিকিৎসক জিজ্ঞাসিলেন যে কোন্ জন্তুর দাস্ত সরল হয় বলুন দেখি। ধনী কহিলেন যে হাতী ঘোড়া গরু প্রভৃতি শাকভোজী জন্তুর বিষ্ঠা সরল হইয়া থাকে, আর ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংস ভোজী জন্তুর বিষ্ঠা অল্প অথচ নীরস হয়; এমন কি বিষ্ঠা গুহ্য হইতে সহজে পতিত হয় না বলিয়া আমার একটা মাংসভোজী কুকুর বিষ্ঠা ত্যাগের পর মাটীর উপর গুহ্য ঘষিয়া থাকে। চিকিৎসক কহিলেন যে আপনিও হাতী প্রভৃতির ন্যায় মলকারক দ্রব্য সকল আহার করিতে থাকুন, তাহা হইলেই কোষ্ঠ সরল হইবে।

ব্যবস্থা নিম্নলিখিত দ্রব্য সকল মলকারক ও মল নিঃসারক,—

(ক) মাষকলায়, যবান্ন, ইক্ষুগুড়, তণ্ডুল এবং শাক। বিশেষতঃ শাকের মধ্যে বাস্তূক শাক, আমরুল, নটে, পালং, শোলঞ্চ পাতা, কাকমাঠী শাক, যব শাক, সোমরাজী শাক মানকন্দ, শটীশাক, তেঁতুল পাতা ও কচু শাক। এই সকল শাকের ব্যঞ্জন খাইতে হয়।

(খ) গরম দুধ অধিক পরিমাণে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কখন কখন মলনিঃসারক হয়।

(গ) গ্রহণী রোগের পথ্য সকল মলনিঃসারকও বটে, মল ধারকও বটে।

(ঘ) তিত্তিরি, কুক্কুট, লাব ও বর্ত্তক মাংসের রস কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে। সজারু ও কূর্ম্মের মাংস কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে

(ঙ) বাতশ্লৈষ্মিক ধাতুতে পঞ্চকোল পাচন কোষ্ঠবদ্ধ দূর করে। ইহাতে চা খাওয়ার কায হয়।

(চ) শুঁঠ ও ধনের সহিত সিদ্ধ জল পান করিলে কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইতে পারে।

(ছ) কোষ্ঠবদ্ধ ও অম্লপিত্তে কজ্জলী, লবণ সমূহ ও ক্ষার সমূহ উপকারী।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পাকস্থলীতে অন্ন তিন চারি ঘণ্টা থাকে। ঐ সময় পাকস্থলীর নিম্নমুখ (পাইলোরিস) বদ্ধ থাকে অর্থাৎ অন্ন মলনালীর অভিমুখে আসিতে পারে না। তবেই অনুমান করা সহজ যে যাহাদের যত বিলম্বে হজম হয়, তাহাদের কোষ্ঠ ততই অসরল হইয়া থাকে। ডাক্তার ব্রিণ্টন বলেন যে আহার ক্ষুদ্র অন্ত্রে ১২ ঘণ্টা এবং স্থূলান্ত্রে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকে; তবেই স্থির হইতেছে যে অদ্য বেলা দশটার সময় আহার করিলে, তাহা কল্য বিকালের এ দিকে দাস্ত হইতে পারে না।

স্বভাবতঃ সরল কোষ্ঠ সহসা বদ্ধ হইলে অবশ্যই জোলাপ লইবে। সোণামুখীর জোলাপ লওয়া সুবিধা। ১০।২০ গ্রেণ সোণামুখী চূর্ণ সমান সমান কিসমিস, মিচরী ও কিঞ্চিৎ মধুর সহিত বাঁটিয়া লইয়া একটী বটী করিবে। এই বটী গভীর রাত্রে আহার করিলে প্রত্যূষেই দুই তিন বার দাস্ত হইয়া যাইবে। বায়ু রোগে কোষ্ঠ কঠিন হইলে নিত্য জোলাপ লইবে। ১।২ তোলা এরণ্ড তৈল মাংসরস বা দুগ্ধের সহিত রাত্রে পান করিয়া থাকিবে। কেবল তৈল পান করিলেও ক্ষতি নাই।

প্লীহা, উদর, শোথ, গুল্ম প্রভৃতি রোগে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ইচ্ছাভেদী রস সেবন করিবে। অথবা পাচনের সহিত প্রচুর পরিমাণে এরণ্ড তৈল বা তেউড়ী চূর্ণ পান করিবে।

দাস্ত হউক বা না হউক সুস্থ ব্যক্তি নিয়মিত সময়ে অবশ্যই চেষ্টা করিবে। দাস্ত না হয়, চলিয়া আসিবে; অধিক বেগ দিবে না, অনেকক্ষণ বসিবেও না, দাস্ত হইল না বলিয়া বিষণ্ণ হইবে না; পরন্তু আহার কালে যেরূপ আহার করিতে হয়, সেই রূপই করিবে। যদি দ্বিতীয় দিন দাস্ত না হয়, তাহা হইলেও বিষণ্ণ হইবে না, যেমন আহারাদি করিতে হয় করিবে। তৃতীয় দিন হইতে হয় তো দেখিবে, যে দাস্ত আপনা হইতেই পরিষ্কার হইতেছে।

যাহাদের দাস্ত কড়া, তাহারা প্রত্যহ তৈলাভ্যঙ্গের সময় গুহ্যের মধ্যে তৈল দিবে।

কঠিন কোষ্ঠ রোগে প্রচুর পরিশ্রমের পর স্নানাদি করিয়া প্রচুর আহার করিবে। কিন্তু আহারের পর পরিশ্রম করিবে না।

ধাতু বাতিক ও রুক্ষ হইলে আহারান্তে দিবা নিদ্রা ভাল। আর উদরাময়, শূল ও শ্বাস রোগে আহারের পূর্ব্বে দিবা নিদ্রা ভাল।

ধূমপায়ী কোষ্ঠ রোগী মলত্যাগের পূর্ব্বে দক্ষিণ পার্শ্ব বালিশের উপর অবনত রাখিয়া কাত্ হইয়া ধূমপান করিবে।

তলপেটে সোণামুখীর জলের স্বেদ দিলে কোষ্ঠ সরল হয়। শাস্ত্রে আছে "বিজ্ঞেরা কাম ও ক্রোধের বেগ ধারণ করিবেন, কিন্তু মল ও মূত্রের বেগ ধারণ করিবেন না।" চরক বলেন যে রাজকর্ম্মচারী, পণ্যজীবী, শ্রোত্রিয় ও বেশ্যা ইহারা রোগে পুনঃ পুনঃ পীড়িত হয়, কেননা ইহারা বেগ ধারণ করে।

অম্লপিত্ত ও শূল।

আমাশয়ের শূল। দুই এক গ্রাস আহার পেটে পড়িয়াছে কি, অমনই বেদনা উপস্থিত হয়। রোগী পেট চাপিয়া ধরে, আহার হইতে উঠিয়া পড়ে, কাঁদে ও চীৎকার করে। আহার সম্পূর্ণ হইলেও বেদনা ধরিতে পারে, অন্নও বমি হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে শ্লৈষ্মিক শূল এবং ইংরাজীতে Gastritis বলা যায়।

ব্যবস্থা। চিকিৎসা সাধারণতঃ অন্নবমি রোগের ন্যায়। সাত আট দিন অন্ন পরিত্যাগ কর। মধুর সহিত রুটী বা যবের মণ্ড সেবন কর। পাকস্থলীর উপর সর্ষপের কল্ক লেপন কর, জ্বালা আরম্ভ হইলে প্রলেপ তুলিয়া ফেল, আর যদিই ফোস্কা হয় তাহাতেও ক্ষতি নাই। এই অবস্থায় অন্ন সেবন করিলে বেদনা ধরে না। অন্নের অগ্রে মধ্যে ও শেষে শঙ্খাদি চূর্ণ কিম্বা বার্ত্তাকু গুড়িকা সেবন কর। আহারের পূর্ব্বে পেটে তপ্ত সর্ষপ তৈল বা তিল তৈল মালিস করিলে উপকার হইতে পারে। আহারের পর বেদনা অসহ্য বোধ করিলে বমি করিয়া ফেলিবে। পেপরমেণ্ট উপকারী। শূল রোগ মাত্রেই শূলনাশক তৈল ব্যবহার করা উচিত।

নাভি শূল। নাভিশূলকে ইংরাজীতে কলিক্ বলে। ইহাতে পেপরমেণ্ট উপকারী। নিম্নলিখিত যোগ সকল উপকারী ;—

(১) যষ্টিমধুর ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল।

(২) ত্রিফলার ক্বাথের সহিত সোঁদালের আটা।

(৩) পিপুল মূল, হরীতকী, বচ, কটকী, আকনাদি, ইন্দ্রযব, চিতার মূল ও শুঁঠ—ইহাদের ক্বাথ।

প্রথম দুইটী শরীরের শোধনার্থ প্রয়োগ করিতে হয়। তৃতীয়টী আহারের পূর্ব্বে পান করিবে।

(৪) মদন ফল কাঁজীর সহিত পেষণ করিয়া নাভিতে প্রলেপ দিবে।

নাভিশূলে অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস রস এবং যবের ছাতু ও ইক্ষু গুড় পথ্য।

পিত্ত নালীর শূল। ইংরাজীতে ইহাকে Gall-stone বলে। যেমন প্রস্রাবে পাথুরী বা শকরা হয়, সেইরূপ পিত্ত কোষেও উহাদের উৎপত্তি হইয়া থাকে। একবারে শত সহস্র শর্করা উৎপন্ন হইতে পারে। পিত্ত পিত্তকোষ হইতে পিত্তনালী দিয়া গ্রহণীতে গমন করিবার সময় উহার সহিত শকরা সকল বিচরণ করিতে থাকে, তখন উৎকট যাতনা হয়, রোগী কাঁপিতে থাকে এবং বমিও করে। যদি পিত্তের নল উহাদের দ্বারা রুদ্ধ হয়, তবে পিত্ত গ্রহণীতে গমন না করিতে পারিয়া শরীরে শোষিত হয়, চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ হয় এবং শরীর অতিশয় কৃশ হইয়া যায়। পীড়া অতি কষ্টকর হয়। কিন্তু প্রায়ই অবরোধ আপনি নষ্ট হয়, কেননা শর্করা সকল পরিশেষে গ্রহণী দিয়া বিষ্ঠা পথে নির্গত হইয়া যায়। কেহ কেহ এই রোগকে পিত্তাশ্মরী বলেন। চিকিৎসা পাথুরীর ন্যায় বলা যাইতে পারে।

ডাক্তারেরা বলেন যে এই রোগে আফিং ভাল। আর রোগ স্থানে স্বেদ দেওয়া উচিত। যাতনার সময় বৃহতী, কণ্টিকারী, গোক্ষুর, এরণ্ড মূল, কুশমূল, কাশমূল ও খাগড়া মূল এই কয়েকটী দ্রব্যের ক্বাথ সোঁদালের সহিত গুলিয়া প্রত্যহ দুইবেলা পান করিবে। শূল গজেন্দ্র তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। ধাত্রীলৌহ, নারিকেলামৃত, পূগখণ্ড বা শিলাজতু রসায়ন সেবন করিবে।

বাতিক শূল ও পরিকর্ত্তিকা * । স্থূলান্ত্রের মধ্যে শূল হইলে তাহাকে বাতিক শূল বলা যায়। আর কামড়ানী হইলে তাহাকে পরিকর্ত্তিকা বলা হইয়া থাকে।

---

* বাতিক শূলকে ইংরাজীতে Typhlitis বলে। ইহার স্থান মলযন্ত্র। মলযন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত (পূর্ব্ব প্রকাশিত চিত্র দেখ); ক্ষুদ্র অন্ত্র ও স্থূল অন্ত্র। বিষ্ঠাকে সংস্কৃত ভাষায় 'পক্ব' কহে। এই জন্য মলযন্ত্রের নাম পক্বাশয় হইয়াছে। পক্বাশয় শব্দে পাকস্থলী অর্থ করিও না। প্রকৃত বিষ্ঠা ক্ষুদ্র অন্ত্রে দৃষ্ট হয় না। স্থূলান্ত্রের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইংরাজী মতে স্থূলান্ত্র তিন হাত এবং ক্ষুদ্রান্ত্র প্রায় চৌদ্দ হাত (২০ ফীট ইতি বেকর)। সংস্কৃত মতে সমস্ত অন্ত্রের পরিমাণ নিজ হস্তের সার্দ্ধ ত্রিব্যাম।

ক্ষুদ্র অন্ত্র নাভি স্থলে আরম্ভ হইয়াছে, অনন্তর জড়াইয়া জড়াইয়া নিম্নমুখে কিয়দ্দূর গিয়াছে, পরে ডানি দিকে ঘুরিয়া আসিয়া কুঁচকীর উর্দ্ধে ও কোঁকের নিম্নে ডানিদিকের তলপেটের সীমায় শেষ হইয়াছে। এই স্থানে স্থূলান্ত্র আরম্ভ হইয়াছে। ক্ষুদ্রান্ত্র ও স্থূলান্ত্রের সন্ধি স্থলে একটী কপাট আছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর হইতে এই কপাট ঠেলিয়া স্থূলান্ত্রের ভিতর ঢুকিবার বাধা নাই, কিন্তু স্থূলান্ত্রের দ্রব্য এই কপাট ঠেলিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতর ঢুকিতে পারে না। ডাক্তারেরা এই কপাটকে ইলিও সিকাল ভালব বলেন।

এই কপাটের পরই স্থূলান্ত্রের প্রথম অংশ। উহাকে সংস্কৃত ভাষায় উণ্ডুক বা উন্দুক কহে। ইংরাজীতে সেকম (Secum) কহে। এই স্থানে বিষ্ঠা সঞ্চয় হয়। ডাক্তারেরা বলেন যে এখানেও পাকক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। তাঁহাদের মতে বিষ্ঠারও পাক আছে সমস্ত স্থূলান্ত্র পরিভ্রমণ না করিলে উহার পাক সম্পূর্ণ হয় না। যাহা হউক আপাততঃ বোধ হয় যে কোঁত দিলে বিষ্ঠার বেগ উন্দুকেই আরম্ভ হইয়া থাকে। কোন কোন উদরাময় রোগে এই স্থান এত দুর্ব্বল হয় যে টিপিলে কোঁর কোর করিয়া শব্দ হইতে থাকে।

অনন্তর স্থূল অন্ত্র দক্ষিণ পঞ্জর সমূহের প্রান্ত দিয়া এবং উদরের দক্ষিণ সীমা পরিভ্রমণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে যকৃৎ পর্য্যন্ত গিয়াছে। পরে যকৃৎকে বেষ্টন করিয়া পাকস্থলীর তলা দিয়া গিয়াছে। বক্ষোগহ্বরের ভিতর কখন কখন কামড়াইয়া থাকে, এই স্থান কামড়াইলে স্থূলান্ত্রের ভিতর কামড়াইতেছে মনে করিতে হইবে। স্থূলান্ত্র এই স্থান পার হইয়া বক্ষের নিম্ন দিয়া বরাবর বাম মুখে প্লীহা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পরে নিম্নমুখে উদরের বাম সীমা পরিভ্রমণ পূর্ব্বক গুহ্য দ্বারে শেষ হইয়াছে। অনেকের সংস্কার আছে যে বিষ্ঠানল নাভি হইতে ঠিক সোজা নিম্নমুখে গিয়াছে, এই সংস্কারে বিষ্ঠা ত্যাগ কালে তলপেট চাপড়াইয়া থাকে।

ব্যবস্থা। স্থূলান্ত্রের যত প্রকার রোগ আছে, তাহাতে এরণ্ড তৈল সত্ত্ব উপকারী; কেননা এরণ্ড তৈলের ক্রিয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মলের উপর, অথচ মলসঞ্চয়ই স্থূলান্ত্রের সর্ব্ববিধ রোগ উৎপাদন করে। এক সপ্তাহ উপর্য্যুপরি এরণ্ড তৈল পান করিলে অম্লপিত্ত, আম ও শূল দূর হইবে। কিন্তু এক সপ্তাহ

এইরূপে পক্বাশয় সমস্ত উদরকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে। স্থানাভাব বশতঃ জনপূর্ণ নগরে পাকশালার পার্শ্বেও বিগালয় নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সেইরূপ আমাদের বিষ্ঠানালী আমাদের পাকস্থলী ও হৃদয়ের প্রাচীর ঘেঁসিয়া গিয়াছে।

এই প্রকাণ্ড বিষ্ঠানলের কোন স্থানে বা সর্ব্বত্র কামড়ানী হইলে আমরা তাহাকে অম্লপিত্ত কহিয়া থাকি। আর দীর্ঘকাল কামড়ানার পর বায়ুশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে বেদনা হইলেই তাহাকে শূল বলিয়া থাকি।

পাকস্থলীতে আহার থাকিলে এ যন্ত্রে প্রায় কামড়ানা হয় না। কেননা ভোজনের তিন চারি ঘণ্টার পরে (অর্থাৎ প্রায় অপরাহ্ণে বা শেষ রাত্রে) কামড়ানী উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার কামড়ানির সময়ে কিঞ্চিৎ আহার করিলে কামড়ানী নিবৃত্ত হয়।

এই রোগে বিষ্ঠা লাল রক্ত বা আমরক্ত হয় এবং অতিশয় অম্লাস্বাদ হইয়া থাকে। হয় তো মলত্যাগ কালে গুহ্যে জ্বালা বোধ হয়। কোন কোন মতে বিষ্ঠা পাছে পচিয়া যায়, এই জন্য নালের ভিতর বিষ্ঠার সহিত অম্লরস মিশ্রিত হয়। অন্যান্য মতে পিত্তই গ্রহণী হইতে আসিয়া বিষ্ঠানলে বিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতেই বিষ্ঠার পচন নিবারিত হয় অথচ পিত্তের সারকতা গুণ থাকাতে বিষ্ঠার নির্গমন পক্ষে পিত্তের সহায়তা হয়।

যাহা হউক বিষ্ঠানালীতে অম্ল ও পিত্ত উভয়ই বিষ্ঠার সহিত মিলিত হয়। আমরা নিজে ইহার এইরূপ কারণ অনুমান করিয়াছি যথা; প্রথমতঃ পাকস্থলীতে ক্লেদন নামক অম্লরসের উৎপত্তি হয়, অনন্তর গ্রহণীতে পিত্ত সঞ্চিত হয়। উহারা স্ব স্ব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শরীরে শোষিত হয়, অতিরিক্ত ভাগ বিষ্ঠার সহিত নির্গত হইয়া যায়। এই জন্য বিষ্ঠানালে অম্ল ও পিত্ত উভয়ই বিষ্ঠার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। যদি অম্লের ভাগ অধিক হয়, তবে বিষ্ঠানলের কোমল গাত্র মোচড়াইয়া থাকে—যেমন কোঁচার গায়ে অম্ল লাগিলে গা মোচড়াইয়া থাকে। ইহাকেই আমরা পেটকামড়ানী বলি। আর যদি পিত্তের ভাগ অধিক হয়, তবে বিষ্ঠানলের কোমল গাত্রে জ্বালা হইয়া থাকে। হৃৎকোগহ্বরের তলে কামড়াইলে লোকে বলে 'ছড়ি' কামড়াইতেছে, টিপিলে বেদনার উপশম হয়, কেননা তাহাতে স্থূলান্ত্রের উপর চাপ পড়ে [illegible]

উপর্য্যুপরি এই তৈল সেবন করিতে হইলে সেই এক সপ্তাহ লঘু পথ্য করিতে হইবে। আর স্নানে অভ্যাস থাকিলে জল গরম করিয়া অনুষ্ণ থাকিতে সেই জলে স্নান করিতে হইবে। যদি রাত্রে আহারের তিন চারি ঘণ্টা পরে তৈল পান করা যায়, তবে বেলা দশটার পূর্ব্বে উদর শুদ্ধ হইতে পারে। তৎপরে লঘু ভোজন করিতে হয়।

অম্লপিত্তে ভোজনের পূর্ব্বে ইন্দ্রযব, হিঙ্গু, আতইচ, বচ, সোবর্চ্চল ও হরীতকী চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিবে। আহারের সহিত সোডা ও সৈন্ধব কিম্বা শামুক ভস্ম ও সৈন্ধব সমান সমান পরিমাণে সেবন করিবে। রোগের পরিণামে অগস্ত্য হরীতকী, কুষ্মাণ্ড খণ্ড, চ্যবন প্রাশ, অমৃত প্রাশ, প্রভৃতি রসায়ন ঔষধ সেবন করিবে। শূলনাশক তৈলসকল মর্দ্দন করিবে। পক্বাশয়ের কামড়ানীতে ঘৃত মিশ্রিত আহার করিবে। অতি ভোজন বা অল্প ভোজন করিবে না, আর বিমিশ্র ভোজন করিবে না, বাজারের আহার পরিত্যাগ করিবে, তরকারীর মধ্যে যাহা যখন সহ্য হয় তাহাই সেবন করিবে। মাংস

সময় আহার করিলেও যে কামড়ানী সারে তাহার সাক্ষাৎ কারণ এই যে আহার করিলে স্থূলান্ত্রের উপর চাপ পড়ে; আবার চাপ পড়াতে মোচড়ানী নিবৃত্ত হয়। মোচড়ানী ও জ্বালা একত্র হইলে বেদনা হইতে পারে। এই বেদনাকে শূল বলিতে পারি। স্পষ্টই বোঝা যায় যে অম্লপিত্তের জন্ম পাকস্থলীতে, কেননা আদৌ পাকস্থলীতেই ক্লেদন নামক অম্ল রসের উৎপত্তি হয়। অতএব ক্ষার অম্লপিত্তের একটী প্রধান ঔষধ। কিন্তু পিত্ত ক্ষার গুণ বিশিষ্ট। অতএব পাকস্থলীর কামড়ানী বারবার তীক্ষ্ণ ক্ষার দিয়া নিবারণ করিতে গেলে, পিত্ত কুপিত হইতে পারে এবং অন্ত্রের শিরা ক্ষার দ্বারা শীর্ণ হওয়াতে ছিঁড়িয়া গিয়া রক্তপাত হইতে পারে। অতএব তীক্ষ্ণ ক্ষার ক্রমাগত কখনই সেবন করিবে না। অম্লপিত্ত রোগীর রক্তার্শ হইলে সচরাচর পেট কামড়ানী বন্ধ হয় এবং অম্লপিত্ত রক্তপিত্ত রূপে আর পরিণত হয় না।

যূষ সর্ব্বাবস্থাতেই সহ্য হয়। ঘোল সহ্য হয়। ঘোলের সহিত কখন চিনি, কখন লবণ বা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিতে হয়। অন্ন আহার করিলে কাহিল হইতে হয় বা দাস্ত সাফ হয় না। অধিক আহার করিলে উদরাময় হয়, পেট কামড়ায় এবং অম্ল বাড়ে।

পিপ্পলাসব। দুই সের পিপুল চূর্ণ, দুই সের ইক্ষুগুড় ও দুই সের বহেড়া চূর্ণ চারি সের জলে গুলিয়া দৃঢ় কুম্ভে স্থাপন করিবে, অনন্তর কুম্ভ যবের খড়ের ভিতর এক মাস রাখিবে। এক মাস পরে ঔষধ ছাঁকিয়া লইয়া প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে দুই তিন তোলা পরিমাণে পান করিবে। ইহাতে পাকস্থলী, গ্রহণী ও স্থূলান্ত্রের রোগ এবং অম্লপিত্ত নষ্ট হয়।

আমাদের ঔষধ।

অন্ন বমি রোগে প্রাতঃকালে ১নং পঞ্চপল্লব সেবন কর, আহারের প্রথম গ্রাস ও শেষ গ্রাসের সহিত এক একটী ২নং পঞ্চপল্লব সেবন কর। অন্ন বদ্ধ রোগে অগ্নীশ্বর রস পান করিবে, অন্নের সহিত লৌহরসায়ন সেবন করিবে। গ্রহণী রোগের কোন কোন অবস্থায় প্রাতঃকালে পেট ঘুট মুট করে। অনন্তর দুই একবার দাস্ত হইয়া গেলে ক্ষুধা হয়, দাস্ত পরিষ্কার না হইলে ক্ষুধা হয় না, এরূপ অক্ষুধায় ভোজন করিলে শেষে জ্বর হয়। ম্যালেরিয়া দেশে এইরূপ অবস্থায় জ্বর হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় ১নং পঞ্চপল্লব সেবন করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ভোজন কর। অগ্নিমান্দ্যেও ঐ ঔষধ। আর গ্রহণী রোগের যে বহু প্রকার উপসর্গ বলা হইয়াছে, তাহাতেও এই ঔষধ। তদ্ভিন্ন অতিশয় তৃষ্ণা ও প্রস্রাব, পেট-ভার, শাদা দাস্ত ও লাল প্রস্রাব, অতিশয় কোষ্ঠ

কাঠিন্য ও আমযুক্ত তরল দাস্তে এই ঔষধ। কোষ্ঠ বদ্ধে মহেন্দ্র রসায়ন।

উদরাময় পুরাতন হইলে সারস্বত তৈল। কোন কোন স্থলে আগে রক্ত ভেদ হয়, পরে উদরাময় হয়, এই উদরাময় বহুদিন থাকে। এরূপ স্থলে সারস্বত তৈল ও অমৃত লৌহ। স্থূলান্ত্রের শূল ও * কামড়ানীতে সারস্বত তৈল।

---

১৩ প্রকরণ। জ্বর।

নবজ্বর। সবিরাম জ্বর।

ডাক্তারেরা বলেন যে জ্বরের উৎপত্তি স্থান জানা যায় না। চরক মতে জ্বরের উৎপত্তি স্থান আমাশয় অর্থাৎ পাকস্থলী। অন্নরস হৃদয়ে উপনীত হইলে রক্ত মাংস ও অন্যান্য ধাতুর পোষণ হইয়া থাকে, আর এ রস কোন কারণে আমাশয়ে বদ্ধ হইলে শরীর ভারী বোধ হয় এবং ঘর্ম্ম বোধ হইয়া থাকে। তাহাতেই জ্বর হয় †। এরূপ অবস্থায় জোলাপ লইলে জ্বর না আসিতে পারে। যে নবজ্বরের বিচ্ছেদ আছে, চলিত ভাষায় তাহাকে সবিরাম জ্বর

* উদরের দক্ষিণ সীমায় কিম্বা যকৃতের নিকট কিম্বা বক্ষোগহ্বরে কামড়ানী হইতে থাকিলে বাম পার্শ্বে শয়ন করিয়া দক্ষিণ পঞ্জর সমূহে পীড়ন বা মর্দ্দন করাও। কামড়ানী হৃদয়ে সঞ্চারিত হইলে হৃদয়েও মর্দ্দন করাও। কেননা বায়ুর কোপ মর্দ্দনে শান্ত হয়।

† বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত জোগ্রাম ম্যালেরিয়া জ্বরের একটী স্থান। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে কলিকাতা হইতে ঐ গ্রামে গেলে দুই দিন বেশ ক্ষুধা থাকে, তৃতীয় দিন অগ্নিমান্দ্য হয়, যথাকালে দাস্ত হয় না এবং দাস্ত অল্প হয়, চতুর্থ দিন দাস্তের অবস্থা আরও মন্দ হয়, গা ভার হয়, চোখ জ্বলে, হাই উঠে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বর হয়।

বলে, সংস্কৃত ভাষায় একদোষজ জ্বর কহে। যে জ্বরের বিশ্রাম নাই, অষ্টাহ হইতে বাইশ দিন পর্য্যন্ত চলে তাহাকে চলিত ভাষায় অবিরাম জ্বর বলে, সংস্কৃত ভাষায় দ্বিদোষজ জ্বর কহিয়া থাকে। একদোষজ জ্বর তিন প্রকার; বাতিক, পৈত্তিক ও কফজ।

বাতিক জ্বর। যে জ্বরের প্রথমে শীত করে, শীতের সময় নাড়ী সরু হয়, শেষে দাহ হয় এবং পরে ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া যায় তাহাকে বাতিক জ্বর বলে। যতক্ষণ জ্বর থাকে, মাথা টল টল করে, নাড়িলে ভার বোধ হয়, মাথায় তাপ দিলে আরাম বোধ হয়। এই সকল লক্ষণ দূর হইলে শরীর হালকা বোধ হয় এবং ক্ষুধা হয়। শীতের সময় কম্প হইলে, বাতিক জ্বরে দাস্ত কঠিন হইয়া থাকে। কম্প অধিক হইলে জ্বরের ভোগ অধিক হয়।

পৈত্তিক জ্বর। জ্বর হইবার আগেই প্রায় দুই একবার দাস্ত হয়, তখনই শরীর কেমন কেমন বোধ হয়, হয় তো দাস্ত পরিস্কার হইয়া যায়, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ জ্বালা করে, শরীর গরম হয়, পাখার বাতাস ভাল লাগে, শরীর অবসন্ন হয়। দুই এক দিনের জ্বরেই চোখ মুখ বসিয়া যাইতে পারে এবং অতিশয় দুর্ব্বলতা হয়। কিন্তু জ্বর দুই এক দিনেই সারিয়া যায়। এই জ্বরে নাড়ী চঞ্চল, স্থূল ও উষ্ণ হয় অর্থাৎ দপ্ দপ্ করিয়া জোরে চলিতে থাকে। কিন্তু রক্তের তাপ যে অধিক হয়, তাহা নহে, সামান্য সামান্য স্থলে সচরাচর ৯৯। ৯৯"০ ডিগ্রী উঠে। মুখ চোখ পীতবর্ণ হয়।

কফজ্বরে। শীত করে, গা ভারী হয়, পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হয়, কথা কহিতে ইচ্ছা হয় না, নিদ্রাবেশ থাকে, কাসি (কাস) হয়, সর্দ্দিও হইতে পারে। আর রোগীর চোখ শাদা হয়।

নাড়ী জ্ঞান। কম্প জ্বরে নাড়ী সরু হয়, কিম্বা এ কথাও বলা যাইতে পারে যে নাড়ী সরু হওয়াতেই শীত হয়; কেননা নাড়ী রক্তের পথ, ঐ পথ সঙ্কীর্ণ হইলে রক্ত পূর্ণ মাত্রায় বহিতে পারে না, আবার রক্তের তাপেই শরীরের তাপ, রক্ত পূর্ণ মাত্রায় নাড়ীর ভিতর না বহিলে গায়ের উত্তাপ কমিয়া যায়। নাড়ী এইরূপ সরু হইলে বায়ুর প্রকোপ বলা যায়। নাড়ী আরও সরু হইলে মানুষ মরিয়া যাইতে পারে, কেননা রক্তের প্রবাহ বন্ধ হইলে কিরূপে বাঁচিবে।

মনে কর বায়ু যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই নাড়ীকে টিপিয়া ধরে, এরূপ স্থলে রক্ত ক্ষীণবল হয়। যদি রক্তের নাম পিত্ত হয়, তবে কম্পের সময় বায়ুর প্রকোপ ও পিত্তের ক্ষীণতা হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু জীবনী শক্তি অব্যাহত থাকিলে বায়ু অধিকক্ষণ বল করিতে পারে না, আপনার পরিশ্রমে আপনিই ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন নাড়ী মোটা হইয়া পড়ে, সুতরাং রক্ত বলের সহিত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে, নাড়ী ধড় ধড় করিয়া বহিতে থাকে, উষ্ণ হয়, শরীর আগুন হইয়া উঠে। ইহাকেই দাহ বলে। এই অবস্থাকে পিত্তের প্রকোপ এবং বায়ুর ক্ষীণতা কহিয়া থাকে। যদি রক্ত অতিশয় বেগে বহিতে থাকে, তবে বায়ু আর নাড়ীকে চাপিয়া রাখিতে পারে না, হয় তো নাড়ী ফাটিয়া যায়, অথবা রক্ত উপছিয়া উঠিয়া নাক মুখ ও অন্যান্য পথে বাহির হইতে পারে। এরূপ স্থলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

ইহাতে স্থির হইল যে বায়ু ক্ষীণ হইলে নাড়ী প্রসারিত অর্থাৎ মোটা হয়। আর পিত্ত ক্ষীণ হইলে নাড়ী চঞ্চল ও উষ্ণ থাকে না। অর্থাৎ বায়ু ও পিত্ত উভয়ের ক্ষীণতা হইলে নাড়ী মোটা হয়, এবং উহার চাঞ্চল্য ও উষ্ণতা কমিয়া যায়। নাড়ী এইরূপ

মোটা হইলে অথচ মন্দ মন্দ চলিলে কফ প্রবল হইয়াছে বলা যায়।

এইরূপে সংক্ষেপে নাড়ী জ্ঞান বলা হইল। বুদ্ধিমান্ পাঠক ইহা হইতেই বাতপিত্ত, বাত শ্লেষ্মা ও পিত্ত শ্লেষ্মার নাড়ী স্থির করিতে পারিবেন।

ব্যবস্থা। স্বেদ। নবজ্বরে মল ভেদ, রক্ত ভেদ, রক্তোদ্গম, মূর্চ্ছা, মত্ততা, গণোরিয়া বা পারা বা, চক্ষু লাল বা শরীরে কণ্ডু না থাকিলে মাথায়, পিঠে, পায়ে ও হাতে বালুকা স্বেদ দিবে। কাপড় তাতাইয়া স্বেদ দেওয়া যাইতে পারে। সর্দ্দি থাকিলে মাথায় বিশেষ করিয়া স্বেদ দিবে, আর মাথায় সর্ব্বদা কাপড় বাধিয়া রাখিবে। স্বেদ দিলে সঙ্গে সঙ্গে বেদনা যায়, গা হালকা হয়, মুখে রুচি হয়, পেট খালি বোধ হয়।

পৈত্তিক জ্বরে ভেদ বমি হইবার পরেও যদি মাথা হালকা না হয়, তবে মাথায় অল্প স্বেদ দিবে। নতুবা স্বেদ না দিলেও চলে।

আগা গোড়া কম্বল মুড়িয়া পড়িয়া থাকিলে স্বেদের কায হয়। নবজ্বরে বাহিরের হাওয়া গায়ে লাগাইবে না। নির্ব্বায়ু স্থানে বাস করিবে, গায়ে জ্বালা বোধ হইলে পাখার বাতাস করিবে।

বমন। আহারের পর জ্বর হইলে কিম্বা জ্বরকালে বমনেচ্ছা থাকিলে সৈন্ধব ও গরম জল খাইয়া বমি করিবে। জ্বরের সময়েই বমি করা ভাল। তাহাতে জ্বর সদ্য সদ্য নরম পড়িবে। শারীর তাপ ১০৪ ডিগ্রী থাকিলেও ১০০ ডিগ্রীর নীচে আসিয়া পড়িবে।

উপবাস। শরীরের গ্লানি বুঝিয়া অল্প বা অধিক সময় উপবাস করিতে হয়। পাকস্থলী ও গ্রহণীর রোগে বলা হইয়াছে যে মল পাক হইতে প্রায় ৪৮ ঘণ্টা লাগে। অতএব ৪৮ ঘণ্টার

অধিক কোন জ্বরে উপবাস করা ভাল নয়। বাতিক ও পৈত্তিক জ্বরে ২৪ ঘণ্টার অধিক উপবাস সহ্য করা যায় না, মুগ বা মসূরের যূষ বা সাগু পথ্য করিবে। উদ্বন্ধন বা অন্য কোন বন্ধন, পতন এবং অন্য কোন আঘাতের জ্বরে উপবাস করিবে না। বিদ্ধ বা ভগ্ন রোগীর জ্বর হইলে উপবাস দিবে না, শোকে বা ভয়ে বা শ্রমে সদ্য জ্বর হইলেও উপবাস দিবে না। মাংস যূষ বা গরম দুগ্ধ পথ্য করিবে। কেননা স্পষ্টই দেখা যায় যে এ সকল স্থলে অজীর্ণের সহিত জ্বরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই।

উষ্ণ জল। পৈত্তিক জ্বরে তৃষ্ণাকালে বরফ চূর্ণ গিলিতে দেওয়া যায়। কিন্তু তৃষ্ণা বরফ জলে থামে না, গরম জলেই থামে। দেখ, জিহ্বার কূপ সমূহ হইতে লাল বাহির হওয়াতেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু বরফ শীতল সুতরাং সঙ্কোচক অর্থাৎ জিহ্বার কূপ সকলকে সঙ্কুচিত করে, অতএব লালা বাহির হইতে পারে না। আবার গরম জল ঐ সকল ছিদ্রকে প্রসারিত করে বলিয়া লাল সহজেই বাহির হয়, এই জন্য তৃষ্ণা উষ্ণ জলেই শান্ত হইয়া থাকে। আর এক কথা এই যে জ্বরের প্রধান উপসর্গ ঘর্ম্ম রোধ, অথচ উষ্ণ জল পান করিলে সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ম্ম ভাব হয় আর শীতল দ্রব্যে ঘর্ম্ম রোধ হইয়া থাকে।

বালক বালিকা জ্বরের তৃষ্ণায় যতই জল খাইতে চায়, আমরা ততই দিয়া থাকি। বরং এক গুণ চাহিলে দুই গুণ দি। কিন্তু ঠাণ্ডা জল দিই না, গরম জল দি। রাত্রিই হউক আর দিনই হউক, ঘুমের ঘোরেই হউক, আর জাগিয়াই হউক, রোগী জল চাহিলে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া গরম জল দিবে। গরম জল তৃষ্ণা-নিবারক, সারক, ঘর্ম্মকারক, প্রস্রাব কারক, রুচি কারক ও আমপাচক; সুতরাং নবজ্বরের মহৌষধ।

শীতল জল। মল ভেদ, রক্ত ভেদ, রক্তোদ্গম, মূর্চ্ছা, মত্ততা কিম্বা শরীরে লালবর্ণ কণ্ডু থাকিলে শীতল জল দিবে। শীতল জল দিবার পর যদি দেখ যে রোগী হাঁচিল কি কাসিল, তবে জানিবে যে উহার প্রকৃতি শীতল জল চাহে না। পৈত্তিক জ্বরে রোগী বরফ জল চাহিলে বরফ চূর্ণ গিলিতে দিবে।

গরম গরম মিছরীর জল। সর্ব্ব জ্বরেই পেট ভরিয়া খাওয়া যায়। যে স্থলে সন্দেহ হইবে যে উষ্ণ জল দিব, না শীতল জল দিব, সে স্থলে গরম গরম মিছরীর জল দিবে। জ্বরে আহার করিব কি না করিব এরূপ সন্দেহ হইলে অন্য আহার না করিয়া গরম গরম মিছরীর জল খাইবে। ইহা আহারও বটে ঔষধও বটে।

ইক্ষু, কমলানেবু, পাতিনেবু সোডাওয়াটর ও লেমনেড। তৃষ্ণা কালে এই সকল দ্রব্য অল্প মাত্রায় পান করা যায়। কফ জ্বরে ইক্ষু, কমলানেবু ও পাতিনেবু দিবে না; জিবে সদ্য সদ্য ঘা বাহির হইতে পারে। কফজ্বরে লেমনেডও দিবে না। সর্ব্ব জ্বরেই সোডাওয়াটর দেওয়া যায়। কিন্তু বাজারের জিনিস বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না জানিবে।

মুগ, মসূর, সাগু ও খইয়ের মণ্ড সর্ব্বজ্বরেই পথ্য। খইয়ের মণ্ড পিপুল ও শুঁঠের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। সাগুও সেই-রূপে সিদ্ধ করিলে ভাল হয়।

নবজ্বরে ঔষধ।

প্রথম দিন হইতেই বিষ ঘটিত ঔষধ দিবে। ঔষধ দুই বেলা দিবে। বিষ ঘটিত ঔষধের কার্য্য হইতে থাকিলে তৎকালে

বমন, বিরেচন বা বস্তি দিবে না। গণোরিয়া রোগীর নবজ্বরে জোলাপ দিয়া কুইনাইন দেওয়া যাইতে পারে। অন্য ধাতুতে কুইনাইন দিবে না।

আমাদের ঔষধ।

নবজ্বর হইবার সম্ভাবনা হইলেই পঞ্চপল্লব দিবে, তাহা হইলে জ্বর আর আসিবে না। জ্বর হইবার পর পঞ্চপল্লব সেবন করিলে জ্বর প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই নিবৃত্ত হয়। এই ঔষধে নবজ্বর ৪৮ ঘণ্টায় না ছাড়িলে জোলাপ দিবে। পরে অর্দ্ধমাত্রায় এই ঔষধ দিবে।

স্বেদ, বমন ও বিরেচন।

যদি বটী বা পাচন না খাও, তবে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে এক-দিন উপবাস কর, কিম্বা জোলাপ লও। যদি তাহার পরও জ্বর আসে, তবে স্বেদ গ্রহণ কর কিম্বা লেপ গায়ে দিয়া পড়িয়া থাক। বমির উদ্বেগ থাকিলে জ্বরের প্রগাঢ় অবস্থায় লবণ ও জল পান করিয়া বমি কর। তৃতীয় দিনে জ্বর ছাড়িবার পর, জোলাপ লও।* হয় সল্টের জোলাপ লও, না হয় সোঁদাল কিম্বা ইচ্ছাভেদী রস কিম্বা এরণ্ড তৈলের জোলাপ লও। পথ্য মুগ বা মসূরের যূষ। কফ অধিক না থাকিলে জল-সাগু। তিন দিন হইতে আট দিন পর্য্যন্ত এইরূপে লঘু পথ্য কর। সোঁদালের জোলাপ উপর্য্যুপরি

---

* "জ্বরান্তে চ বিরেচনম্" অর্থাৎ জ্বর বিচ্ছেদের পর জোলাপ দিবে। কেননা জ্বর কালে জোলাপ দিলে জোলাপ ভাল খোলে না, তখন বমন দিবে। বমন জ্বর বিচ্ছেদের সময় দিলে খোলে না। ব্যারাম হঠাৎ কঠিন হইলে বমন ও বিরেচন উভয়ই দিবে। ডাক্তারেরা অবস্থা বুঝিয়া জ্বরে বমন, বিরেচন, ঘর্ম্মকারক ও প্রস্রাব কারক ঔষধ দেন বলিয়াই সহজে কৃতকার্য্য হন।

তিন দিন লওয়া ভাল। শিরোদাহে ও মোহে মাথায় স্বেদ দিবে না। শীতল প্রলেপ দিবে।

বস্তি।

যদি বল যে, বটী, পাচন, স্বেদ, বমন বা বিরেচন কিছুই গ্রহণ করিব না, তবে ত্রিরাত্র মুগ বা মসূরের যূষ কিম্বা জল-সাগু পথ্য কর। ত্রিরাত্রের পর অর্দ্ধ মাত্রিক বস্তি গ্রহণ কর।

মুদ্গ যূষ।

যদি বটী কিম্বা স্বেদ, বমন, বিরেচন বা বস্তি লইতে না চাও, তবে অষ্টাহ কেবল মুগের যূষ সেবন কর। বাতিক বা পৈত্তিক জ্বরে ভাতের যূষ সেবন করা ভাল। চরকের মতে

মণ্ডং বা মুদ্গযূষং বা শাল্যন্নং বাথ যূষবং।
জ্বরার্ত্তমানুষে দেয়ং জ্বরহানি-প্রদং ভবেৎ॥

ভাতের যূষ এইরূপে প্রস্তুত করিবে, দুই তোলা তণ্ডুল, আধ সের জল, শেষ দুই ছটাক।

পাচন।

রোগী পাচন খাইতে ইচ্ছা করিলে আরগ্বধাদি পাচন দিবে।

আরগ্বধাদি পাচন। পিপুল মূল, মুতো, কটকী ও হরীতকী সর্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা, জল চারি সের, শেষ দুই সের। তন্মধ্যে এক ছটাক গ্রহণ কর আর রোগীর হাতের পরিমাণের একটা সোঁদাল ফলে যতটা আটা থাকে, তাহা ঐ পাচনে গুলিয়া ছাঁকিয়া লও, এবং পান কর। দ্বিতীয় বেলা কেবল পাচন পান কর। জ্বরের প্রথম দুই তিন দিন এইরূপে পান করিবে, পর দিন হইতে পাচন ঘন করিয়া পান করিবে অর্থাৎ চারি সের জল না দিয়া

আধ সের জল দিবে এবং দুই ছটাক থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। দাস্ত হইয়া পেট খোলসা হইয়া গেলে সোঁদালের ভাগ কমাইয়া দিবে। জ্বর ছাড়িয়া গেলে আর পান করিবে না। শিশুদিগকে সোঁদালের আটা চিনির সহিত জলে গুলিয়া দিবে। তিন দিন উপর্য্যুপরি দিলে প্রায় জ্বর আর আসে না। দাস্ত পরিষ্কার না হইলে, তিন দিনের পরেও এক বেলা করিয়া দুই একদিন দেওয়া উচিত। পথ্য মুগ বা মসূরের যূষ।

ষডঙ্গ পানীয়। পিপাসা ও দাহ থাকিলে কেহ কেহ সচরাচর এই পাচনটী ব্যবস্থা করেন; মুতা, ক্ষেতপাবড়া, বেনার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুঁঠ সর্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা। জল চারি সের। শেষ দুই সের। ইহাকেই পাচনের ষড়ঙ্গ পাক বলে।

নাগরাদি পাচন। শুঁঠ, দেবদারু, ধনে, কণ্টিকারী ও বৃহতী। এই পাচন সর্ব্বজ্বরের প্রথম সপ্তাহে ষড়ঙ্গ নিয়মে পাক করিয়া দেওয়া যায়।

ঐ সকল পাচন বিষঘটিত ঔষধের সহিত অনুপান রূপেও দেওয়া যায়। কিন্তু সোঁদাল বা বিরেচন ঔষধ অনুপান রূপে দেওয়া যায় না।

সবিরাম জ্বরের সপ্তাহ গত হইলে দশমূল পাচন দিতে থাকিবে।

ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গের চিকিৎসা।

(ক) কম্প বা দাহের পর হঠাৎ জ্ঞান নষ্ট হইলে মাথায় শীতল প্রলেপ দিবে এবং সর্দি গরমীর ন্যায় চিকিৎসা করিবে। হাত পা ঠাণ্ডা হইলে হাত পায়ে স্বেদ দিতে থাকিবে।

সবিরাম জ্বরের প্রথম সপ্তাহ রোগীর কোন উৎকট উপসর্গ

না থাকিলেও কম্প ও দাহ সচরাচর অধিক হইতে পারে। সম্প্রতি অন্যান্য উপসর্গের চিকিৎসা বলা হইতেছে ;—

(খ) রোগীর কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে কিম্বা কোষ্ঠে বেদনা থাকিলে অন্য আহার না দিয়া এই আহারটী দিবে ; কিসমিস, পিপুল মূল, চই, চিতা ও শুঁঠ সৰ্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা কিঞ্চিৎ থেঁতো করিয়া লইবে। রোগী সহজ অবস্থায় যে পরিমাণ চাউলের ভাত খায়, তাহার চতুর্থাংশ তণ্ডুল লইবে। জল দুই সের লইবে। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাক করিবে। আর ভাত গলিয়া গিয়া কিঞ্চিৎ সিটে থাকিতে নামাইয়া পান করিতে দিবে। পাচন গুলি পুঁটলীতে বাধিয়া দিবে। তণ্ডুলের বদলে সাগু লওয়া যায়।

(গ) যদি বুকে বেদনা থাকে কিম্বা তলপেটে বেদনা থাকে তবে এই পথ্যটী দিবে ;—গোক্ষুর ও কণ্টকারী সৰ্ব্বশুদ্ধ ২ তোলা তণ্ডুলাদি পূৰ্ব্ববৎ।

(ঘ) প্লীহা বা যকৃতে বেদনা থাকিলে কিম্বা চক্ষু হরিদ্রা বর্ণ থাকিলে এই পথ্যটী দিবে ,—ধনে ও শুঠ সৰ্ব্বশুদ্ধ ২ তোলা। তণ্ডুলাদি পূৰ্ব্ববৎ।

(ঙ) জ্বরে পেট ফাঁপিলে বা মূত্র রোধ হইলে দুই মাষা সোডা ও দুই মাষা সৈন্ধব উষ্ণ জল কিম্বা নেবুর রসের সহিত দিবে। কিম্বা নারিকেল-ক্ষার ও সোডা একত্র করিয়া দিবে।

(চ) সন্ধি বা মাথায় বেদনা থাকিলে মাথায় স্বেদ দিবে। আর গায়ে কামড়ানী বা বেদনা থাকিলে গায়ে স্বেদ দিবে।

(ছ) মাথা ধরা থাকিলে জোলাপ দিবে।

(জ) রক্তাতিসার থাকিলে বিল্বাদি পাচন দিবে। অথবা চিরেতা, আতইচ, লোধ, মুতা, ইন্দ্রযব, গুড়ূচী, বালা, ধনে ও

বেল শুঁঠ সিদ্ধ করিয়া দিবে। পথ্য অসহ্য হইলে বিল্বাদি পাচন স্বতন্ত্র না দিয়া মুগ বা মসূরের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে।

(ঝ) তড়কা থাকিলে জলের সহিত চিনি ও সোঁদাল গুলিয়া দিবে। মুখে চোখে জল দিবে। মাথায় জোরে বাতাস করিবে।

(ঞ) রক্ত বমি থাকিলে জলের সহিত চিনি ও সোঁদাল গুলিয়া দিবে। নাক দিয়া রক্ত পড়িলে মাথার তালুতে আমলকী চূর্ণ কিঞ্চিৎ ঘৃত ও আমানী একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে।

(ট) পেট কামড়ানী থাকিলে অন্য পথ্য না দিয়া বেলশুঠ, বেড়েলা মূল, কুলশুঠ, চাকুলে ও শালপানীর সহিত তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিতে দিবে।

(ঠ) অনিদ্রা বা ঘর্ম্মরোধ থাকিলে কিম্বা দাহ ও তৃষ্ণা থাকিলে শুঁঠ ও আমলকীর সহিত তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃতে সাঁতলাইয়া লইবে। আর সেই যূষ শর্করার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে।*

(ড) রক্ত প্রস্রাব হইলে দুবালভাদি পাচন মিছরীর সহিত উত্তমরূপে গুলিয়া দিবে।

(ঢ) জ্বর, মূর্চ্ছা ও পক্ষাঘাত এক সঙ্গে হইতে পারে। এরূপ স্থলে প্রথমেই দশমূলের সহিত এরণ্ড তৈল দিবে। মাথায় বটছাল ঘৃতের সহিত বাঁটিয়া দিবে। দশমূল পান করাইবে। কিন্তু এরূপ উপদ্রবে জ্বর সবিরাম হয় না।

---

* চরকের এই যোগটি নিরাম জ্বরে অর্থাৎ অষ্টাহের পর ভাল। অন্ন অম্ল পাক হইলে অনিদ্রা, ঘর্ম্মরোধ, দাহ ও তৃষ্ণা হয়। সে স্থলে ক্ষার ভাল। অতএব আম জ্বরে এ সকল লক্ষণ থাকিলে ক্ষারই ভাল।

(ণ) গলার ভিতর অতিশয় বেদনা থাকিলে গলার উপর গরম ঘৃতের স্বেদ দিবে। তাহাতেও বেদনা না গেলে দশমূল পাচন সিদ্ধ করিয়া অতিশয় উষ্ণ থাকিতেই গাড়ুর ভিতর পুরিবে। গাড়ুর নল রোগীর মুখে থাকিবে আর পরিচারক গাড়ুর ভিতর ফুঁ দিতে থাকিবে।

(ত) জিহ্বায় স্ফোটক বা বেদনা হইলে আদার রস ও সৈন্ধব কবল কবাইবে, জোলাপ বা বিষঘটিত ঔষধ দিবে। নাসা থাকিলে জোলাপ বা বিষ ঘটিত ঔষধ দিবে।

(থ) গলার ভিতর ঘা থাকিলে এবং রোগী আহার গিলিতে অক্ষম হইলে নিম্বঘৃত বা পঞ্চতিক্ত ঘৃত মুখে পুরিয়া রাখিবে। এবং গাড়ুর নল দিয়া বট ছালের বাষ্প গ্রহণ করিবে। আর পঞ্চামৃত রস কিম্বা পঞ্চবক্ত্র রস কিম্বা মহাজ্বরাঙ্কুশ মৃগনাভি ও রসসিন্দূরের সহিত অবলেহ করিবে। কিন্তু এরূপ উপদ্রব থাকিলে জ্বর সবিরাম হয় না।

(দ) আমবাত অর্থাৎ গেঁটে বাত বা হৃদ্রোগ বা শোথ দেখিলে দশমূলের সহিত পরিমাণে এরণ্ড তৈল পান করাইবে। পরদিন হইতে মৃত্যুঞ্জয় রস বা পঞ্চপল্লব রস দিবে। এরূপ উপদ্রবে জ্বর সবিরাম হয় না।

(ধ) ডেঙ্গু বা অন্য কোন কণ্ডু দেখা দিলে সাধারণতঃ হামের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

(ন) কম্প নিবারণ করিবার উপায়;—

(১) সৈন্ধব এক তোলা ও গরম জল এক দুই ছটাক।

(২) সামান্য কম্পে কেবল গরম জল আকণ্ঠ পান করিয়া বমন কর। জল আপনিই বমি হইবে না হয় সৈন্ধব যোগে বমি করিবে।

(৩) কম্পে মূর্চ্ছা হইবে মনে হইলে আকণ্ঠ শীতল জল পান করিবে। কম্পে মূর্চ্ছা হইলে সর্দ্দি গরমীর চিকিৎসা করিবে। কম্পকালে অত্যন্ত হাঁপানী মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণ।

(৪) আধ ছটাক দশমূল পাচন ও আধ ছটাক এরণ্ড তৈল কম্পের উৎকৃষ্ট পাচন। কম্পের পূর্ব্বে শীত বোধ হইলেই খাওয়াইয়া দিবে।

(প) দাহ নিবারণ করিবার উপায়;

(১) নাভিতে ও বাম হৃদয়ে শীতল জলের বাটী বসাইয়া দিয়া জোরে বাতাস করিতে থাকিলে ৫। ৭ মিনিটেই দাহ যায়।

(২) কোন কোন ডাক্তার বলেন যে দাহ জ্বরে রোগীকে শীতল জলে অবগাহন করাইবে। মহামতি ভাবমিশ্রেরও এই মত। অন্যেরা এমতের বিরোধী, কেননা ইহাতে সর্দ্দি গরমী হইতে পারে।

(৩) অতিশয় দাহে অচেতন হইয়া রোগী প্রলাপ বলিতে থাকিলে পুরাতন ঘৃত মাখাইয়া দিবে। কিন্তু সবিরাম জ্বরে এত দাহ হয় না। ১৯০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪) দাহে সোঁদালের জোলাপ দিবে। সোঁদালের মাত্রা দ্বিগুণ হওয়া উচিত। কেননা জোলাপ না খুলিলে দ্বিগুণ দাহ হইবে। বমি করিলেও দাহ নিবৃত্তি হয়।

(৫) যে দেশে তালের পাখা আছে আর বাতাস করিবার লোক আছে, সে দেশে দাহের ভয় কি? পাখার বাতাস ত্রিদোষ নাশক। এমন কি, কম্পের সময়ে সর্ব্বাঙ্গ লেপে ঢাকিয়া মাথায় পাখার বাতাস করিলে উপকার হয়।

(ফ) কখন কখন কপালে স্ফোটক হইয়া মুখ ফুলিয়া যায়, জ্বর হয়, পরে মুখের ফুলো দূর হইয়া সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও শোথ

হয়, স্থানে স্থানে পাকিয়া যায়, বোধ হয় ইহাই চরকের শঙ্খক রোগ; ইংরাজীতে ইহাকে ইরিসেপেলাস বলে। চিকিৎসা বীসর্পের ন্যায়।

(ব) নবজ্বরে প্লীহা যকৃৎ থাকিলে তৃতীয় দিন পিপুলের ক্বাথের সহিত এরণ্ড তৈল বা সোণামুখীর চূর্ণ বা তেউড়ীচূর্ণ বা সল্‌ট মিশাইয়া জোলাপ দিবে। প্রথম দুইদিন হিঙ্গুলেশ্বর বা ভস্মেশ্বর রস দিবে। চতুর্থ দিন হইতে উক্ত কোন একটা ঔষধের সহিত বা অ-সহিত নিম্নলিখিত কোন একটী পাচন দিতে থাকিবে।

(১) গোলঞ্চ, ক্ষেতপাবড়া, মুতো, চিরেতা ও কটকী।

(২) গোলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন।

(৩) কণ্টিকারী, গোলঞ্চ, বামনহাটী, শুঁঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরেতা, রক্তচন্দন, মুতো, পলতা ও কটকী।

(৪) কণ্টিকারী, গোলঞ্চ, শুঁঠ, কুড় ও চিরেতা।

(৫) গোলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কটকী, শুঁঠ, রক্তচন্দন ও মুতো এই সকলের ক্বাথ আধ ছটাক ও পিপুল চূর্ণ আধ তোলা।

(৬) পিপুল, ধনে ও দশমূল।

আমাদের ঔষধ। পিপুল ক্বাথের সহিত ১নং পঞ্চপল্লব, অর্দ্ধমাত্রা।

অবিরাম জ্বর বা রেমিটেণ্ট ফীবর।

যদি জ্বর দিন রাত্রের মধ্যে একবারও না ছাড়ে, তবে তাহাকে ইংরাজীতে রেমিটেণ্ট এবং সংস্কৃত ভাষায় দ্বিদোষজ জ্বর কহে।

চক্রদত্ত ইহাকে "চিরজ্বর" কহিয়াছেন। বাঙ্গালায় অবিরাম জ্বর কহিয়া থাকে, কেহ কেহ স্বল্পবিরামও কহেন।

তিন দিন না দেখিয়া চিরজ্বর বলা যায় না, কেননা কোন কোন আম জ্বর ক্রমাগত তিন দিন থাকিয়া চতুর্থ দিনে আম পাকান্তে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়।

অবিরাম জ্বরে রোগী কিছু না কিছু অভিভূত হইয়া পড়ে, মুখ টস টস করে, অন্যমনস্ক হয়, কথা কহিতে ইচ্ছা করে না, অধিক কথা কহিলে মাথা ঘুরিয়া যায়, বসিয়া থাকিতে পারে না, মাথা দপ্ দপ্ করে, গা নেকার (গুকার) করে; জিব চটচট করে, রগ টনটন করে, ভ্রূ টানিয়া ধরে, উঠিতে বসিতে বা শুইতে ঘন ঘন ইচ্ছা করে, শয্যা বদল করিতে ইচ্ছা করে, সর্ব্ব শরীর বেদনা করে, দাঁড়াইলে ঝনকা দেখিতে হয় এবং জ্বরের বেগ সর্ব্বদা অধিক থাকে।

প্রকৃতির নিয়মে অবিরাম জ্বর অষ্টম দিবসের এদিকে ছাড়ে না। শাস্ত্রে আছে এই জ্বর সপ্তম, নবম, একাদশ, চতুর্দ্দশ, অষ্টা-দশ কিংবা দ্বাবিংশ দিবসে ছাড়ে বা ঐ ঐ দিবসে রোগী মরে।

সপ্তমী দ্বিগুণা বাপি নবম্যেকাদশী তথা।
এষা ত্রিদোষমর্য্যাদা মোক্ষায় চ বধায় চ॥

ভাবমিশ্র বলেন যে যে দিন জ্বর হয়,সে দিন বাদ দিয়া ধরিতে হইবে অর্থাৎ সপ্তম শব্দে অষ্টম, নবম শব্দে দশম, একাদশ শব্দে দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ শব্দে পঞ্চদশ, অষ্টাদশ শব্দে ঊনবিংশ এবং দ্বাবিংশ শব্দে ত্রয়োবিংশ দিবস বুঝিতে হইবে। রোগী ও চিকিৎসক অষ্টম দিবসে বিশেষ সাবধান থাকিবেন। হয় তো সপ্তম দিবসে দেখিবে যে জ্বর কমিয়া গিয়াছে, রোগী স্বচ্ছন্দ আছে, কিন্তু হয় তো অষ্টম দিবসে দেখিবে যে কম্প হইয়া নাড়ী বিকৃত হইয়াছে।

যদি দিন বা রাত্রে নটা দশটার সময়ে বেগ আরম্ভ হয়, তবে অবিরাম জ্বরকে বাতপিত্ত জ্বর বলা যায়; যদি শেষ রাত্রে বা অপরাহ্নে আরম্ভ হয় তবে বাতশ্লেষ্মা বলা যায়; প্রত্যূষে বা সন্ধ্যার সময়ে আরম্ভ হইলে পিত্তশ্লেষ্মা বলে। বাতপিত্ত জ্বর প্রত্যূষে ও সন্ধ্যাকালে কমে। পিত্তশ্লেষ্মার জ্বর দিন বা রাত্রে প্রায় একটার সময়ে কমে। বাতশ্লেষ্মা ৮।৯টার সময়ে কমে।

ব্যবস্থা। জ্বরের প্রথম সপ্তাহে সবিরাম জ্বরের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। কিন্তু সবিরাম বা অবিরাম হউক, প্রথম তিন দিনের মধ্যে স্থির করা যায় না। অথচ অবিরাম জ্বর প্রথম তিন দিনেই প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারে। জ্বর প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিলে অবিরাম সবিরাম বা দিনক্ষণ বিচার নাই, রোগীকে তৎক্ষণাৎ শোধন দিবে। প্রবল মূর্ত্তি যথা;—মনে কর রোগী যেন হঠাৎ অভিভূত হইয়াছে, মলমূত্র বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বসিতে বা শয়ন করিতে পারিতেছে না, বলিতেছে যে শয়ন করিলে খিল ধরিতেছে, ঢোঁক গিলিতে পারিতেছি না, জিব ফুলিয়া গিয়াছে, চোখ মুখ নাক ও গলার ভিতর জ্বলিতেছে, প্রবল বেগে সর্দ্দি বাড়িতেছে, ভয় হইতেছে ইত্যাদি।

এরূপ স্থলে রোগীকে লবণ ও জল দিয়া বমন করাইবে। তাহাতেও রোগের লাঘব না হইলে ইচ্ছাভেদী রসের জোলাপ দিবে।

কিন্তু যদি অতিসার থাকে, তবে তাড়াতাড়ি করিবে না, কেননা অতিসারে পিত্ত কফ আপনিই বাহির হইয়া যাইতেছে অতিসার সহসা বন্ধ করিবে না। যদিই ঔষধ দিতে চাও, তবে কনকসুন্দর প্রভৃতি বিষ ঘটিত ঔষধ দিবে। অতিসারে রোগী নিতান্ত দুর্ব্বল না হইলে পাচন ঔষধ দিবে না।

রোগীর দাস্ত না খুলিলে তিন দিন অপেক্ষা করা যাইতে পারে। পরে অবশ্যই জোলাপ দিবে। দশমূলের সহিত অৰ্দ্ধ তোলা বেড়ী দেওয়া ভাল। কিন্তু ৭ম, ৮ম, ১২শ, ১৪শ ও ১৮শ দিবসে জোলাপ বা বমন দিবে না। আর দুর্ব্বল নাড়ীতেও বমন বিরেচন নিষিদ্ধ।

সংশোধনের পর বাতপিত্ত জ্বরে ঐ জ্বরের নির্দ্দিষ্ট কোন একটী পাচন দিবে। এইরূপ পিত্তশ্লেষ্মা ও বাতশ্লেষ্মারও ভিন্ন ভিন্ন পাচন সমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। যে সকল পাচন সেই সকল শাস্ত্র দেখিয়া রোগানুসারে নির্ব্বাচন করিবে। চক্রদত্ত চিরজ্বরে চতুর্দ্দশাঙ্গ পাচন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমরা সর্ব্ব-প্রকার দ্বিদোষ জ্বরেই অষ্টাহের দিন হইতে দশমূল কিংবা চতুর্দ্দশাঙ্গ কিংবা অষ্টাদশাঙ্গ দিয়া থাকি। পর্য্যায় ক্রমে তিনটী পাচন তিন দিনে খাওয়াইয়া দেখিবে, যে টাতে যাহার দাস্ত প্রভৃতি পরিষ্কার থাকে, তাহাকে সেইটাই দিতে হয়।

একজ্বরীর জ্বর ছাড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। তাড়াতাড়ি করিয়া জ্বর ছাড়াইতে গেলে মারাত্মক হইয়া পড়ে। নতুবা মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা নাই। রোগী তিন চারি সপ্তাহ বা ততোঽধিক কাল ভুগিলেও মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা হইবে না।

রোগে ঔষধ যতই কম খাওয়াইবে, ততই রোগীর মঙ্গল। রোগীকে আরাম করিবার জন্য যতই তাড়াতাড়ি করিবে, ততই তাহার অমঙ্গল। রোগীকে শুশ্রূষা করিবে, পথ্য পালন করাইবে এবং দাস্ত পরিষ্কার রাখিবে; তাহা হইলেই চিকিৎসা করা হইল। ঔষধ অল্পই খাওয়াইতে হয়।

মাথায় সহসা বরফ বা জলপটী দিবে না। দিলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়া হয়। আমাদের দেশের প্রবাদই এই যে

"তাত সয় তো বাত সয় না।" আর ইউরোপীয়দিগের ধারণা এই যে 'বাত সয় তো তাত সয় না।' এইরূপ দুই বিপরীত সূত্রে উভয় দেশের চিকিৎসা শাস্ত্র নির্ম্মিত।

দ্বিতীয় কথা এই যে সামান্য সবিরাম জ্বরে জোলাপ লইবার পর কুইনাইন খাইতে ইচ্ছা হয় খাইও। কিন্তু পাচনের বলে অবিরাম জ্বর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেও কুইনাইন খাইও না। পৈত্তিক জ্বরে কুইনাইন উপকারী বটে, কিন্তু যে জ্বরে বাতশ্লেষ্মার সম্বন্ধ আছে, তাহাতে ইহা খাটে না। কুইনাইন অতিশয় বাত প্রকোপক, আর ইহা আম দোষে খাটে না। আমরা এই জ্বরে যত বারই কুইনাইন দিয়াছি, তত বারই অপ্রতিভ হইয়াছি।

অবিরাম জ্বর বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেও ২৩।২৪ দিন বা একমাস পর্য্যন্ত ঔষধ ছাড়িবে না আর ১৩ দিনের পূর্ব্বে অন্ন পথ্য করিবে কি না, তৎপক্ষে সাবধান থাকিও।

অবিরাম জ্বরে তুচ্ছল জেতা ভাল। অষ্টাহ হইতে কস্তূরী ভৈরব দিবে। কেননা ঐ দিন একটা ফাঁড়া আছে, হঠাৎ শরীর অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা হইতে পারে। দশমূলের সহিত ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়। মূত্র বন্ধ হইলে ব্রাণ্ডী দিবে না। আর ঐ সময় হইতে মাংসের যূষ দশমূলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিতে হয়, কেননা ঐ সময়ে শরীরের আম শুষ্ক হয়, অতএব বল রাখা দরকার; গরম দুধের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প দেওয়া যায়। রোগী ক্ষুধা বোধ করিলেই মাংস যূষ বা চিনির সহিত অল্প গরম দুধ দিবে অথবা মুগ বা মসূরের যূষ দিবে।

পাচন অল্প অল্প করিয়া চারি পাঁচ বারে পান করা ভাল। খালি পেটে পাচন খাওয়া রীতি। আহারের ঠিক পূর্ব্বে বা পরে পাচন খাইবে না। আর জল পানের পর পাচন খাইবে না।

এ ।কল ভাবিয়াই সাধারণতঃ প্রাতঃকালে একবার ও সন্ধ্যা-
কা।েল একবার পাচন খাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

উপসর্গের চিকিৎসা।

রোগী যে পাচন খাইতেছে, তাহাই ষডঙ্গ নিয়মে পাক করিয়া তৃষ্ণায় দিবে। সুশ্রুত মতে মধু যুক্ত শীতল জল আকণ্ঠ পান করিয়া বমি করিলে তৃষ্ণা শান্ত হয়। আর মধু ও মাত গুড়ের সহিত নিম্ব পত্রের কাথ পান করিয়া বমি কবিলে দাহ নষ্ট হয়, অথবা গরম জল দিবে। শয্যায় পড়িয়া থাকাতে পিঠে ও পাছায় দাগ বা ঘা হইতে পারে। পঞ্চতিক্ত ঘৃত বা নিম্ব ঘৃত দিবে। পৃষ্ঠে বহু স্থান ব্যাপিয়া ফুসকুড়ী বাহির হইতে পারে, তাহাতেও ঐ ঘৃত দিবে। গায়ের অন্যান্য স্থানেও ফুসকুড়ী বাহির হইতে পারে; উপেক্ষা করিবে। ঔষধ যেমন খাওয়াইয়া যাই-তেছ, সেইরূপ খাওয়াইবে। তবে ফুসকুড়ী বাহির হইলে কিংবা অতিসার হইলে স্বেদ বন্ধ কবিয়া দিবে। অন্যান্য উপসর্গের চিকিৎসা সবিরাম জ্বরে বলা হইয়াছে।

প্রস্রাব অধিক হইলে বা প্রস্রাব বন্ধ হইলে বা ঘাম হইতে থাকিলে বা হাত পা ঠাণ্ডা হইলে বা রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে দশমূল পাচন যথেষ্ট। মূত্র বন্ধে মৃগনাভি বা ব্রাণ্ডী দিবে না। হিক্কা থাকিলে দশমূলের সহিত মৃগনাভি দিবে। হিক্কা দাহ অতি ঘর্ম্ম, সর্দ্দি, ক্রিমি বা পাথুরী থাকিলে কিংবা সমস্ত গুলি বা কতক গুলি উপদ্রব একত্র থাকিলে এক তোলা দশমূল ও এক তোলা কুলত্থ কলায় আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুই ছটাক থাকিতে একট একট করিয়া দিবে।

অবিরাম জ্বরে বটী।

প্রথম সপ্তাহে মুষ্টিজল জেতা, বা অন্য কোন বিষঘটিত ঔষধ। দ্বিতীয় সপ্তাহে কস্তূরী ভৈরব। রোগীর নাড়ী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে কস্তূরী ভৈরবের বদলে লক্ষ্মীবিলাস বা মহাজ্বরা-ঙ্কুশ মৃগনাভির সহিত দিবে। মৃগনাভী না মিলিলে সর্ব্বত্রই আদার রস দিবে। নাড়ী ক্ষীণ ও তন্দ্রায় বেতাল রসও দেওয়া যায়। আফিং যে স্থলে দেওয়া যায় তাহা উপক্রমণিকাধ্যায়ে বলা হইয়াছে। মধু অবিরাম জ্বরে দিবে না। রোগী গরম হইয়া পড়িলে বটী বন্ধ করিয়া দিবে। কেবল পাচন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

মন্তব্য। এই জ্বরাধ্যায়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, টাইফস্, কণ্টিনিউড্ ফীবর, টাইফইড্, স্কার্লেট, রুবিওলা, ডিপ্‌থিরিয়া ও ইরিসিপেলাস রোগের চিকিৎসা আনুসঙ্গিক বলা হইয়াছে। প্লেগ্, পায়েমিয়া ও অন্যান্য ব্রণ জ্বর বসন্ত রোগে বলা হইয়াছে। পিউয়েরপেরাল ফীবর ধাত্রী বিদ্যায় বলা হইয়াছে। হেকটিক ফীবর যক্ষ্মার চিকিৎসায় বলা হইবে।

আমাদের ঔষধ।

অবিরাম জ্বরে নাড়ী বরাবর সবেগ থাকিলে এক নম্বর পঞ্চ পল্লব আদার রস অনুপানে দুই বেলা দিবে। নাড়ী ক্ষীণ হইলে এক নম্বর পঞ্চপল্লব অর্দ্ধমাত্রা ও মৃগনাভি অর্দ্ধমাত্রা আদার রসের সহিত দিবে। নাড়ী ক্ষীণ হইলে ২নং বা ৩নং পঞ্চপল্লব রস ও ঐ ঐ অনুপানে দেওয়া যায়।

———

অভিভাবক বা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক রোগী বা অভিভাবক দিগকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন যে এ জ্বর অষ্টম দিবসের এদিকে ছাড়িবে না। এমন কি বাইশ দিন পর্য্যন্ত লাগিতে পারে। আর রোগী ভাল হউক বা না হউক বাইশ দিন পর্য্যন্ত ভাত পাইবে না। তবে ইতিমধ্যে জ্বর ছাড়িয়া গেলে জ্বর ছাড়বার তিন দিন পরে ডাল রুটী পাইতে পারে। রোগী বা অভিভাবকেরাও ব্যস্ত হইবেন না।

অভিভাবক হয় তো আসিয়া বলিবেন যে কল্য রোগীর নিদ্রা হয় নাই, বা রোগী দুই একটা ভুল বকিয়াছিল বা রোগীর অতি-শয় তৃষ্ণা হইয়াছিল ইত্যাদি। চিকিৎসক সতর্ক হইবেন। কিন্তু হঠাৎ ঔষধ পরিবর্ত্ত করিবেন না। হয় তো অভিভাবক কোন দিন হঠাৎ আসিয়া কহিবেন যে রোগীর জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে এবং অতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে। কিন্তু চিকিৎসক সে কথায় বিচলিত হইয়া হঠাৎ গুরু পথ্য দিবেন না।

আরও একটী বিষয়ে সাবধান। রেমিটেণ্ট জ্বর দেশীয় ঔষধে বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলেও রোগীকে কুইনাইন দিবে না। তাহা হইলে পুনর্ব্বার জ্বর বেগে আসিবে। আমরা এরূপ স্থলে যে কয়েক বার কুইনাইন দিয়াছি, সেই কয়েক বারই অপ্রতিভ হইয়াছি।

একজন চিরজ্বরীর ইতিহাস।

১৩০২ সালের ১লা ফাল্গুন আমার শরীর খারাপ হইয়াছিল। বয়স তখন ৪৯।৫০। ঐ দিন কোন কারণে মনে অতিশয় উদ্বেগ যাইতেছিল, ক্ষুধা ছিল না, অম্লও শীতল হইয়া গিয়াছিল। স্নান করিয়া আসিয়া অক্ষুধায় তাড়াতাড়ি ভোজন

করিলাম। কতক গিলিলাম, কতক চর্ব্বণও করিলাম। মনে হয় একটা তরকারিতে শিম ছিল, আর একটা তরকারিতে পাকা রুইমাছের একটা শক্ত মাংসখণ্ড ছিল। কোনটারই স্বাদ পাই নাই, কেবল অন্য মনস্কে গিলিয়াছিলাম মাত্র।

বেলা তিন চারিটার সময় মনে হইল যে শরীরের ভিতর সর্দ্দি বসিয়া গিয়াছে, হঠাৎ শরীর ভার বোধ হইল, গলা চিরিয়া গেলে যেরূপ জ্বালা বোধ হয়, গলার ভিতর সেইরূপ জ্বালা হইতে লাগিল। আর নাক মুখ ও চোখ দিয়া যেন আগুনের তাপ বাহির হইতে লাগিল। বিশেষ লক্ষ্য করিলাম না। সন্ধ্যার পর ভোজন প্রস্তুত হইয়া আসিল। এবার পাঁটার মাংস ও রুটী। ঝোল মুখে দিয়া দেখিলাম উৎকট লবণ হইয়াছে। মনে মনে ইতস্ততঃ হইতে লাগিল। কিন্তু আত্মীয়েরা পাছে কিছু মনে করেন এই জন্য কিঞ্চিৎ ভোজন না কবিলাম এমন নয়।

আহারের পর শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা আসিল না, পায়ে খিল ধরিতে লাগিল। দাঁড়াইলাম, তথাপি খিল ধরিতে লাগিল। মনে হইল পায়খানায় গেলে খিলধরা সারিয়া যাইবে। কিন্তু পায়খানার উপর বসা গেলনা, পায়ে খিল ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে যকৃতের উপরেও খিল ধরিল। শরীর ও নাড়ী উষ্ণ হইয়া উঠিল। পায়খানা হইতে আসিয়া একটী ইচ্ছাভেদী বটী জল দিয়া গিলিলাম। কিয়ৎকাল পরে বমি হইয়া গেল, একবার দাস্তও হইল। উপর পেটে অজীর্ণ থাকিতে জোলাপ লইলে বমি হইয়া যায়, দাস্ত ভাল হয় না। যাহাহউক আসিয়া শয়ন করিলাম। এবার আর খিল ধরিল না। নিদ্রাও না হইল এমন নয়, তবে সুনিদ্রা হইল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম শরীরের অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে, কেবল খিলধরা নাই। কিন্তু সর্দ্দির বেগ ও শরীরের অবসাদ বরং বৃদ্ধি হইয়াছে। জরীস্পষ্ট হইয়াছে। পুনশ্চ ইচ্ছাভেদী রসের জোলাপ লওয়া হইল। একবার দাস্তও হইল। সারাদিন শুইয়া থাকিলাম। আহার করিলাম না। তৃতীয় দিন জ্বর গায়ে সদরে বসিয়াছিলাম। পঞ্চপল্লব রস সেবন করিলাম। কিঞ্চিৎ ভাতের মণ্ড পান করিয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে মুখ শুষ্ক হইতে থাকিলে কিঞ্চিৎ ইক্ষুরস পান করিলাম, একটা কমলা নেবুও খাইয়াছিলাম। জ্বর যে রেমিটেণ্ট হইয়াছে এবং কিছু কাল যে ভুগিতে হইবে, তাহা তখন বুঝিতে পারি নাই। মনে হইল আমার ত কখন রেমিটেণ্ট জ্বর হয় নাই। এবং জ্বরে কখন উপবাসও করি নাই। যাহা হউক আমার বড় ভুল হইল। গলার ভিতর তত বেদনা এবং শরীরে তত গ্লানি থাকিতেও ইক্ষুরস বা কমলা নেবু পানকরা অন্যায় হইয়াছিল। কেননা ঐ দুই দ্রব্যই কফকারক। বাতপিত্ত জ্বরে খাওয়া চলে, কিন্তু শ্লেষ্মায় খাওয়া চলে না। আর এত শ্লেষ্মায় ভাতের মণ্ড খাওয়া উচিত ছিল না।

রাত্রে একটু তন্দ্রার পর জাগিয়া উঠিয়া দেখি, গলা আলজিব ও জিব ফুলিয়া উঠিয়াছে, আর জিবে এত ফোড়া হইয়াছে যে হাত দেওয়া যাইতেছে না। মুখে থুথুর স্রোত বহিতেছে, কিন্তু ফেলিতে গেলে জিবে লাগে। মনে হইল দাঁতগুলো ফেলিয়া দিলেই বাঁচি। কারণ মাড়ীতে বেদনা হইয়াছিল আর জিবে দাঁতের খোঁচা লাগিতে লাগিল। প্রাতঃকালেই গুলের আগুন করা হইল। মাথায় ও গায়ে স্বেদ দেওয়া হইতে লাগিল। বালীর

পুটলী গরম করিয়া গলার উপর স্বেদ দেওয়াতে যেন জুড়াইতে লাগিল। কিন্তু গলায় অধিকক্ষণ তপ্ত পুটলী রাখিলে গলা শুকাইয়া যায়, হঠাৎ হাঁপাইয়া উঠিতে হয়; আমার গলাও একবার শুকাইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু জিবের আড়ষ্ট কিছুতেই গেল না, অনন্তর পূর্ণমাত্রায় একটী পঞ্চপল্লব সেবন করিলাম। পঞ্চপল্লব না থাকিলে তদ-ভাবে কস্তূরী ভৈরব কিম্বা পঞ্চবক্ত্র সেবন করিতাম। শাস্ত্রানুযায়ী সৈন্ধব, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ-মুখে ধারণ করা হইল। তাহাতে লাল ভাঙ্গিতে লাগিল বটে, কিন্তু এমনই জ্বালা হইতে লাগিল, যেন সমস্ত দিক্ শূন্য বোধ হইতে লাগিল, জালায় কণ্ঠশোষ হইল, শরীর কিঞ্চিৎ হালকা বোধ হইল বটে, কিন্তু মাথা যেন ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কস্তাকস্তি করিয়া ঔষধ মুখ হইতে ফেলিয়া দিলাম। কিন্তু তাহার পর আবার একবার কবল করিয়াছিলাম, বোধ হয় বিকালে তৃতীয় বার কবল করিয়াছিলাম। ঐ সকল দ্রব্যের নস্য লওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা লই নাই। এই দিন হইতে অস্থির হইয়াছিলাম, একবার এঘর, একবার ওঘর, একবার খাটের বিছানা, একবার মেজের বিছানা অবলম্বন করিয়াছিলাম।

আহার করিব কি! কিছুই জিবে সহ্য হয় না যে! গিলিব মনে করিলে, গলার বেদনার ভয়ে, হৃৎকম্পন উপস্থিত হয়! কোন কিছু মুখে রাখিবার যো নাই; মিছরী জিবে লাগিলেও জিব কর্ কর্ করে। কেবল তালের মিছরী সমস্ত দিন মুখে রাখিতে পারিয়াছিলাম। সন্ধ্যাকালে বটী আর খাই নাই, কেবল তাপ লইয়াছিলাম।

অনন্তর অতিশয় কাসি হইতে লাগিল। রাশি রাশি গয়ের উঠিতে লাগিল। আহারাদির কথা ভুলিয়া গেলাম। কেবল মাথায় বালির তাপ দেওয়াইতে লাগিলাম, পিঠেও অনেকবার দেওয়াইয়াছিলাম। দেখিয়াছিলাম যে কফে যেমন বালির তাপে সগু সগু আরাম বোধ হয় এমন আর কিছুতেই নহে। কফ শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে।

অষ্টম রাত্রে আন্দাজ নয় দশটার সময়ে খাটে শয়ন করিয়া মাথায় ও পৃষ্ঠে স্বেদ লইবার পর একটু স্বাস্থ্য বোধ হইল। উঠিয়া বসিলাম শরীর যেন ঝিম ঝিম করিতে লাগিল, হৃদয় যেন অবসন্ন হইল, মন যেন সন্দিগ্ধ হইল, যেন তন্দ্রার আবেশ হইতে লাগিল। জানি না কি মনে করিয়া আমি আমার কোন আত্মীয়কে কহিলাম "দেখ ঘরে আগুন বুঝি নাই, আমার সান্নিপাতিক জ্বর হইয়াছে, ঘরে সর্ব্বদা আগুন না থাকিলে এ জ্বরে মানুষ বাঁচে না।" সে এই কথা শুনিয়া অন্য ঘরে আগুন আনিতে গেল। আমি অন্যমনস্কে খাট হইতে নামিয়া ভূমিস্থ শয্যায় উপবেশন করিলাম। হঠাৎ মনে হইল যেন কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল। আমার চৈতন্য হইল। আমি পার্শ্ববর্ত্তী আত্মীয়কে জিজ্ঞাসিলাম, তুমি কেন কাঁদিতেছ। সে কহিল "তুমি অমন করিতেছ কেন।" আমি কহিলাম ভয় নাই, এই দেখ আমার নাড়ী রহিয়াছে। পুনশ্চ কহিলাম যে আমি অবসন্ন হইয়াছি, আমাকে দশমূল পাচনের সহিত কিঞ্চিৎ ব্রাণ্ডী মিশ্রিত করিয়া দাও, আর মাংসের যূষ প্রস্তুত করিয়া দাও। আমি যেন এসকল কথা ঘুমের ঘোরে কহিয়াছিলাম, বলা বাহুল্য যে

এত দিন পর্য্যন্ত আমি দশমূল পাচন খাই নাই। মধ্যে মধ্যে ষড়ঙ্গ পানীয় ও ধনে পলতার জল খাইয়াছিলাম। পঞ্চপল্লব দুই একদিন খাইয়াছিলাম মাত্র। এই রাত্রে আমার কথামত আমাকে দশমূলসিদ্ধ মাংসের ঝোল খাওয়ান হইয়াছিল, তাহাতে ব্রাণ্ডীও দেওয়া হইয়াছিল। অনন্তর ঘণ্টা দুই ঘোর নিদ্রা হইয়াছিল। পরদিন প্রাতঃকালে আমার কোন মাননীয় ডাক্তার আমার বক্ষঃ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন যে বক্ষের অবস্থা কিঞ্চিৎ খারাপ হইয়াছে। আমি তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম যে দশমূল পাচন ও বালীর স্বেদ এ রোগের উত্তম ঔষধ।

একে কয়েকদিন অতিশয় লঙ্ঘন, তাহার উপর রাত্রে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়াছিল। এই দুই কারণে মূর্চ্ছা হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় এরূপ জ্বরবিচ্ছেদে মৃত্যুও হইতে পারে। আর এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইলে রোগী কিছুই জানিতে পারে না। সপ্তম বা অষ্টম রাত্রে এরূপ জ্বরবিচ্ছেদ ঘটিতে পারে অতএব সে সময়ে পেট খালি থাকা উচিত নহে।

এস্থলে বলিতে ভুলিয়াছি যে ষষ্ঠরাত্রে আমি দুইবার এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম যেন আমি নিমতলার শ্মশানে জলন্ত কয়লার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছি। আর বন্ধুরা পার্শ্বে বসিয়া গল্প করিতেছে। আর পঞ্চম ও ষষ্ঠ রাত্রে আমার অত্যন্ত দাহ হইয়াছিল। দাহই বরাবর ছিল, কম্প একদিনও হয় নাই।

ঐ রাত্রে আমি ধাক্কা খাইয়াছিলাম। কিন্তু জ্বরও ধাক্কা খাইয়াছিল। নাড়ীর বেগ ঐ রাত্রি হইতেই কমিয়াছিল। কিন্তু অষ্টম দিন হইতে চতুর্দ্দশদিন পর্য্যন্ত গয়েরের এত উঠিয়াছিল, যে আমার জীবনে কখন এত গয়ের উঠে নাই। গয়েরের রং সাদা

ছিল আর প্রত্যহ একপোয়া বা দেড়পোয়ার কম ছিল না। বলা বাহুল্য আমি সুস্থ অবস্থায় কখন থুথু বা গয়ের ফেলি না। অষ্টম দিন হইতে আমি পঞ্চপল্লব প্রত্যহ তিনবার করিয়া খাইতাম। অনুপান আদার রস ও মৃগনাভি। আর কোন পাচন খাই নাই। কেবল দশমূলের সহিত পাঁটার মাংস সিদ্ধ করিয়া সেই যূষ খাইয়া ছিলাম। পথ্যের মধ্যেও তাহাই। দুগ্ধ ও চিনি মধ্যে মধ্যে খাইতাম। মুখে মিছরী এক দণ্ড কামাই ছিল না; ঘুমের ঘোরেও মুখে মিছরী রাখিতে হইত নতুবা গলা শুকাইয়া উঠিত। কাসি বিরক্তিকর হইয়া উঠিলেই বালির স্বেদ লইতাম। মাথায় ও গলায় সর্ব্বদা গরম কাপড় রাখিতাম, নতুবা কাসি বাড়িয়া উঠিত। এস্থলে বলা উচিত যে গয়ের যতই উঠে মানুষ ততই কাহিল হয়, অথচ গয়ের না উঠিলেও বিপদ্। গয়ের আদৌ জীবনীয় কফ; উহা শরীরের সর্ব্বত্রই আছে, বক্ষে অধিক আছে; কোন কারণে স্থানচ্যুত হইলেই বিকৃত হয়; তখন তুলিয়া না ফেলিলে বিপদ আসে। আবার অত কফ একবারে বিকৃত হওয়াতে শরীর অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায়। কফ স্থানচ্যুত হইলে অবশ্যই তুলিয়া ফেলিতে হইবে, চিকিৎসার কর্ত্তব্য এই যে যেন সুস্থ কফ স্থানচ্যুত না হয়। কফ স্থানচ্যুত হইলেও আটকাইয়া থাকে, স্বেদদ্বারা উহার পথ সকল প্রসারিত হয় অথচ উহা তরল হইয়া থাকে, এই জন্য স্বেদ দিলে বাহির হইয়া পড়ে।

বাইশ দিন পর্য্যন্ত আমি অন্ন পথ্য করি নাই। কিন্তু ইতি-মধ্যে ডালরুটি খাইয়াছিলাম বলিয়া মনে হয়। তেইশ দিনের দিনও আমার শরীর সুস্থ বোধ হয় নাই, শূন্য বোধ হইয়াছিল, গায়ে অতিশয় ময়লা জমিয়াছিল। আমি ঐ দিন বিকাল বেলা

সারস্বত তৈল মাখিয়া ময়লা তুলিয়াছিলাম। পঞ্চপল্লবরস ক্রমাগত একমাস খাইয়াছিলাম। তদভাবে লক্ষ্মীবিলাস খাওয়া উচিত হইত।

রোগের প্রথম সাত দিনের পর হইতে তৃষ্ণার উপদ্রব অতিশয় ছিল, সে তৃষ্ণা কিছুতেই যায় নাই। কেবল এক টুকরো হরীতকী ও এক টুকরো তালের মিছরী মুখে রাখিলেই মুখ সরস হইত এবং তৃষ্ণা যাইত।

সান্নিপাতিক বিকার।

["জ্বর ও ওলাউঠার চিকিৎসা" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত]

পূর্ব্বে অবিরাম জ্বরের কথা বলা হইয়াছে। এই জ্বর বিকারে পরিণত হইতে পারে। প্রথম দিন হইতে বাইশ দিন কাটিয়া গেলে মরণের আশঙ্কা থাকে না। যাহাতে জ্বর বিকারে দাঁড়াইতে না পারে, প্রথমতঃ তাহারই চেষ্টা করিবে। পেট খোলসা থাকিলে ও পথ্য ঠিক থাকিলে এবং বাহিরের বাতাস গায়ে না লাগিলে বিকারের সম্ভাবনা নাই।

রোগীব চোখেব চাউনী খারাপ হইলেই বিকার সন্দেহ করিবে। বিকারের রোগী আপনার মনে কথা বলিয়া থাকে; যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে কি বলিতেছ, তবে যেন হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গের ন্যায় চমকিয়া উঠে এবং হয় তো এইরূপ উত্তর দেয় যে "কই কিছু বলি নাই।" অনন্তর পুনর্ব্বার অন্য মনস্ক হয়। ক্রমশঃ চোখের ভাব ঘোর ও দৃষ্টি বক্র হইয়া যায়। মানুষ চিনিতে পারে না। কথা এড়াইয়া যায় এবং প্রায়ই তন্দ্রা হয়।

বালক বালিকার বিকার ক্রমশঃ উপস্থিত না হইয়া হঠাৎ উপস্থিত হয়। জ্বরের বেগ অধিক হইলে অবিরাম জ্বরের অষ্টম

দিবসে হঠাৎ বিকার হইতে পারে। চৈতন্যের হঠাৎ লোপ হয়। ক্ষণে ক্ষণে রোগীর হাত পা শীতল হয়। মাথা গরম হয় বলিয়া রোগী চীৎকার করিতে থাকে, অচেতন অবস্থায় গালি দিয়াও থাকে, মনে হয় যেন কাহার সহিত ঝগড়া করিতেছে। আর মরা মানুষ, ভূত, চোর ও হত্যাকারীদের নাম উল্লেখ করিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তখন আত্মীয়েরা প্রবোধ দিবার জন্য মুখের কাছে মুখ লইয়া গেলে কিম্বা গায়ে হাত দিলে আরও চমকিয়া উঠে।

বিকারের রোগীর পরিচারক চব্বিশ ঘণ্টা রোগীর পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিবেন। চিকিৎসক সর্ব্বদা কাছে থাকিলে আরও ভাল হয়। যাহারা অল্পেই কান্না কাটনা করে, এরূপ লোক রোগীর নিকটে থাকিবেন না। আবার নির্দ্দয় লোকও রোগীর কাছে না থাকে। নিম্নলিখিত কয়েকটী দ্রব্যের আয়োজন থাকিলেই সর্ব্বপ্রকার বিকারের চিকিৎসা চলিতে পারে।

দশমূল পাচন। মৃগনাভি কিম্বা ব্রাণ্ডী। মুগ, মসুর, এরা-রুট, বার্লী। দাড়িম কিম্বা বেদানা। বেড়ীর তৈল। সোডা। পাতি বা কাগজী নেবু। বিডঙ্গ। মিছরী। গুল কিম্বা কয়লার আগুন। আমানী। রসোন। কর্পূর এবং শুঁঠ। [বিকারে প্রস্রাব বন্ধ হইলে ব্রাণ্ডী দিবে না]।

বিকারের রোগীর ঘরের কপাট ও জানালা যতদূর সম্ভব, বন্ধ করিয়া দিবে। আর কয়লা বা গুলের আগুন দিয়া ঘর এরূপ গরম করিয়া রাখিবে, যেন সহজ লোকে ঘরে ঢুকিলে অতিশয় গরম বোধ করে। ঘরে দুর্গন্ধ বা ধূম না থাকে। রোগীর বিছানা সামান্য হউক, কিন্তু যেন পরিচ্ছন্ন থাকে

ঘোর বিকারে রোগীর নাড়ী ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হয়। রক্তের তাপ এইমাত্র ১০৫ ডিগ্রী ছিল, কিন্তু পরক্ষণেই হয় তো দেখা গেল যে দ্রুতগতি নামিয়া আসিতেছে। সকলের নাড়ীজ্ঞান সমান থাকে না, আবার বিপদের সময় অনুভব শক্তি ঠিক থাকে না। এইজন্য একটী তাপমান যন্ত্র কাছে রাখিয়া দিবে, এবং মধ্যে মধ্যে তাপ পরীক্ষা করিবে। কিন্তু রোগীর নাড়ী দমিয়া গেলে তাপমান যন্ত্রে কায দেখে না, বরং ভ্রম হইতে পারে। কারণ যে রোগীর নাড়ী নাই, শ্বাস হইতেছে এবং যে এখনই মরিবে, তাপমান যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে, তাহারও তাপ হয় তো ১০০ ডিগ্রীর উপর পাওয়া যায়। তখন নাড়ী না দেখিয়া কেবল তাপমান যন্ত্রে বিশ্বাস করিবে না। যদি নাড়ী ক্ষীণ থাকে, অথচ তাপমানে তাপের পরিমাণ ১০০ ডিগ্রীর উপরেও থাকে, তথাপি রোগীকে স্বেদ দিয়া তাপ রক্ষা করিতে হইবে। আবার যাহাদের নাড়ী স্বভাবতই মগ্ন অর্থাৎ হাতে পাওয়া যায় না, থার্মোমেটর ভিন্ন তাহাদের জ্বর পরীক্ষা করিবার উপায় নাই।

বিকারের রোগী চীৎকার বা ক্রন্দন করিতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার মাথা গরম হইয়াছে। তখন আগুনের হাঁড়ী সরাইয়া লইবে, এবং রোগীর মাথায় ঘৃত, আমলা ও আমানীর প্রলেপ দিয়া জোরে বাতাস করিতে থাকিবে। বটের ছাল ঘৃতে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও ফল হয়। মাথায় বাতাস করিবে বটে, কিন্তু গায়ে বাতাস করিবে না। রোগী সুস্থ হইলে আগুনের হাঁড়ী পুনর্ব্বার ঘরের মধ্যে রাখিয়া দিবে।*

* অতিশয় দাহে অগ্নিতাপ দিলেও নিতান্ত ভুল করা হয় না। বরং হাতে পায়ে অগ্নিতাপ দেওয়াই উচিত। সর্দ্দি গরমী প্রকরণে দেখান হইয়াছে যে

হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে হাত পায়ে বালীর পুটলী গরম করিয়া স্বেদ দিবে। স্বেদের সময় তপ্ত বালিতে আমানী ছড়াইয়া দিবে। রোগী খুকখুক করিয়া কাসিতে থাকিলে পাঁজরে অল্প করিয়া বালীর স্বেদ দিবে। চোখ পিঁচড়াইতে থাকিলে মাথায় বালীর স্বেদ দিবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মদ প্রভৃতি যতই উষ্ণ ঔষধ খাওয়াও, বালীর স্বেদ না দিলে সান্নিপাতিক বিকার কিছুতেই বাগ মানে না। যে স্থলে তাপের হ্রাস বৃদ্ধি এত ঘন ঘন হয়, সে স্থলে কুইনাইন প্রভৃতি শীতল বা স্থায়িবীর্য্য একোনাইট প্রভৃতি উষ্ণ ঔষধ সেবন করাইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না।

বিকারের রোগীর কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া থাকে, এইজন্য উহাকে অল্প অল্প করিয়া বারবার দশমূল খাওয়াইতে হয়। চারি ছটাক পাচনের সহিত এক ছটাক ব্রাণ্ডী মিশাইয়া রাখিবে এবং জিহ্বা শুষ্ক দেখিলেই এক আধ ঝিনুক করিয়া সেই পাচন মুখে দিতে থাকিবে। বালক বালিকার পক্ষে চারি ছটাক দশমূল পাচন দিন রাত্রের জন্য যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তৃষ্ণা অধিক থাকিলে এই পাচন ষড়ঙ্গ পানীয় নিয়মে পাক করা ভাল। নাড়ী দমিয়া গেলে, দশমূলের সহিত মদিরা ও দুই তিন রতি পর্য্যন্ত মৃগনাভিও গুলিয়া দেওয়া যায়। জ্বর রোগীকে বহু বিলম্বে আহার দেওয়া ভাল; কিন্তু বিকারের রোগীকে অল্প অল্প আহার অনেক বার দেওয়া ভাল। কারণ পেট খালি থাকিলে মাথা

বাহ্য তাপ বৃদ্ধি হইলে আভ্যন্তর শীত বৃদ্ধি হয়। সে স্থলে মাথায় শীত ও শরীরে অগ্নিতাপ দিলে আন্তরিক শীত নষ্ট হইতে পারে। আর শাস্ত্রানুসারে পৈত্তিক রোগীরই শীতল চিকিৎসা হওয়া উচিত। অতএব আমাদের মতে বাতশ্লৈষ্মিক দেশে উষ্ণ চিকিৎসাই বিধি। তবে মাথায় রক্ত জমিলে মাথায় ঠাণ্ডা দিবে।

গরম ও নাড়ী দুর্ব্বল হইতে পারে। চরক মতে রোগীকে কুক্কুট, ময়ূর ও তিত্তিরি মাংসের ঝোল দিবার বিধি আছে। সমস্ত মাংসই দশমূলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। আর অভাব পক্ষে, কচি ছাগলের মাংসের যূষ ঐরূপে সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়। মাংস পাক করিবার আগে মাংস হইতে চর্ব্বি পৃথক্ করিয়া ফেলিয়া দিবে। মাংস যূষের পরিবর্ত্তে মুগ বা মসূরের যূষ দেওয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার যূষই পাতলা হওয়া ভাল। নাড়ী দুর্ব্বল বা তৃষ্ণা থাকিলে সর্ব্বপ্রকার যূষেই মদিরা সংযোগ করা যায়। গভীর রাত্রে বা রাত্রি শেষে যূষের আয়োজন থাকা কঠিন হয়। সেরূপ স্থলে দুই এক ঝিনুক গরম গরম জল-বার্লী দেওয়াই ভাল। মধ্যে মধ্যে বা দাড়িম রসের সহিত মিছরী গুলিয়া দিতে হয়।

অধিক আহার দিলে পেট ফাঁপিতে পারে কিম্বা অতিসার আসিতে পারে। অতএব রাত্রি দিনের মধ্যে আধ সেরের অধিক যূষ সচরাচর ব্যবস্থা করা যায় না। দশমূলের সহিত সিদ্ধ খইয়ের মণ্ড বিকারে পথ্য।

রোগীর পেট ফাঁপিলে দশমূলের সহিত আটদশ রতি সোডা মিশ্রিত করিবে। আর তাহাতে দশ বার ফোঁটা লেবুর রস যোগ করিয়া খাইতে দিবে। বালক বালিকার পেট ফাঁপিলে সচরাচর মুক্তবর্ষীর পাতা গুহ্য দ্বারে দিলে দাস্ত হইয়া পেট ফাঁপা নিবৃত্ত হয়। দাস্ত বন্ধ থাকিলে বিকারের বেগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিকারে রেড়ীর তৈল ভিন্ন অন্য জোলাপ দিবে না, অন্য জোলাপে অতিসার হইতে পারে। শিশুদের পক্ষে বিশ পঁচিশ ফোঁটা রেড়ীর তৈল গরম গরম দশমূলের সহিত খাওয়াইলে এক-বার দাস্ত হইতে পারে। রেড়ীর তৈল পেট ফাঁপা নিবারণ

করে এবং প্রস্রাব বন্ধও দূর করে, কেননা উহা বায়ুনাশক। যদি তৈল খাওয়াইবার পর দাস্ত হইতে অধিক বিলম্ব হয়, তবে পেটে গরম গরম রেড়ীর তৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে। তাহা হইলে শীঘ্র দাস্ত হইবে। দাস্ত হইবার পরই কিঞ্চিৎ আহার দিবে, কারণ দাস্ত হইলে বিকারের রোগীর নাড়ী হঠাৎ ক্ষীণ হয় এবং শরীরের তাপ কমিয়া যায়। উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রীর নীচে থাকিলে এবং নাড়ী অতিশয় সরু ও চঞ্চল থাকিলে দাস্ত করাইবে না। কৃমি জন্যও পেট ফাঁপিতে পারে। কৃমি বলিয়া সন্দেহ হইলেই কৃমি বাস্তবিক থাকুক আর নাই থাকুক, আধ ছটাক বিড়ঙ্গ একছটাক জলে গুলিয়া আগুনে ফুটাইয়া লইবে। পরে ছাঁকিয়া লইয়া রোগীকে অল্পে অল্পে পান করাইবে। শিশুর পক্ষে বিশ ত্রিশ ফোঁটাই যথেষ্ট।

রোগীর চোখে রসোনের কাজল দিবে এবং রোগী নিতান্ত স্পন্দহীন হইয়া পড়িলে তাহাকে শুঁঠের নাস দিয়া মধ্যে মধ্যে সচেতন করিবে। নাড়ী গরম থাকিলে নাস দিবে না। শরীরের কোন স্থানে ঘাম হইলে সেই স্থানে এরারুট ছড়াইয়া দিবে। তাহা হইলে ঘাম বন্ধ হইবে : ঘাম প্রায় সর্ব্বাগ্রে কপালেই দেখা দেয়। রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া পেট ফাঁপিলে তলপেটে রেড়ীর তৈল মাখাইয়া স্বেদ দিবে।

দশমূল পাচন ও অগ্নিতাপই বিকারের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অন্যান্য ঔষধ সহকারি মাত্র। কিন্তু রোগীর রক্তস্রাব বা অতিসার থাকিলে স্বেদ দেওয়া বন্ধ করিবে, এবং বিল্বাদি পাচন দিবে। যদি বিল্বাদি পাচনে গুহ্য দ্বার বা মূত্র দ্বারের রক্ত না থামে, তবে হ্রীবেরাদি পাচনে দুই তোলা মিছরী গুলিয়া দিবে।

বিকারে চোখে অঞ্জন দিবে। নতুবা চোখ নষ্ট হয়। রসোনের রস ভাল অঞ্জন। নাড়ীর বেগ সূতার মত সরু অথচ দ্রুত হইলে মৃত্যু নিকট হইয়া আসিতেছে বলিয়া মনে করিতে হয়, এরূপ স্থলে চোখ চাওয়া থাকিলে মৃগনাভি, কর্পূর ও আফিং দিবে। চোখ মুদিত থাকিলে মৃগনাভি, কর্পূর ও ধুতুরা বীজ দিবে। মৃগনাভির মাত্রা ৪।৫ গ্রেন, কর্পূরের মাত্রা ১ গ্রেন, ধুতুরা বীজের চূর্ণ সিকি গ্রেন। প্রথম স্থলে কস্তুরী ভৈরব দেওয়া যায়। শেষোক্ত স্থলে লক্ষ্মীবিলাস, রসসিন্দূর ও মৃগনাভি একত্র করিয়া দেওয়া যায়। অনুপান আদার রস। উভয়স্থলেই দশমূলের সহিত মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া নির্ভয়ে দেওয়া যায়। দশমূলের মাত্রা এক কাঁচ্চা। ঔষধ আবশ্যকমত পুনঃ পুনঃ দিবে।

রোগীর কর্ণমূলে বা মস্তকে বা অন্য কোন স্থানে শোথ হইলে পিয়াজ বাটিয়া পুটলী করিয়া স্বেদ দিবে। তাহাতে তৎক্ষণাৎ যাতনা নিবৃত্ত হইবে।

বিকারে কণ্ঠরোধ, কফ, শ্বাস, হিক্কা, সন্ন্যাস বা (অচৈতন্য) থাকিলে বা সকল গুলি একত্র থাকিলে দশমূলের সহিত আদা ও গোঁড়ানেবুর মূলের রস যোগ করিয়া দিবে।

রোগীর প্রস্রাব অধিক হইতে থাকিলে তলপেটের নীচে আফিং কর্পূর ও সরিষার তৈল একত্র করিয়া আস্তে আস্তে মালিস করিবে। বিকারে পেট ফাঁপিলে ও প্রস্রাব বন্ধ হইলে মহানারায়ণ বা মধ্যম নারায়ণ তৈল দ্বারাও দূর হয়।

বিকারে রোগীর নাড়ী উষ্ণ ও চঞ্চল থাকিলে, অথচ রোগী অচেতন থাকিলে অথচ প্রলাপ বলিতে থাকিলে অথচ কাঁপিতে থাকিলে পিত্তের অতিশয় প্রকোপ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

এরূপ স্থলে বায়ুর সম্পর্ক থাকে, কিন্তু শ্লেষ্মার সম্পর্ক থাকে না। এরূপ স্থলে পুরাতন ঘৃত সর্ব্বাঙ্গে মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ উপকার হয়। বিকারে নাড়ী লীন ও তন্দ্রা থাকিলে রোগী বাঁচিবে বলিয়া সাহস করা যায় না।

বিকারের এই সকল চিকিৎসা দৃষ্ট ফল।

উপসংহার।

হৃদয় ও মস্তক আক্রান্ত না হইলে বিকার হয় না। হৃদয় আক্রান্ত হইলে যে সকল রোগ হইতে পারে, তাহাদের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ "সর্দ্দি কাসী ও হাঁপানী" প্রকরণের টিপ্পনীতে বলা হইয়াছে। মস্তক আক্রান্ত হইলে তাবৎ বায়ু রোগই ঘটিতে পারে এবং রক্ত নির্গম ও সন্ন্যাস রোগও হইতে পারে। চরক ঐ সকল রোগকে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতে বিভক্ত করিয়াছেন। ভাবমিশ্র প্রভৃতি ঐ সকল সন্নিপাতের তান্দ্রিক প্রভৃতি নাম দিয়াছেন। কিন্তু কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন শাস্ত্রকারই ভিন্ন ভিন্ন সন্নিপাতের ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। আমাদের বোধ হয় যে দশমূল পাচন সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাতেই ব্যবহার্য্য, কেননা হৃদয় ও মস্তকের তাবৎ রোগেই দশমূল উপযোগী। চক্রদত্ত সন্ন্যাসের মূর্চ্ছাতেও দশমূল ব্যবস্থা করিয়াছেন, আবার ভাবমিশ্র উন্মাদ ও অপস্মারের মূর্চ্ছাতেও দশমূল ব্যবস্থা করিয়াছেন। রক্তপিত্তে দশমূলের ব্যবহার নাই বটে, কিন্তু বিকারে রক্ত বায়ু পিত্ত ও শ্লেষ্মা সকলেরই সংস্রব আছে। অতএব বিকারে রক্তপিত্তের সংস্রব থাকিলেও দশমূল প্রয়োগ করা অন্যায় হইতে পারে না। রক্তের বিশেষ উপদ্রব থাকিলে স্বল্প পঞ্চমূল দিবে। অথবা দুরালভাদি পাচন বা অন্য কোন রক্তপিত্ত নাশক যোগ প্রয়োগ করিবে।

আমাদের ঔষধ।

বিকারে এমন কোন ঔষধ দেওয়া উচিত নহে, যাহার ক্রিয়া তিন চারি ঘণ্টাব অধিক কাল থাকে। নাড়ী ক্ষীণ হইলে দশমূলের সহিত মৃগনাভি ও কর্পূর যোগ করা যায়। অন্য কোন ঔষধ না দেওয়াই ভাল। অন্তকালে দুই নম্বর পঞ্চপল্লব আফিং ও মৃগনাভির সহিত দিবে। নাড়ী উষ্ণ হইয়া উঠিলে ঔষধ বন্ধ করিবে। নাড়ী শীতল হইলে পুনশ্চ দিবে। অন্তকালে শ্বাস উপস্থিত হইলে ১নং পঞ্চপল্লব সর্ষপ পরিমাণে লইয়া আদার রসের সহিত নাসিকার ভিতর দিবে।

পুরাতন জ্বর।

দুগ্ধ দ্বারা চিকিৎসা।

চরকেব মত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় যে নব জ্বরেব পাচন সকল দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিয়া দিলে পুরাতন জ্বরের ঔষধ হয়।

(ক) যে পুবাতন জ্বর প্রত্যহ দেখা দেয়, তাহাতে এক বা দুই ভরি সোঁদালের আটা এক পোয়া গরম দুধে মিশাইয়া প্রাতঃকালে সেবন করিবে।

(খ) যদি পুরাতন জ্বরে কাস বা হাঁপানী থাকে কিম্বা বুকে বেদনা থাকে কিম্বা মাথার যাতনা থাকে, তবে কিসমিসেব ক্বাথ এক বা দুই ছটাক পান করিয়া গরম দুধ অনুপান করিবে।

(গ) যদি জ্বরের সহিত পেটের কামড়ানী থাকে, তবে দুই তোলা ভেরেণ্ডার মূলের সহিত এক পোয়া দুধ সিদ্ধ করিয়া খাইবে।

(ঘ) যদি জ্বরের সহিত শোথ থাকে অথবা মল মূত্র সরল

না থাকে তবে কণ্টিকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা মূল ও শুঁঠ সমুদায়ে দুই তোলা, সম্বৎসরের পুরাতন ইক্ষুগুড় দুই তোলা, দুধ এক পোয়া ও জল আধ সের পাক করিয়া দুগ্ধ শেষে ছাঁকিয়া পান করিবে। ইহাই ঔষধ আবার ইহাই পথ্য হওয়া উচিত।

(ঙ) কেবল চতুর্গুণ জলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়। এরূপ স্থলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা কেবল দুধ খাইয়াই থাকিবে।

(চ) ধারোষ্ণ দুগ্ধ পান করিলেও কোন কোন পুরাতন জ্বর নষ্ট হয়। এরূপ স্থলে অন্ততঃ ২৪ ঘণ্টা কেবল দুগ্ধ খাইয়াই থাকিবে।

বিষম জ্বর বা পালাজ্বর।

(১) দুই তোলা ঘৃতকুমারীর মূল বাঁটিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বমি হইয়া বহুদিনের বিষম জ্বর নষ্ট হয়। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ।

(২) চরক বলেন সর্ব্বপ্রকার পুরাতন জ্বর ও পালাজ্বরে গোলঞ্চের বা ত্রিফলার ক্বাথ উপকারী। আর মাংসের যূষ সর্ব্বত্রই পথ্য।

(৩) পালাজ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে বা পরে, প্রভূত মদ্য পান করিবে।

(৪) পুরাতন ও পালাজ্বরে চিরেতা, কটকী, মুতা, ক্ষেত-পাবড়া ও গোলঞ্চের ক্বাথ উৎকৃষ্ট। ইহাদের সহিত সিঙ্কোনা যোগ করা যায়।

(৫) পালাজ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে বা পরে, প্রভূত ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করিবে। [টার্টার এমিড পান করিয়া বমি করিলেও হয়]।

(৬) পালাজ্বরে জ্বর আসিবার পূর্ব্বে প্রভূত মদ্য পান করিয়া নিদ্রা যাইবে। প্রভূত পরিমাণে মদ্য ও কুক্কুট মাংস সেবন করিলে পালাজ্বর নিবৃত্ত হয়।

(৭) অথবা প্রভূত দধির সহিত অন্ন ভোজন করিয়া বমি করিবে। গলায় অঙ্গুল দিয়া বমি করিলেও হয়, টার্টার এসিড খাইয়া বমি করিলেও হয়।

(৮) জ্বর আসিবার সময় উপস্থিত হইলে রোগীকে মিথ্যা করিয়া কহিবে যে জ্বরের সময় অতীত হইয়াছে।

(৯) পালাজ্বরে প্রাতঃকালে রসোন বাঁটিয়া ঘৃত বা তিল তৈলের সহিত পান করিবে। আর অন্নকালে প্রভূত পরিমাণে পুঁটী বা পোনামাছের সহিত অন্ন ভোজন করিবে।

(১০) পালাজ্বরে মাছের পোঁটা ও আমিষ প্রচুর পরিমাণে ভক্ষণ করিবে [একজন রোগীর পুরাতন জ্বরে প্রচুর পরিমাণে পুঁটী ও পোনামাছের সহিত অন্ন ব্যবস্থা করা হয়। সে আরাম হইয়াছিল]।

(১১) পালাজ্বরে ও উন্মাদে পুরাতন ঘৃত পান করিবে। সর্ষপ চূর্ণের নস্য করিবে এবং সর্ষপ তৈল অভ্যঙ্গ করিবে। আর মাথায় গোমূত্র ঢালিয়া দিবে। [বদ্ধ উন্মত্তের পক্ষে সুশ্রুতোক্ত এই যোগটী দৃষ্ট ফল]।

(১২) পালাজ্বরে পিপুলের নস্য ও পিপুলের কাজল ব্যবহার করিবে।

(১৩) সুশ্রুত কহেন দুগ্ধ পিপুল ঘৃত ও চিনি একত্র পাক করিয়া মধুর সহিত মন্থন করিবে। ইহাকে পঞ্চসার কহে। ইহাতে পালাজ্বর নষ্ট হয়। এ স্থলে দুগ্ধের মাত্রা এক পোয়া, পিপুল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, ঘৃত দুই তোলা, চিনি এক ছটাক ও মধু এক তোলা।

(খ) জ্বরের সহিত হাঁপানী থাকিলেও ঐ যোগটী উত্তম।

(গ) হৃদ্রোগীর পক্ষে উত্তম পথ্য।

(ঘ) ক্ষয় রোগীর পক্ষেও উত্তম।

(১৪) দশমূল পাচনের সহিত অর্দ্ধ তোলা, পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পালাজ্বর নষ্ট হয়।

(১৫) সর্ব্ব গন্ধের ক্বাথ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার পালাজ্বর নষ্ট হইতে পারে। সর্ব্ব গন্ধ যথা;—এলাচ, তেজপাতা, নাগেশ্বর, দারুচিনি, কাঁকলা, লবঙ্গ, অগুরু ও শিলারস। অগুরু ও শিলারসের অভাবে অন্যান্য দ্রব্য দুই তোলা লইবে।

পুরাতন ও পালাজ্বরে ধাতু ঘটিত ঔষধ।

জ্বরারি অভ্র। সর্ব্বজ্বর হর লৌহ। ত্রৈলোক্য চিন্তামণি। পুটপাক বিষম জ্বরান্তক। লক্ষ্মীবিলাস। বেতাল রস।

আমাদের ঔষধ।

পঞ্চপল্লব রস। প্রথমে ১নং পঞ্চপল্লব দাও, তাহাতেই কায হইবে। যদি একান্তই কায না হয়, তবে ২ নং পঞ্চপল্লব দাও। তাহাতেও জ্বর না যায় তবে ৩নং পঞ্চপল্লব দাও। ১নং বটীর অনুপান শুঁঠ চূর্ণ ও মধু। ২নং বটীর অনুপান ত্রিফলার ক্বাথ এক ছটাক। ৩নং বটীর অনুপান কর্পূরের জল।

জীর্ণজ্বর বা যকৃৎ প্লীহা সংযুক্ত পুরাতন জ্বর।*

গোমূত্র।

এমন যকৃৎ ও প্লীহা নাই যাহা গোমূত্র পান করিলে না যায়। আজি কালি পল্লীগ্রামে যে এত প্লীহা ও যকৃৎ হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ ভগবতীর প্রতি অভক্তি অর্থাৎ গোমূত্রে অশ্রদ্ধা।

যদি যকৃৎ বা প্লীহার সহিত কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে, তবে দুই তিনটী হরীতকীর খোলার সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া খাও। আর যদি যকৃৎ বা প্লীহার সহিত উদরাময় থাকে, তবে রোহীতক ছালের সহিত গোমূত্র সিদ্ধ করিয়া খাও।

গোমূত্র টাটকা রাখিবার উপায়।

প্রত্যহ গোমূত্র সংগ্রহ করিতে অসুবিধা হয়। একদিন সংগ্রহ করিয়া দশ বার দিন ব্যবহার করিতে পারিলেই সুবিধা হয়। হয় তো একদিন এক ঘণ্টার পরিশ্রমে দশ বার দিনের উপযোগী গোমূত্র সংগ্রহ করা যাইতে পারে। গোমূত্রের সহিত দশ বার ফোঁটা বা দশ বার গ্রেন কার্বলিক এসিড যোগ করিলে অথচ উহা ছয় মাসেও নষ্ট হইবে না গোমূত্রের দুর্গন্ধ দূরীভূত হইবে। এদিকে কার্বলিক এসিড পুরাতন জ্বরেরও উৎকৃষ্ট ঔষধ।

(ক) এই গোমূত্র এক ছটাক এবং হরীতকীর খোলা বা রোহীতক গাছের ছাল দুই তোলা এবং জল আধ সের একত্র সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে সেবন কর।

(খ) কুইনাইনের ভক্তেরা ঐ প্রকার গোমূত্রের সহিত

---

* ত্রিসপ্তাহ ব্যতীতস্তু জ্বরো যস্তনুতাং গতঃ।
প্লীহাগ্নিসাদং কুরুতে স জীর্ণজ্বর উচ্যতে॥ ইতি রসেন্দ্রসার।

কুইনাইন মিশ্রিত করিয়া বোতলে পূরিয়া রাখুন এবং দুই তিন সপ্তাহ সেবন করুন। কুইনাইনের পরিমাণ এক এক বেলায় দুই গ্রেনের অধিক না হয়।*

(গ) কার্বনেট অব্ আয়রণ চারি পাঁচ গ্রেন এবং গোমূত্র এক ছটাক এক এক বেলায় পান করিলেও হয়।

(ঘ) গোমূত্রের সহিত নাইট্রোমিউরিএটিক্ এসিড যোগ কর। গোমূত্র ভক্ ভক্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে পরে গোমূত্রের বর্ণ ও গন্ধ দূর হইবে। ইহাকে নাইট্রোমিউরএট্ অব ইউ-রিয়া বলা যায়। ইহা যকৃতের পক্ষে উপকারী।

(ঙ) ঔষধ পান কালে সঙ্গে সঙ্গে প্লীহা ও যকৃতের উপর গোমূত্রের স্বেদ দেওয়া ভাল।

দাস্ত পরিষ্কার।

প্লীহা ও যকৃতে দাস্ত পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। দাস্ত বন্ধ হইলেই ইচ্ছাভেদী রসের জোলাপ লইবে। কিম্বা প্রচুর পরিমাণে ত্রিফলার কাথ পান করিবে। অথবা লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস সেবন করিবে। চরক মতে গুল্ম, উদর ও প্লীহা রোগে ত্রিফলা বা গোমূত্রের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে।

অন্যান্য ঔষধ।

নবজ্বর পরিচ্ছেদে প্লীহাশ্রিত জ্বরের যে সকল পাচন বলা হইয়াছে, তৎসমস্তই জীর্ণজ্বরে উপযোগী।

প্লীহা ও যকৃতের সহিত জ্বর থাকিলে প্লীহার্ণব রস দিবে।

---

* পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, খুব ভাল বটে, কিন্তু কুইনাইন ও এসিড উগ্র বলিয়া প্রতিক্রিয়া কালে অগুণ করে। সেই জন্য শ্রদ্ধা নাই

যকৃতের সহিত কাসি থাকিলে লোকনাথ রস দিবে। এরূপ স্থানে তাম্রেশ্বর বটীও ব্যবহার্য্য।

ভাব প্রকাশ মতে প্রত্যহ দুই তোলা করিয়া শঙ্খভস্ম সেবন করিলে প্লীহার উৎকৃষ্ট ঔষধ হয়।

চলিত মতে কার্বনেট আয়রণ ক্ষেতপাবড়ার রসের সহিত পান করিলে জ্বর ও প্লীহা নষ্ট হয়।

হোমিওপ্যাথীর মতে প্লীহা ও যকৃতের পক্ষে গন্ধক উৎকৃষ্ট। প্লীহা ও যকৃতে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে ১২০ গ্রেন পর্য্যন্ত শোধিত গন্ধক প্রত্যহ দুগ্ধের সহিত সেবন করিবে। তাহা হইলে দুই চারি দিনেই প্লীহা নরম পড়িবে।

প্লীহা ও যকৃতের সহিত কফ থাকিলে অথবা কফপ্রকৃতি লোকের প্লীহা বা যকৃৎ থাকিলে পঞ্চকোল পাচন উপযোগী।

গোমূত্রের সহিত তেউড়ী চূর্ণ প্রত্যহ সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃতের শান্তি হয়। উদরাময় থাকিলে দিবে না।

পঞ্চকোল পাচন সর্ব্বশুদ্ধ এক তোলা এবং রোহীতক গাছের ছাল তিন তোলা পাচনের নিয়মে পাক করিয়া দিলে প্লীহা ও যকৃতের শান্তি হয়।

এক সপ্তাহ পাকা আমের রস মধু দিয়া পান করিলে এবং অন্য কিছু আহার না করিলে প্লীহা ও যকৃৎ নষ্ট হয়। পাচন ও ধাতু ঘটিত ঔষধে ফল না হইলে অথচ রোগী জীর্ণ হইয়া আসিলে তৈল ঘৃত ব্যবহার করিবে।

রোহীতক ঘৃত।

রোহীতকের বল্কল পঁচিশ পল ও শুষ্ক কুল চারি সের আট

গুণ জলে পাক করিয়া চারি ভাগ থাকিতে নামাইবে। ঐ ক্কাথের সহিত পিপুল, পিপুল মূল, শুঁঠ, চিতা ও চই প্রত্যেকে এক পল, রোহীতক ছালের কল্ক পাঁচ পল এবং ঘৃত চারি সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত প্রকাণ্ড প্লীহা ও যকৃৎ শীঘ্র নষ্ট করে। প্লীহা যকৃতের সহিত গুল্ম, উদর (উদরী), শ্বাস, ক্রিমি, পাণ্ডু ও কামলা থাকিলেও নষ্ট হয়।

লাক্ষাদি তৈল।

জীর্ণ জ্বরে লাক্ষাদি তৈল মাখিবে। মুখ ক্ষতে এই তৈলের কবল করিবে। নাক বা মাড়ী দিয়া রক্ত পড়িলেও উপকার করে।

প্লীহা ও যকৃতের উপসর্গ।

শোথ, উদর ও পাণ্ডু। এই সকল রোগের বিবরণ ও ঔষধ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে। কিন্তু এই সকল রোগ প্লীহা ও যকৃতের উপসর্গ রূপেও উপস্থিত হয়। তখন ইহাদের চিকিৎসা প্লীহা ও যকৃতের চিকিৎসার ন্যায়। গোমূত্র, রোহীতক ছাল, হরীতকী ও লৌহ ইহাদের উৎকৃষ্ট ঔষধ। আর রোহীতক ঘৃত ও নারায়ণ তৈল ব্যবহার্য্য।

প্লীহা, যকৃৎ, উদর, শোথ ও পাণ্ডু রোগে ধীর রোগী দুই সপ্তাহ কেবল গোমূত্র ও গো দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবেন। প্লীহা অধিক বৃদ্ধি হইলে নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া থাকে। দাঁতের মাড়ী দিয়া রক্ত পড়ে এবং মুখের ভিতর ঘাও হয়। এরূপ স্থলে পঞ্চতিক্ত কিম্বা নিম্ব ঘৃতের কবল করিবে। এবং লাক্ষাদি তৈল ব্যবহার করিবে। লক্ষ্মীবিলাস সেবন করিবে।

পথ্য—শালপর্ণ্যাদি গণের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ। প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, উদর, অতিসার, পাণ্ডু এই সকল রোগে ত্রিফলাদি অরিষ্ট

পান করিবে। ত্রিফলাদি অরিষ্ট যথা;—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, চিতামূল, পিপুল, লৌহ চূর্ণ ও বিড়ঙ্গ পৃথক্ পৃথক অর্দ্ধ সের, মধু এক সের ও সম্বৎসরের পুরাতন গুড় সাড়ে বার সের দৃঢ়পাত্রে একমাস পর্য্যন্ত যবের খড়ের ভিতর আচ্ছাদিত রাখিবে। পরে ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা দুই তোলা।

প্লীহা ও যকৃতে আমাদের ঔষধ।

প্রাতঃকালে ১নং পঞ্চপল্লব রস অনুপান গোমূত্র বা দুগ্ধ। মধ্যাহ্নে ২নং পঞ্চপল্লব আহারের পরক্ষণে অনুপান জল। সন্ধ্যাকালে লৌহ রসায়ন। অনুপান হরীতকীর ক্বাথ এক ছটাক। সঙ্গে সঙ্গে সারস্বত তৈল ব্যবহার করিবে। মুখে ঘা থাকিলে সারস্বত ঘৃত কবল করিবে।

একটী রোগীর ইতিহাস।

রোগী স্ত্রীলোক। সধবা। বয়স ১৬। ১৭ বৎসর। ১৮ মাসের রোগ। রোগ প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, দৌকালীন জ্বর ও পাণ্ডু।

রোগীর অভিভাবক কহিলেন যে ইতিপূর্ব্বে ইহাকে জয়মঙ্গল রস, পুটপাক বিষমজ্বরান্তক ও অভয় লবণ দেওয়া হইয়াছিল। ঐ সকল ঔষধ দিবার পূর্ব্বে রোগীর শোথ ছিল না। শোথ দুই চারি দিন মাত্র হইয়াছে। অনন্তর কহিলেন যে পূর্ব্বে আর এক বার শোথ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কবিরাজের চিকিৎসায় আরাম হয়। ব্যবহার করিয়া বোঝা গিয়াছিল যে রোগী কুপথ্যাচরণ করে।

রোগীকে ১নং পঞ্চপল্লব রস দেওয়া হইল। অনুপান হরীতকী সিদ্ধ গোমূত্র। সারস্বত তৈল মাখিতে দেওয়া হইল।

এতদিন রুটী ও বার্লী খাইতেছিল মাংসের ঝোল ও ভাত ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাছের ঝোল ও ভাতই দেওয়া হইয়াছিল, চুপিচুপি একটু আধটু অম্ল ও আলুর তরকারীও চলিয়াছিল। দুই একদিন যে মাংসের ঝোল না দেওয়া হইয়াছিল এমন নয়। বিকালে একটু করিয়া দুধের ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দুধ ভাতের সঙ্গেই চলিত। আমরা কহিয়াছিলাম যে ভাতের সঙ্গে দুধ ও তরকারী কখন এক সঙ্গে দিও না। তবে ইচ্ছা করিলে ভাতের সঙ্গে ঘোল খাইতে পারে। কিন্তু পুরাতন জ্বর ও প্লীহা প্রভৃতি রোগে ঘোল শাস্ত্রমতে উপাদেয় হইলেও গৃহস্থ উহা ঠাণ্ডা মনে করিয়া ভাত হয়। সুতরাং কবিরাজে ব্যবস্থা করিলেও গৃহস্থ রোগীকে সচরাচর দেয় না। কেহ কেহ প্রকাশ্যেই কহে "জ্বরে ঘোল দিবেন মহাশয়! শোথ আনিবে না তো। ঘোল যে মহা ঠাণ্ডা!"

যাহা হউক প্রথম সপ্তাহের চিকিৎসার পর রোগীর শোথ আর দেখা যায় নাই। রাত্রে জ্বর আসিতে লাগিল। কিন্তু দিবসে বিচ্ছেদ হইতে লাগিল।

দ্বিতীয় সপ্তাহে অভিভাবক আসিয়া সংবাদ করিলেন যে রোগীর জ্বর বাড়িয়াছে। রোগীকে দেখিতে চাহিলে দেখান হইল। জ্বর সান্নিপাতিক বোধ হইল। রোগীকে আমাদের

এস্থলে বলা ভাল যে ইংরাজ রোগীরা কোন ঔষধেই আপত্তি করেন না, চিকিৎসকের প্রত্যেক কথা 'যে আজ্ঞা বলিয়া' তৎক্ষণাৎ পালন করেন। একদিন একজন ধনবান্ ইংরাজকে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত ভাবে কহিলাম, "মহাশয়, গোমূত্রের সহিত রেড়ীর তৈল পান করিলে আপনার রোগ নিবৃত্ত হইবে।" তিনি যে কেবল সেই ঔষধ ভক্তির সহিত পান করিলেন, এমন নহে, পরন্তু পান করিবার পূর্ব্বে নম্রতা সহকারে কহিলেন "আমি ক্রমেই বুঝিতেছি যে সস্তা ঔষধেরই বেশী গুণ।" বীর ইংরাজের অসংখ্য মহাগুণের মধ্যে এই একটী মহাগুণ।

বাটীর নিকটে রাখা হইল। সমস্ত ঔষধ বন্ধ করিয়া কেবল দশমূল পাচন ব্যবস্থা করা হইল। পাচনের সঙ্গে পঞ্চপল্লব এক বেলা সিকি মাত্রায় দেওয়া হইতে লাগিল। অন্য বেলা কেবল পাচন দেওয়া হইতে লাগিল। ভাত একবারে বন্ধ করা হইল। রোগীকে মসূরের যূষ দেওয়া হইতে লাগিল। সাত আট দিন পরে রোগী কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যলাভ করিল, কিন্তু আপনার ইচ্ছায় ঐ দিন ভাত খাইয়া ফেলিল। হঠাৎ অতিসার উপস্থিত হইল। তখন ঔষধ ও আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। দ্বিতীয় দিন উহাকে আফিঙ্গের সহিত পঞ্চপল্লব দেওয়া হইয়াছিল, তৃতীয় দিন দশমূল ও শুঁঠ চূর্ণ দেওয়া হইল। কিন্তু তাহাতে ফল হইল না। দুই তিন দিন আহার বন্ধ রহিল। কেননা পেটের এমন অবস্থা হইয়া উঠিল যে জল বা যূষ কিছুই হজম হইল না।

একে ক্ষীণ রোগী, তাহাতে অতিসার, তাহাতে আবার অনাহার। হয় অতিসারে মৃত্যু নয় অনাহারে মৃত্যু স্থির হইয়া উঠিল। মনে মনে তর্ক হইতে লাগিল যে যখন অনাহারের উপর এত দাস্ত হইতেছে এবং রোগীর কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন অবশ্য প্লীহাও কিছু না কিছু কমিয়া থাকিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে প্লীহার কিছুমাত্র হ্রাস দৃষ্ট হইল না। অথবা কেবল কঙ্কাল ও প্লীহাই বাহির হইয়া পড়িল।

আর অনাহারে রাখা অন্যায় মনে করিয়া বিল্বাদি পাচনের সহিত মসূর ডাল সিদ্ধ করিয়া সেই যূষ অল্পে অল্পে দেওয়া হইতে লাগিল। অতিসার নিবৃত্ত হইল এবং রোগী এ যাত্রা রক্ষা পাইয়াছে বোধ হইল। তাহাকে ঐরূপ যূষই দুই তিন দিন দেওয়া হইয়াছিল।

চতুর্থ দিন দেখা গেল যে রোগীর নাক দিয়া রক্তস্রাব হই-

তেছে। প্রত্যহ এক দুই ছটাক করিয়া রক্তপাত হইতে লাগিল। রোগী আরও শীর্ণ হইয়া পড়িল। বিছানার ঘেঁস লাগিয়া পৃষ্ঠে ঘা বাহির হইল। রোগীর অভিভাবক ঔষধ চাহিলে কহিলাম যে ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তের ভাল ভাল ঔষধ সকল প্রায় সারক। সুতরাং ঐ সকল ঔষধ দিলে পুনর্ব্বার অতিসার আসিতে পারে। কিন্তু মাথায় শীতল প্রলেপ ও লক্ষ্মীবিলাস প্রলেপ দেওয়া যাইতে পাবে। আর দাড়িম ফুলের নস্য দেওয়া যাইতে পারে; দাড়িমপাতা ও দাড়িম ফুলের রস অতিসার-নাশকও বটে। অনন্তর ঐ ঔষধ ও ঐ রসের নস্য দেওয়া হইল। নাকের রক্তও এক প্রকার বন্ধ হইয়া গেল। কিন্তু তখন দাস্তের সহিত রক্ত বাহির হইতে লাগিল। এই সময় রোগীব জিব ও মাড়ী ঘায়ে ফুলিয়া উঠিল। আর আল্‌জিব এরূপ ফুলিয়া উঠিল যে আহার বন্ধ হইয়া গেল। রোগীর মুখে জল যুব বা দুগ্ধ দিতে গেলে রোগী আর ভয়ে হাঁ করিল না। জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিলে গোঁ গোঁ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। তখন দুধে নেকড়া ভিজাইয়া ঠোঁটের মধ্যে দেওয়া হইল। আব খদিরাষ্টক বটিকা মুখে ধারণ করান হইল। কিন্তু রাখিতে পারিল না।

দুই তিন দিনের মধ্যে দাঁতের মাড়ী প্রায় পচিয়া উঠিল। দুই এক টুকরো মাংসও খসিয়াছিল; আলজিবের গোড়া একবারে ক্ষরিয়া গেল। মনে হইল মুখ বুঝি খসিয়াই পড়ে। ঘরে এরূপ দুর্গন্ধ হইল, যে প্রবেশ করাই দায়।

পৌষ মাসের রাত্রি ৮টার সময়ে রোগীকে দেখিতে যাওয়া হইল। রোগী চাহেনা, কথা কহেনা, হাত পা মোচড়াইতেছে, সম্পূর্ণ অজ্ঞান, মাথাভরা চুল আলুথালু হইয়া পড়িয়া আছে,

উকুনে মাথা ভরিয়া গিয়াছে, পিপীলিকা সকল দ্রুতগতি গৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর একজন ঝাঁটা দিয়া ফেলিয়া দিতেছে, ময়লায় রোগীর শরীর আঁধার হইয়াছে। কে বলিবে যে আর বাঁচিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে নাড়ী উষ্ণ ও বেগযুক্ত আছে। হয়তো এই জ্বরের শেষেই প্রাণত্যাগ হইবে; এই ভাবিয়া সকলে উহাকে ঘর হইতে বাহির করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল। খাট কিনিয়া আনা হইল। অনন্তর আমাদের অনুমতি চাহা হইল। আমরা অনুমতি দিতে পারিলাম না। কহিলাম, "দেখ, পৌষ মাসের রাত্রির ভয়ানক শীত, উহাকে ঘরের বাহির করিলেই মরিয়া যাইবে, তোমরা আমাদের বাটী ভাড়া লইয়া বাস করিতেছ, যদি রোগী ঘরের ভিতর মরে, আমাদেরই ঘর নষ্ট হইবে; তোমাদের এত তাড়াতাড়ি কেন। বিধবা হইলে যাহা হয় করিতে। সধবা ও বালিকার অন্ত্যেষ্টির জন্য অত ভাবিবার প্রয়োজন নাই। দেখ, ইহার নাড়ী বেশ উষ্ণ রহিয়াছে, প্রাণ থাকিতেও বাহিরের শীতে মৃত্যু হইতে পারে। একটী কায করা হউক, রোগী অতিশয় রুক্ষ হইয়াছে, উহাকে মহালাক্ষাদি তৈল মাখান হউক। আর উহার মুখে মহাতিক্ত ঘৃত পুরিয়া দেওয়া হউক; কেননা মুখের ঘার যাতনাতেও এরূপ ধনুষ্টঙ্কার-ব্যাপার ঘটিয়া থাকিতে পারে; ঘৃতের কবলে সদ্যই যাতনা যাইতে পারে। ঘৃত গিলিবার আশঙ্কা নাই, কেননা গিলিবার শক্তি নাই; আর যদিই বা ঘৃতের রস কিঞ্চিৎ উদরস্থ হয়, তাহাতেও দোষ হইতে পারে না, কেননা রোগী অনাহারে শুষ্ক-কণ্ঠ হইয়াছে।"

অনন্তর ঐরূপ ব্যবস্থাই পালন করা হইল। রাত্রি আন্দাজ

একটার সময় রোগীর জ্ঞান হইল এবং একপোয়া গরম দুধ খাইয়া ফেলিল। অথচ পূর্ব্ব দুই দিন এক বিন্দু দুধও গেলান যায় নাই।

পরদিন প্রাতঃকালে রোগীকে লক্ষ্মীবিলাস, মৃগনাভি ও রসসিন্দুর দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর দুগ্ধ পথ্য করা হইয়াছিল। রোগী এইরূপ অবস্থায় পনর দিন চলিয়াছিল। ক্রমে মুখের ঘা সম্পূর্ণ আরাম হইয়া গেল, নূতন মাংস গজাইয়া উঠিল। আলজিবের ঘা পূরিয়া উঠিল। পনর দিনই দুগ্ধ পথ্য করা হইয়াছিল। প্লীহা খুব কমিয়া গেল। শোথ একবারে অদৃশ্য হইল। একমাস পরে রোগী সুস্থ হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কৃশতা ভিন্ন রোগীর আর কোন রোগ ছিল না। অভিভাবক দিগকে বলিয়া দেওয়া হইল যে রোগীকে দেশে লইয়া যাও এবং ছয়মাস দুগ্ধ পথ্য দিও, কেননা ইহার পুনর্জীবন হইয়াছে।

অতিসার ও রক্তাতিসার।

অতিসার প্রথমেই বন্ধ করিবে না। বন্ধ করিলে প্রবল জ্বর হইতে পারে, পেট ফুলিয়া উঠিতে পারে। তদ্ভিন্ন গ্রহণীরোগ, অর্শ, শোথ, পাণ্ডুরোগ, প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম বা উদর (উদরী) হওয়া সম্ভব। রোগীর ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পৈত্তিক জ্বরে, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে বা পরে ভেদ হইয়া থাকে। ইহাকে অতিসার বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। আর ইহাতে বমিও হইতে পারে। গুরুতর ভোজন

করিলেও ভেদবমি হইতে পারে। এসকল স্থলে ভেদবমি হওয়া ভাল। বন্ধ করিবে না।

যে অতিসারে মল তরল ও পরিমাণে অধিক হয় এবং হুড় হুড় করিয়া বেগের সহিত মল নির্গত হইতে থাকে অথচ দর দর করিয়া ঘাম হইতে থাকে, তাহাতেই সতর্ক হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাতেও ধারক ঔষধ প্রথমেই দিবে না।

রক্ত আমাশয়েও * এই নিয়ম। রক্ত অর্শেও এই নিয়ম। অর্থাৎ প্রথমেই ধারক ঔষধ দিবে না।

ব্যবস্থা।· যদি দাস্ত ছিড়িক ছিড়িক করিয়া হয়, তবে আধ ছটাক রেড়ীর তৈল পান করাইয়া দিবে। আর রক্ত আমাশয় যেমনই হউক না কেন, তাহার প্রথম মধ্যম বা চরম অবস্থায় রেড়ীর তৈলের ন্যায় উৎকৃষ্ট ঔষধ আর নাই। কেহ হয় তো বলিবেন যে একে ভেদ, তাতে জোলাপ। তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে এইরূপ জোলাপ শাস্ত্রোক্ত এবং চিকিৎসকের পরীক্ষিত। গুহ্য দিয়া অন্য কোন কারণে রক্ত স্রাব হইলেও রেড়ীর তৈলের জোলাপে বন্ধ হয়। ইহাও আমাদের পরীক্ষিত। মুখ দিয়া রক্ত উঠিলেও জোলাপে বন্ধ হইতে পারে।

যেস্থলে রেড়ীর তৈল না খাওয়া হইবে, সে স্থলে অপেক্ষা করিতে হইবে অর্থাৎ কতক মল বা আমাশয়ের রক্ত কিয়ৎ পরিমাণে বাহির হইয়া গেলে পরে বিল্বাদি পাচন দিবে।

---

* রক্ত আমাশয় ও রক্তভেদের প্রভেদ এই যে রক্তভেদে পক্বাশয়ের রক্ত নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়, রক্ত আমাশয়ে অন্ত্রের ভিতরকার গা হইতে রক্ত আমের সহিত ঝরিয়া থাকে। রক্তভেদ আশুঘাতী, রক্তআমাশয় আশুঘাতী নহে। রক্ত আমাশয়ে জ্বর থাকে। পেট অত্যন্ত শুলোয় ও বেদনা করে, জ্বালাও হয়। রক্তভেদ সহসা হইয়া থাকে।

বিল্বাদি পাচনে অতিসার নিবৃত্ত না হইলে, তাহার সহিত ২ গ্রেন আফিং গুলিয়া দিবে।

দাড়িমছাল ও কুড়চী সমান সমান। এই যোগটী রক্ত আমাশয়ের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। রোগ নিতান্তই ধারণ-যোগ্য বোধ হইলে অথচ এই পাচনে নিবৃত্ত না হইলে ইহার সহিত আফিং গুলিয়া দিবে।

কুড়চী অতিসাব ও রক্ত আমাশয়ের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কিন্তু রোগেব নূতন অবস্থায় কেবল কুড়চী দিতে নাই। যদি নিতান্তই দিতে হয়, তবে দাড়িমছালের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে। কিন্তু বোগের পরিণত অবস্থায় কুড়চী উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কাঁচা কুড়চী বাটিয়া লও। তদভাবে শুষ্ক কুড়চী তণ্ডুল জলের সহিত বাটিয়া লও এবং জামপাতার ঠুলি দিয়া আচ্ছাদন কব। পবে এক অঙ্গুল পুরু কাদা দিয়া ঠুলী আচ্ছাদিত কর। পরে উহা ঘুঁটেব আগুন কিম্বা অন্য আগুনেব ভিতর রাখ। কাদা শুকাইয়া ঈষৎ লাল হইয়া উঠিলেই আগুন হইতে তুলিয়া লইয়া ভিতরেব ঔষধ বাহির কর। এই ঔষধ নিংড়াইয়া লইলে রস বাহির হইবে। অনন্তর সেই রসের সহিত কিঞ্চিৎ মধু দিয়া পান করিবে। রসের পরিমাণ এক এক বারে এক বা দুই তোলা। দিবা রাত্রির মধ্যে আট তোলার অধিক সেবন করিবে না। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার পুরাতন ও পরিণত অতিসার আরাম হয়। আবশ্যক বোধ হইলে ইহার সঙ্গেও আফিং যোগ করা যাইতে পারে।

চালধোয়ানী জল আধ ছটাক, রক্তচন্দনের কাথ আধ ছটাক, চিনি দুই তোলা এবং মধু এক বা অর্দ্ধ তোলা একত্র পান কর। ইহাতে রক্তস্রাব, রক্তভেদ, রক্ত প্রস্রাব এবং মূত্রমার্গের জ্বালা নিবৃত্ত হয়। ইহার সঙ্গেও আফিং যোগ করা যায়।

প্রিয়ঙ্গুর কল্ক মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে ঐ সকল ফল হয়।

হ্রীবেরাদি পাচন পান করিলেও ঐ সকল ফল হয়।

শতমূলী বাঁটিয়া পান করিলেও ঐ সকল ফল হয়।

যে ব্যক্তি মলের সহিত প্রথমে রক্ত পরিত্যাগ করিয়া পরে বায়ু পরিত্যাগ করে, তাহাকে অর্দ্ধেক শর্করা ও সিকিভাগ মধুর সহিত নবনীত পান করিতে দিবে।

অতিসারের প্রথম অবস্থায় শঙ্খাদিচূর্ণ, বজ্রক্ষার, আনন্দভৈরব ও কনকসুন্দর দেওয়া যায়। অতিসার ও রক্তাতিসারের পরিণত অবস্থায় অহিফেন-বটিকা ও আমরাক্ষসী দেওয়া যাইতে পারে।

অতিসারে মলমার্গ শিথিল বা প্রসারিত হইতে পারে, জ্বালাও হইতে পারে, মলমার্গ চিরিয়া রক্তপাত হইতে পারে, মলমার্গে ঘা হইতে পারে। এই সকল উপদ্রবে মলদ্বারে শতধৌত ঘৃত লেপন করিবে।

অতিসার ও রক্তাতিসারে রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে অথচ অতিসার কিছুতেই নিবৃত্ত না হইলে বস্তি দিবে। বস্তি যথা ;—শিমূলের অঙ্কুরিত পল্লব সকল (আন্দাজ আট তোলা) উত্তমরূপে বাঁটিয়া একপোয়া দুগ্ধের সহিত সিদ্ধ করিবে। আর সেই দুগ্ধ ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ছাগল বা কুক্কুটের রক্ত এক পোয়া মিশ্রিত করিবে। এই বস্তি একবারে দুই তিন বার দিতে হয়।

আমাদের ঔষধ।

ভেদ বা বমি আরম্ভ হইলে ১নং পঞ্চপল্লব, শুঠচূর্ণ ও মধুর সহিত দিবে। অথবা কেবল ঠাণ্ডা জলের সহিত দিবে।

তাহাতে অতিসার অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। নিবৃত্ত না হইলে তিন ঘণ্টা পরে আর একবার ঔষধ দিবে। জ্বরাতিসারের এরূপ ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। অতিসারের প্রথম অবস্থায় পঞ্চপল্লবে আফিং যোগ করিবে না। শেষে করিতে হয়, কর। অতিসারের পরিণত অবস্থায় ৩নং পঞ্চপল্লব দিবে।

রক্তাতিসারে ১নং পঞ্চপল্লব ; অনুপান দাড়িম পাতার রস। আমাশয়েও এই অনুপান। ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রা কমাইয়া আনিবে। জ্বরের সহিত রক্তাতিসার থাকিলে ইহাই দেওয়া যায়।

মলমার্গ শিথিল বা প্রসারিত হইলে বা চিরিয়া গেলে সারস্বত ঘৃত।

রক্তের অতিশয় স্রাব হইবার পর রোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে ২নং পঞ্চপল্লব—অনুপান আফিং।

রক্তপিত্ত।

শরীর হইতে কোন কারণে রক্ত নির্গত হইলে শরীরের সেই অবস্থাকে রক্তপিত্ত রোগ কহে।

রক্তপ্রস্রাব...এই রোগে দুরালভাদি পাচন দিবে। বৃক্করোগ দেখ।

রক্তাতিসার...চিকিৎসা পূর্ব্বে বলা হইল।

রক্তভেদ...গুহ্যদিয়া হঠাৎ রক্তনির্গত হইলে তাহাকেই বিশেষ করিয়া অধোগত রক্তপিত্ত বলা যায়। এই রোগ হঠাৎ সাংঘাতিক হয়। হয় তো রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গেই মূর্চ্ছা হয়। মলযন্ত্রের ভিতরকার কোন রক্তনাড়ী হঠাৎ ছিঁড়িয়া যাওয়াতেই এই রোগ হইয়া থাকে। রক্তার্শ হঠাৎ বন্ধ হইলে এ রোগ

হইতে পারে, অম্লপিত্তের পরিণামেও হঠাৎ এ রোগ হইতে পারে। রক্তভেদ হইবামাত্র এক গ্লাস ঠাণ্ডাজল খাইবে। বরফ জল মিলিলে আরও ভাল। পেটের উপর বিশেষতঃ নাভিতে ঠাণ্ডাজলের পটী দিবে। রেড়ীর তৈলের জোলাপ লইবে। ইহা আমাদের নিজের শরীরে পরীক্ষিত। এই রোগে শরীর হঠাৎ শীর্ণ হইয়া যায়। পেটে দুগ্ধ পর্য্যন্ত সহ্য হয় না। পেট কামড়াইয়া থাকে। অথচ পেট ঐরূপে কামড়াইতে থাকিলে পুনশ্চ রক্তপাত হইতে পারে। এই জন্য রক্তভেদের পর পেটে গোলমাল হইলেই পুনশ্চ তৈল পান করিবে। কিন্তু তৈল প্রত্যহ সেবন করিতে হইবে, এক তোলার অধিক না হওয়া ভাল। চরক বলেন যে বায়ু-সংসৃষ্ট রক্তে রেড়ীর তৈল উৎকৃষ্ট আর গুহ্য দিয়া যে রক্ত নির্গত হয় চরক তাহাকে বায়ুসংসৃষ্ট রক্ত কহেন। ডাক্তারেরা এস্থলে লবণঘটিত জোলাপ ব্যবস্থা করেন।

আয়ুর্ব্বেদে অধোগত রক্তপিত্তে বমন ব্যবস্থা আছে, কিন্তু বিরেচন ব্যবস্থা নাই। চরকমতে বিরেচন ব্যবস্থা স্পষ্ট না থাকিলেও রেড়ীর তৈলের ব্যবস্থা আছে। বাস্তবিক অন্ত্রনালীর মধ্যে মল সঞ্চয় না হইলে এরূপ ব্যাধি উৎপন্ন হয় না; অতএব মল মুক্ত করিয়া দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ রক্ত মলের সঙ্গেই মাথা মাখা থাকে, মলের রং কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়, উহার উপর জল নিক্ষেপ করিলেই রক্ত ধুইয়া পড়ে। অতএব মল হঠাৎ কৃষ্ণবর্ণ হইলে এবং শরীর সঙ্গে সঙ্গে অবসন্ন হইলে মলে জল দিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

জোলাপের পর পেটে চন্দনাদি তৈল বা শূলগজেন্দ্র তৈল মালিস করিবে। আর রক্তাতিসারের চিকিৎসা করা উচিত। পথ্য—মাংসের যূষ বা অল্প অল্প দুগ্ধ। ক্রমশঃ ভাত দিবে।

রোগীকে ঠাণ্ডা করিবে, কিন্তু অধিক ঠাণ্ডা করিলে হঠাৎ জ্বর হইতে পাবে। রক্তপিত্তজ্বরে, শাস্ত্রে বিষ ঘটিত ঔষধের ব্যবস্থা নাই। অতএব জ্বর হইলে স্বল্প পঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক কবিয়া দিবে। অথবা রোগীকে একদিন লঙ্ঘন করাইবে। কিম্বা দুবালভাদি পাচন দিবে।

ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত।

রক্ত মুখ দিয়া উঠিলে বা নাক দিযা পডিলে সচরাচব তাহা-কেই বক্তপিত্ত কহে। ঊর্দ্ধগত বক্তপিত্ত সহসা সাজ্ঘাতিক হয় না। বক্ত পাকস্থলী হইতে উঠিলে, উহার বর্ণ ঘোব হয়, বুক হইতে উঠিলে তাজা বক্তই দেখা যায়।

বক্ত উঠিলে ববফ বা ঠাণ্ডা জল পান করিবে। বুকে ও পেটে ঠাণ্ডা জল দিযা পাখাব বাতাস কবিতে থাকিবে।

চরক বলেন যে, যজ্ঞ ডুমুবেব ফলেব বস বা দূর্ব্বার রস বা বৃষেব বিষ্ঠাব রস বা ঘোটক বিষ্ঠাব বস বা বটের কোমল পল্লব বা খর্জ্জূব, চিনি ও মধুব সহিত সেবন করিলে বক্ত বমি বন্ধ হয়। জাম বা আম বা অর্জ্জুন ছালেব শীতকষায় বক্ত বমি নিবারণ করে। ক্ষেতপাবডাব বস মধুব সহিত পান কবিলে রক্ত বমি বন্ধ হয়। আজি কালি কেহ কেহ বিশল্যকবণী পাতার বস চিনি বা মধুর সহিত পান কবিতে দেন। রক্ত উঠিতে থাকিলে যষ্টিমধু ও রক্তচন্দন দুগ্ধের সহিত বারবার পান করিবে। চিনি মধু পদ্মকেশর ও তণ্ডুল জল পেষণ করিয়া পান করিলে রক্তবমি বন্ধ হয়। আর এই সকল দ্রব্যও রক্ত ধাবক ;—

প্রিয়ঙ্গু, লোধ, বকম, শ্বেতচন্দন, গৈরিক, ধূনা, রসাঞ্জন, শাল্মলী পুষ্প, শঙ্খ চূর্ণ, শুক্তি চূর্ণ, যবের ছাতু, শিরীষ ছাল, অর্জ্জুন ছাল, আঁমের ছাল ও জামের ছাল।

পারাবত, কূর্ম্ম বা ছাগ মাংসের যূষ। মধু, শর্করা, ঘৃত, দুগ্ধ ও ইক্ষু এই সকল পথ্য রক্তধারক।

একটী ইংরাজী মুষ্টিযোগ।

ছানাব জল বা দুগ্ধ এক ছটাক। গ্যালিক এসিড ২।৪ গ্রেন।

নাসারক্ত।

নাক দিয়া রক্ত বাহিব হইলে মাথায় ঘৃত, আমলকীচূর্ণ ও কাঁজী একত্র করিয়া প্রলেপ দিবে। হরীতকীব চূর্ণ নস্য করিবে অথবা চিনিব জল বা চিনি মিশ্রিত দুগ্ধ বা শীতল ইক্ষু বস নাসাব মধ্যে দিবে। দাড়িম পুষ্পেব বস বা দূর্ব্বাবস বা আমেব কুসির বস বা পলাণ্ডুর রস নস্য কবিলেও ফল হয়।

লোমকূপ সমস্ত দিযা বক্ত নির্গত হইতে থাকিলে চন্দনাদি তৈল বা শত ধৌত ঘৃত বা মহাতিক্ত ঘৃত মাখিবে।

উরঃক্ষত।

কোন ভারি জিনিস তুলিতে তুলিতে বা দৌড়িতে দৌড়িতে বা অন্য প্রকার ব্যায়াম কবিতে কবিতে বা কবিবাব পব মুখ দিয়া রক্ত উঠিলে বুকের মধ্যে কোন স্থান ছিঁড়িয়াছে মনে কবিতে হইবে। তৎক্ষণাৎ এক ভবি বিশুদ্ধ লাক্ষাচূর্ণ দুগ্ধেব সহিত পান করিবে। এই রোগেব অন্যান্য চিকিৎসা দ্বিতীয় খণ্ডে উবঃ-ক্ষতেব চিকিৎসায় বলা হইবে।

রক্তপিত্তেব পরিণত অবস্থায় খণ্ডকাদ্য লৌহ, অমৃতপ্রাশ ও চরকোক্ত চন্দনাদি তৈল ব্যবহাব কবিবে। বুকে বেদনা হইলে বিষ্ণু তৈল মালিস কবিবে। কাসি থাকিলে বাসক পাতার রসের সহিত নৃপতিবল্লভ দিবে।

রক্ত অতিশয় নির্গত হইয়া গেলে ছাগ বা পক্ষীর টাটকা রক্ত মধুর সহিত পান করিবে।

আমাদের ঔষধ।

রক্তপিত্তের জ্বরে ১নং পঞ্চপল্লব অর্দ্ধ মাত্রা, অনুপান দুগ্ধ। রক্তপিত্তে সারস্বত তৈল ও রসায়ন ঘৃত ব্যবহার করিলে অন্য ঔষধ আবশ্যক হয় না।

রক্তপিত্ত বা উরঃক্ষত বা ক্ষয়রোগের দুর্নিবার কাসে মহা-রসায়ন গুড়ে সদ্য সদ্য উপকার হয়।

সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানী।

সর্দ্দিকে সংস্কৃত ভাষায় প্রতিশ্যায় কহে। কাসিকে কাস কহে, হাঁপানীকে শ্বাস কহে। বিশেষ বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে। এক্ষণে সর্দ্দি,* জলকাসি ও অজীর্ণ জনিত হাঁপানীর চিকিৎসা বলা হইতেছে। সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীর স্থান ও কারণ এক।

---

* সর্দ্দির নিদান ও উপসর্গ। শরীরের সর্ব্বত্রই অসংখ্য জলবাহী পথ আছে। তন্মধ্যে বক্ষেই অধিক আছে। কোন কারণে ঐ সকল পথ নিষ্পীড়িত হইলে জল (Mucus &c.) বাহির হইয়া পড়ে। সেই জল নাক মুখ ও চোখ দিয়া বাহির হইলে তাহাকে সর্দ্দি কহিয়া থাকে।

অতি ভোজন করিলে বক্ষ নিষ্পীড়িত হওয়াতে হঠাৎ সর্দ্দি হইতে পারে।

বক্ষে হিম লাগিলে জলবাহী পথ সকল সঙ্কুচিত বা নিষ্পীড়িত হয়, সুতরাং সর্দ্দি বাহির হয়।

পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলেও ঐ সকল শিরা সঙ্কুচিত হইতে পারে, মাৎার লাগি-লেও সঙ্কুচিত হইতে পারে, সুতরাং সর্দ্দি বাহির হয়।

যদি কোন কারণে পার্শ্ববর্ত্তী শিরা সমূহে রক্তের ("Venous blood)

সাধারণ চিকিৎসা।

(ক) অতি ভোজনের পর হঠাৎ সর্দ্দি, কাসি বা হাপানী হইলে বমি করিলেই সারে। মদন ফল চূর্ণ কিম্বা সৈন্ধব ও উষ্ণ জল পান করিয়া বমি করিবে। লঘুপথ্য করিবে।

(খ) সর্দ্দি, কাসি বা হাঁপানী অন্য রোগের উপদ্রব না হইলে অথচ নূতন হইলে সৈন্ধব ও উষ্ণ জল পান করিয়া বমি করিলে সারিতে পারে।

চলাচল বন্ধ হয়, তবে জলবাহী পথ সমূহে চাপ লাগিতে পারে, সুতরাং তৎকালে সর্দ্দি বাহির হয়।

যদি বুকের উপর একটা ভারী পাথর চাপাইয়া দেওয়া যায়, তবে কেবল সর্দ্দি কেন, নাক মুখ দিয়া রক্তও বাহির হইতে পারে।

যদি হৃৎপিণ্ড (Heart) কোন কারণে বড় হয়, তবে ফুসফুসের গায়ে চাপ লাগিতে পারে, সুতরাং সর্দ্দি বাহির হইতে পারে।

যদি পেটে শীত লাগাতে পক্বাশয়ের জলবাহী পথ সকল (Mucus membrane) নিষ্পীড়িত হয়, তবে পেট কুল বুল করিয়া উঠে এবং মলদ্বার দিয়া জল নির্গত হয়। ইহাকে অবশ্য সর্দ্দি বলে না, জলবৎ ভেদ কহিয়া থাকে।

খুব ঝাল খাও, নাক মুখ দিয়া জল বাহির হইবে। ঝাল তীক্ষ্ণ স্পর্শ বলিয়া উহার স্পর্শে আলজিব হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়, আবার আলজিব সঙ্কুচিত হওয়াতে ঝাল অন্ন পথে সম্যক প্রবেশ না করিয়া শ্বাস নালীর মুখেও গিয়া পড়ে, হঠাৎ বিষম লাগে, সঙ্গে সঙ্গে মুখের রক্তবাহী শিরাগণও সঙ্কুচিত হয় সুতরাং মুখ লাল হইয়া উঠে। নাকের জলবাহী পথ সকল সঙ্কুচিত হওয়াতে নাক দিয়া কাঁচা জল বাহির হয়। কিন্তু এরূপ সর্দ্দি স্থায়ী হয় না। যাহা হউক জ্বর পরিচ্ছেদ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবে যে এ স্থলে বায়ু পিত্ত উভয়ই কুপিত হয়। সর্দ্দিতে কোন কারণে বায়ু পিত্ত উভয়ই কুপিত হইলে বক্ষে, কণ্ঠে ও নাসিকায় জ্বালা ও বেদনা হইয়া থাকে। জ্বালা পিত্তের কার্য্য, বেদনা বায়ুর কার্য্য।

কাঁচা সর্দ্দির এই অবস্থায় খুব ঠাণ্ডা জলে অবগাহন করিলে পিত্তের শান্তি হইবে অর্থাৎ শরীরের দাহ দূর হইবে। কিন্তু বায়ু ও শ্লেষ্মা কুপিত হইবে। বায়ু কুপিত হওয়াতে জলবাহী পথ সকল আরও সঙ্কুচিত হইবে এবং ঠাণ্ডা লাগাতে তন্মধ্যস্থ শ্লেষ্মা জমিয়া যাইবে। এইরূপ জমিয়া যাওয়াকে শ্লেষ্মার প্রকোপ বলা যায়। সর্দ্দির এই অবস্থাকে 'সর্দ্দি বসিয়া যাওয়া' বলে।

(গ) সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানী, পাকস্থলী কিম্বা হৃৎপিণ্ডের দোষে উৎপন্ন হইলে, দশমূল ও এরণ্ড তৈল পান করিলেই সারিতে পারে।

(ঘ) কাহার কাহার শীতকাল পড়িলেই সর্দ্দি, কাসি বা হাঁপানী হয়। এরূপ স্থলে সন্ধ্যা হইতে বেলা আটটা পর্য্যন্ত উষ্ণ গৃহে বাস করিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে মহাকাল পাচন পান করিবে। অথবা দশমূলের সহিত ব্রাণ্ডী সেবন করিবে।

সর্দ্দি বসিয়া গেলে কি হয়? শ্বাসের ব্যাঘাত হইতে পারে। কেননা শ্বাস পথ একে সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আবার সেই পথে শ্লেষ্মা জমিয়াছে। শ্বাসের এইরূপ অবরোধকে হাঁপানি বলা যায়।

কাসি দ্বারা শ্বাস প্রণালীর বাধা হইতে শ্লেষ্মাকে তুলিয়া ফেলিবার জন্য শ্বাস যন্ত্রের চেষ্টা হইয়া থাকে। সেই জন্য কাসি হয়। কাসি অধিক হইলে শ্বাস প্রণালী চিরিয়া যাইতে পারে। চিরিয়া গেলে রক্তোৎপাত হয়। ক্রমে সেই স্থান ক্ষত হইয়া যক্ষ্মা হইতে পারে।

ফুসফুসে রক্তবাহী পথ সকল আছে। দেহের অপরিষ্কৃত রক্ত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে আসিয়া জমে, পরে তথা হইতে ফুসফুসে আসিয়া নিঃশ্বাস বায়ুর সংযোগে পরিষ্কৃত হয়, পরে হৃৎপিণ্ডের বাম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে। অনন্তর ধমনী দ্বার বাহির হইয়া মস্তক ও শরীর পোষণ করিয়া থাকে। সর্দ্দি বা শ্বাসের রোগে ফুসফুস স্ফীত হইলে ঐ সকল রক্তবাহী পথে চাপ লাগে। তাহাতে ফুসফুসে বেদনা হয়, জ্বর হয় এবং অন্যান্য নিদারুণ উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। আবার ফুসফুস স্ফীত হইলে উহার চাপে হৃৎপিণ্ডও সঙ্কুচিত হইতে পারে। তাহাতে নানা প্রকার হৃদ্রোগ উপস্থিত হয়। আবার হৃৎপিণ্ড সঙ্কুচিত হইলে মস্তকে রক্তের চাপ লাগিয়া থাকে; সুতরাং মূর্চ্ছা, সন্ন্যাস, তন্দ্রা, মোহ, ধনুষ্টঙ্কার প্রভৃতি কঠিন রোগ উপস্থিত হইয়া মৃত্যু হইতে পারে

ফুসফুসের চাপ যকৃতে লাগিলে যকৃতের রক্ত জমিয়া যায় তাহাতে কখন কখন যকৃতের এত বৃদ্ধি হয় যে মনে হয় যেন উহা পেটের ভিতর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

আবার পাকস্থলীতে ফুসফুসের চাপ পড়িলে বমি প্রভৃতি উপদ্রব হয়।

শরীরের যে সকল শিরায় অপরিষ্কৃত রক্ত থাকে, তাহাদের মধ্যে ঐ কারণে

(ঙ) শীত লাগিয়া সর্দ্দি, কাসি বা হাঁপানী হইলে মাথায় পিঠে ও পাঁজরে বালির স্বেদ দিবে। পক্ক সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীতে বক্ষে সৈন্ধব ও তৈল গরম করিয়া মালিস করিবে। কেহ কেহ বলেন যে পানের বোঁটার রস ও ঘৃত একত্র সিদ্ধ করিয়া মালিস করিবে।

(চ) সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীতে দশমূল পাচন দিবে। রোগীর ধাতু উষ্ণ হইলে দশমূলের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া দিবে।

(ছ) সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীর নূতন অবস্থায় শ্বাসকুঠার দিবে।

রক্ত জমিয়া গেলে শোথ (Passive dropsy) হইতে পারে এবং শরীর নীলবর্ণ হইয়া যাইতে পারে।

ফুসফুসের পথ সকল রুদ্ধ হইলে শরীরের সকল যন্ত্রেই রক্ত জমিয়া যাইতে পারে। তন্মধ্যে বৃক্কে (Kidney) রক্ত জমিয়া গেলে প্রস্রাব অল্প হয় এবং লাল হইয়া থাকে। পক্বাশয়ে রক্ত জমিয়া গেলে রক্ত ভেদ হইতে পারে ইত্যাদি।

রৌদ্রতাপে ঘর্ম্ম হইতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ অতি শীতল বাতাস লাগিয়া ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে সর্দ্দি হইতে পারে। আবার ঐ কারণে সর্ব্বাঙ্গে জল বসিয়া শোথও (Acute dropsy) হইতে পারে। ডাক্তার বাঁটন বলেন যে "এক জন মজুর শীতকালে জলে দাঁড়াইয়া কাঁদা খুড়িতেছিল, হঠাৎ আহার করিতে বসিয়া থাকিবে; কিম্বা হয়তো গাড়ী হইতে বোঝাই খালাস করিতেছিল, পরক্ষণেই গাড়ীর উপর জলে ভিজিতে ভিজিতে বহু পথ অতিক্রম পূর্ব্বক বাড়ী আসিয়া থাকিবে অথবা হয়তো প্রচণ্ড রৌদ্রে ঘাস কাটিতে কাটিতে জলার্দ্র ভূমিতে শয়ন করিয়া নিদ্রা গিয়া থাকিবে। এই কারণে ঘাম হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শোথে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।" এ স্থলে হয় তো সর্দ্দি হইলে শোথ না হইতে পারিত। তবেই সর্দ্দির অভিপ্রায় সচরাচর অসৎ নহে। এইজন্য লোকে কহে যে সর্দ্দি ঝরিয়া গেলে শরীরের সকল দোষ ঝরিয়া যায়।

কথা প্রসঙ্গে শরীর তত্ত্ব সম্বন্ধে একটী প্রধান রহস্য বিবৃত হইল। ইহা চিকিৎসা প্রবেশার্থী ছাত্রদিগের আলোচনার বিষয়।

(জ) গোমূত্র পান করিলে বহু কফাশ্রিত সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীর উপশম হয়।

(ঝ) সোডা প্রভৃতি ক্ষার সকল পূর্ণ মাত্রায় পান করিলে সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীর উপশম হয়। কজ্জলী বা রসসিন্দূর মধুর সহিত পান করিবে।

(ঞ) সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীর উৎকট অবস্থায় মাথায় তপ্ত ঘৃত দিবে। এবং বাতাস করিবে।

(ট) ঘৃত মিশ্রিত যব শক্তুর ধূম পান করিলে সর্দ্দি কাসি ও হাঁপানীর উপশম হয়। নূতন কলিকায় শক্তুপিণ্ড স্থাপন করিয়া কয়লার আগুনে ধূমপান করিবে।

(ঠ) সর্দ্দি, কাসি ও হাঁপানীতে গরম জল পান করিবে।

বিশেষ চিকিৎসা।

সর্দ্দি। নূতন ও পক্কভেদে সর্দ্দি দুই প্রকার। সর্দ্দি নূতন হইলে গলা জ্বলে ও টাটায়, মুখ টস্‌টস্ করে, নাক জ্বলে ও টাটায় পরে নাক সড়সড় করে, হাচী হয়, প্রথমে কিঞ্চিৎ পীতবর্ণ জল বাহির হয়, ক্রমশঃ শাদাশাদা পাতলা কফ বাহির হইতে থাকে, ক্রমশঃ কফ আরও ঘন হয়, কিন্তু আপনিই বাহির হইয়া থাকে, আর বাহির হইলে আরাম বোধ হয়; মুখ দিয়া গয়ের বাহির হইয়া থাকে।

সর্দ্দি পাকিয়া গেলে অতিশয় চটচটে হয়। চরক মতে কাঁচা সর্দ্দি নাসিকা-পথে আগমন করে, আর পাকা সর্দ্দি মস্তিষ্ক-পথে * আগমন করিয়া থাকে। পাকা সর্দ্দি কষ্টে বাহির হয়, রগ টন

* ডাক্তারেরা বলেন সর্দ্দিতে নাক বন্ধ হইলে "Cold in the head" রোগের একটী উপসর্গ বলা যায়।

টন করে, নাক ঝাড়িতে গেলে কপাল ঝন্ঝন্ করে, মাথা ঘুরিয়া পড়ে, চোখ কট্কট্ করে, নাক বন্ধ হইয়া যায়, মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতে হয়, কখন বা নাক দিয়া পূযরক্ত পড়িয়া থাকে, জ্বরও হইতে পারে, যক্ষ্মাও হইতে পারে; চরকের মতে সর্দ্দির সময় স্ত্রী সেবন করিলে সত্বর যক্ষ্মা হওয়া সম্ভব। ত্রিরাত্র কিম্বা পঞ্চ রাত্রের পর সর্দ্দি পাকিয়া থাকে।

ব্যবস্থা। নূতন সর্দ্দিতে নস্য লইবে না। সর্ব্বদা হাঁচি ও নাক চোখ দিয়া জল সরিতে থাকিলে কর্পূরের নস্য লইবে। ডাক্তারী মতে অল্প পরিমাণে আফিং খাইলে নূতন সর্দ্দি নষ্ট হয়। আফিং জল-শোষক ও ঘর্ম্মকারক হইয়া উপকার করে। এই রোগে আদার রস মধুর সহিত প্রচুর মাত্রায় পান করিবে।

নূতন সর্দ্দিতে শীত বোধ হইলে, গা ভাঙ্গিতে থাকিলে এবং হাই উঠিতে থাকিলে অথচ জ্বর না থাকিলে উষ্ণ অথচ অল্প ভোজন করিবে। অথবা মাংস রস, বা উষ্ণ দুগ্ধ ও শুঁঠ চূর্ণ পান করিবে। উষ্ণ জল পান করিবে, স্নান করিবে না।

নূতন সর্দ্দিতে শরীর কখন কখন আগুন হইয়া থাকে, এরূপ স্থলে অভ্যঙ্গ করিয়া নাতিশীতল জলে স্নান করা যায়, কিন্তু জল হইতে উঠিয়াই তাড়াতাড়ি সর্ব্ব শরীর আবৃত করিবে এবং মাথা কাপড় দিয়া ঢাকিবে। এই অবস্থায় ঘাম হইলে সর্দ্দি নরম পড়ে। ভোজনকালে পরিমিত ভোজন করিবে, আহারের পর জলপান করিবে না।

সর্দ্দিতে শঙ্খ দেশ, মস্তক ও ললাটে যাতনা হইলে আগুনে হাত তাতাইয়া স্বেদ দিবে।

নূতন সর্দ্দিতে বিষঘটিত ঔষধে সত্বর উপকার হয়। ডাক্তারেরা বলেন যে একোনাইট পূর্ণ মাত্রায় সেবন করিলে সর্দ্দি ও গেঁটে

বাত দুই একদিনেই আরাম হয়। এরূপ স্থলে পঞ্চামৃত রস দিবে।

নূতন ও পুরাতন উভয়বিধ সর্দ্দিতেই সোডা আধ ভরি, মধু আধ ভরি ও দশমূল পাচন যথা মাত্রায় পান করিবে।

পাকা সর্দ্দির চিকিৎসা। সর্দ্দি পাকিয়া গেলে শরীরের জল-স্রোত বন্ধ হইয়া যায়। এইজন্য বীচি সকল টাটাইয়া থাকে এবং শরীরের নানা স্থানে বেদনা হয়। দশমূল ও এরণ্ড তৈল সেবন করিলে স্রোতঃ মুক্ত হয় এবং সকল বেদনাই নরম পড়ে। মদন ফলের চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত পান করিলে বীচির বেদনা ও পুরাতন সর্দ্দি নরম পড়ে।

চক্রদত্ত বলেন যে রাত্রিকালে কেবল আকণ্ঠ ঠাণ্ডা জল পান করিয়া নিদ্রা গেলে প্রাতঃকালে সর্দ্দি থাকে না। আর তেতুল পাতার ঝোল অথবা মরিচচূর্ণ ও অম্ল দধি ইক্ষুগুড়ের সহিত পান করিলে পাকা সর্দ্দি নষ্ট হয়।

সর্দ্দি পাকিয়া গেলে হরিদ্রা ও পিপুলের নস্য লইবে। হাঁচী ও স্রাব বন্ধ হইলে দারুচিনি, তেজপাতা, মরিচ ও ছোট এলাচ চূর্ণ করিয়া নস্য লইবে। রগ ও চোখ কট্‌কট্‌ করিতে থাকিলেও নস্য দিবে আর চক্ষুর ভিতর তিক্ত ঘৃত বা পুরাতন ঘৃত দিবে।

নাক দিয়া রক্ত পূয পড়িলে মাথায় আমলকী চূর্ণ ঘৃত ও কাঁজীর প্রলেপ দিবে। অথবা শতধৌত ঘৃত লেপন করিবে। লক্ষ্মীবিলাস সেবন করিবে।

সর্দ্দি পাকিয়া গেলে অথচ শীত বোধ থাকিলে মৎস্য যূষ বা পক্ষি যূষ ও লঘু অন্ন পথ্য করিবে। স্নান ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার করিবে। মস্তকে তপ্ত ঘৃত লেপন করিবে। শরীরে দাহ থাকিলে তিক্ত ঘৃত পান করিবে; ঘৃত, দুগ্ধ, যব, শালি, গোধূম,

পক্ষি-মাংস-রস, তিক্ত শাক ও মুদ্গ যূষ সেবন করিবে। নাতি শীতল জলে স্নান করিয়া সমগ্র শরীর বস্ত্রাবৃত করিবে। মস্তকে তিক্ত ঘৃত লেপন করিবে। তিক্ত ঘৃতের নস্য লইবে।

আর যদি শরীরে ভার বোধ, বেদনা, জড়তা ও শীত বোধ থাকে তবে মদন ফল চূর্ণ পান করিয়া বমি করিবে। অথবা দশমূল ও এরণ্ড তৈল পান করিবে। পথ্য বার্ত্তাকু, পলতা, কুলথ, অড়হর, মুগের যূষ ও লঘু অন্ন। স্নানে ও পানে উষ্ণজল ব্যবহার্য্য।

কাস চিকিৎসা।

বক্ষের যে সকল শিরা দিয়া শ্বাস বায়ু বহিয়া থাকে, তাহাদের ভিতরে কফ বা অন্য কোন দ্রব্য প্রবেশ করিয়া সুড় সুড় করিলে সচরাচর কাস হইয়া থাকে।

ব্যবস্থা। কণ্টিকারীর ক্বাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সর্ব্বকাসের ঔষধ হয়। রক্তকাসে বাসকের রস ভাল।

যকৃৎ রুগ্ন হইলে জ্বর ও কাস হয়। চিকিৎসা যকৃৎ প্লীহার ন্যায়। গোমূত্র, চন্দ্রামৃত রস ও লোকনাথ রস দিবে।

এক প্রকার কাসি আছে, তাহা ভাত খাইবার পরই অধিক হয়। বিশেষতঃ রাত্রে অধিক হয়। শয়ন করিলে বাড়ে। এরূপ স্থলে বমনই ঔষধ। একদিন বা দুই দিন বমন করিলেই রোগ সারিয়া যায়। অথবা লঙ্ঘন করিলেও হয়। আহারের পর প্রচুর পরিমাণে সোডা প্রভৃতি ক্ষার সেবন করিলেও হইতে পারে। এই কাসে আদার রস মধুর সহিত পান করিবে, কিম্বা পঞ্চকোল পাচন পান করিবে। অথবা আহার কালে একদিন আহার না করিয়া পঞ্চকোলের সহিত দুগ্ধ সিদ্ধ করিয়া পান

করিবে। অথবা আহারের সহিত লৌহঘটিত কাস নাশক ঔষধ সকল পান করিবে।

কোন কোন কাস আহার জীর্ণ হইবার পর হয় অর্থাৎ বিকালে বা শেষ রাত্রে অধিক হয়, হয় তো গা শিড়শিড় করে, হয় তো আওয়াজ ভাঙ্গিয়া যায়, শুষ্ক কাস ও শুষ্ক কফ হইয়া থাকে, কাসিবার সময় বুক যেন ছিড়িয়া যায়। এরূপ কাসে পথ্য ঘৃতযুক্ত লঘু অন্ন, ইক্ষুগুড়, দুগ্ধ, শুযুনী শাক, কচি মূলো, দধি, অম্লরস, মৎস্য মাংস, ছাগ মাংস, মাষ যূষ ও গোধূম। রোগী ঔষধার্থে বৃহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ পিপুল চূর্ণের সহিত পান কবিবে অথবা দশ মূল ঘৃত পান কবিবে। অথবা অন্যান্য গ্রন্থোক্ত বাত কাস নাশক যোগ সকল সেবন কবিবে।

কোন কোন কাসে মুখ তিক্ত হয়, চোখ জ্বালা কবে, গা জ্বালা কবে, তৃষ্ণা হয়, বুকেব ভিতর যেন ধূঁয়া উঠিতে থাকে, কাসিবার সময় চোখ দিয়া জ্যোতিব ন্যায় পদার্থ সকল নির্গত হয় (অর্থাৎ রোগী সর্ষেফুল দেখে), বর্ণ পীত ও মুত কষা হয়। এরূপ কাসে অবিপত্তিকর চূর্ণ পান করিবে। অথবা কণ্টিকাবীর ক্বাথের সহিত এবণ্ড তৈল পান করিরে। অথবা তিক্ত ঘৃত পান করিবে। অথবা বেড়েলা, বৃহতী, কণ্টিকারী, বাসক ও দ্রাক্ষা এই সকল দ্রব্যেব ক্বাথে চিনি ও মধু দিয়া পান করিবে। অবগাহন করিবে। পথ্য মুগেব যূষ, লঘু অন্ন, দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস যূষ ইত্যাদি। এই কাসে অন্যান্য গ্রন্থোক্ত পিত্ত কাস নাশক যোগ সকল পান করিবে।

এক প্রকার কাস আছে (Spasmodic cough), তাহা হঠাৎ আরম্ভ হয়, রোগী শয়ন করিয়া থাকিলে বসিয়া পড়ে এবং ক্রমাগত এক দুই মিনিট কাসিয়া থাকে, কাসির বিরাম থাকে

না, রোগী হাঁপাইতে থাকে। কফ উঠিয়া গেলে কাসির বিরাম হয়, কিন্তু কফ ফেলিবার বিলম্ব সহে না, হাতে পায়ে গায়ে বা কাঁপড়ে পড়িয়া যায়। পরে আবার এক আধ ঘণ্টা বিরাম থাকে। এরূপ কাসি হাঁপানীর পূর্ব্ব সূত্র। রোগী সৈন্ধব ও সোডা পান করিয়া বমি করিবে। পঞ্চতিক্ত ঘৃত পান করিবে। গুড়ের পানা মধু ও মরিচ চূর্ণ একত্র করিয়া পান করিবে। অথবা লক্ষ্মীবিলাস বা শঙ্খাদি চূর্ণ পান করিবে। বা ধুতুরা পাতার ধূমপান করিবে। সুশ্রুত কহেন যে পাণ্ডু, শোথ ও কাসের চিকিৎসা এক।

হাঁপানীর চিকিৎসা।

বাগ্‌ভট বলেন যে হাঁপানীর জন্মস্থান পাকস্থলী। অম্লরোগের সহিত ইহার বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। অম্লরোগ ও হাঁপানী আজি কালি চলিত রোগের মধ্যে। যাহারা বাজারের আহার অধিক ভোজন করে, এই দুই রোগ তাহাদেরই অধিক। এই কারণে এই দুই রোগকে সহরের রোগ বলা যায়।

ব্যবস্থা। উভয় রোগেই ক্ষার ও এরণ্ড তৈল অতিশয় উপযোগী। যে প্রকার উৎকট শ্বাস হউক, আধ ছটাক দশমূলের সহিত আধ ছটাক এরণ্ড তৈল পান করিলে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হইবে। যে রোগী শ্বাসের যন্ত্রণায় তিন রাত্রি বসিয়া আছে, আত্মীয় ও চিকিৎসকগণ যাহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া আছে, দশমূল ও এরণ্ড তৈলে তৎক্ষণাৎ তাহার যন্ত্রণা শান্ত হইবে। এই যোগটী আমাদের কল্পিত হইলেও শাস্ত্রের সহিত ইহার অনৈক্য নাই।

আবার ক্ষার ও এরণ্ড তৈল একত্র পান করিলেও তৎক্ষণাৎ ফল হয়। লবণ পান করিয়া উষ্ণজল যোগে বমন করিলেও

তৎক্ষণাৎ ফল হয়। কেবল ক্ষার পান করিলেও ফল হয়। কেবল এরণ্ড তৈল পান কবিলেও ফল হয়। গর্ভিণীর হাঁপানীতে এরণ্ড তৈল উৎকৃষ্ট।

ভাবমিশ্র বলেন

দশমূলী রসো দেয়ঃ শ্বাসনির্মূলশান্তয়ে।
অবশ্যমরণীয়োপি জীবেৎ বর্ষশতং নরঃ॥

অর্থাৎ শ্বাস নির্মূল করিতে হইলে দশমূল পাচন দীর্ঘকাল ব্যবহার করিবে। রোগী দুর্ব্বল হইলে দশমূল তৈল ও দশমূল ঘৃত ব্যবহার করিবে। একটী দ্বাদশ বৎসরের শ্বাস রোগীকে শ্বাসের সময় দশমূলের সহিত এরণ্ড তৈল দেওযা হইয়াছিল, শ্বাস নিবৃত্তিব পর প্রত্যহ কেবল দশমূল পাচন দেওয়া হইয়াছিল। শ্বাস তিন মাসে আরাম হইয়াছিল। গত ছয় বৎসর হাঁপানী আর হয় নাই। সে সর্দ্দি অধিক হইলে অদ্যাপি কখন কখন দশমূল সেবন করিয়া থাকে। আমাদের এইরূপ চিকিৎসা আমাদের রোগী মাত্রকেই আরাম করিয়াছে। কিন্তু কাহাকে কাহাকে সঙ্গে সঙ্গে দশমূল তৈলও মাখান হইয়াছিল।

হাঁপানীর অনেক গুলি মুষ্টিযোগ আছে। ডাক্তারেরা কেহ বলেন যে টিংচর ক্যাম্ফর অব্যর্থ। কেহ বলেন যে আয়োডাইড্ পটাস্ অব্যর্থ ইত্যাদি। কেহ বলেন যে ধুতুরার ধূম অব্যর্থ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে মুষ্টিযোগে অদ্য কায হইল, কল্য হয় তো তাহাতে হইবে না। অথবা যে মুষ্টিযোগে একজনের আরাম হইয়াছে, তাহাতে হয় তো অন্যের আরাম হইবে না। কিন্তু দশমূল, এরণ্ড তৈল ও ক্ষার এই কয়েকটী দ্রব্য আমরা ব্যর্থ হইতে দেখি নাই। আবার দশমূল, এরণ্ড তৈল ও ক্ষার পাকস্থলী ও হৃদয়ের পক্ষে সর্ব্বথা উপযোগী।

সুশ্রুত মতে শ্বাসের সময় গোক্ষুর বীজ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস বন্ধ হয়। চরক মতে বহেড়া চূর্ণ—কোন কোন মতে বহেড়ার বীজের শাঁস—মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস বন্ধ হয়।

হাঁপানীর সময়ে মাথায় ঘৃত লেপন করিবে, জানালা খুলিয়া দিবে, মাথায় পাথার বাতাস করিবে। রোগী অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেবদারু কাষ্ঠের পাচন কিম্বা দশমূলের পাচনে মদিরা যোগ করিয়া দিবে। একজন যক্ষ্মারোগীর অন্তকালে চিকিৎসকেরা পরিত্যাগ করিলে, কেবল দশমূল, ব্রাণ্ডী ও মৃগনাভি পান করাইয়া তিন দিন বাঁচাইয়া রাখা গিয়াছিল। এই রোগী অন্তকালের ক্লেশকর দুর্ব্বল অবস্থাতেও, শ্বাসের যন্ত্রণায় শেষ সপ্তাহ দিবারাত্র শয্যার উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থনাই ছিল যে "আমাকে একবার শয়ন করাইয়া দিউন, মরণ সহিতে পারিব, এ যন্ত্রণা সহিতে পারিতেছি না।" বোধ হয় এলোপ্যাথী ও হোমিওপ্যাথীতে এমন উপযোগী ঔষধ ছিল না, যাহা ইহাকে ইহার ডাক্তারেরা এক বৎসর যাবৎ না দিয়াছিলেন। সহস্র সহস্র ব্যয় হইয়াছিল। অভিভাবকেরা এই বলিয়া তাঁহাকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন যে "ইনি চিকিৎসক দিগের পরিত্যক্ত হইয়াছেন, দুই চারি ঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যু হইবে স্থির হইয়াছে।"

আমাদের ঔষধ।

সর্ব্ববিধ উৎকট সর্দ্দি কাস ও হাঁপানী রোগে রসায়ন গুড় দিবে। শ্বাস ও কাসে সারস্বত তৈল মাখিবে। প্রথমাবস্থায় ১নং পঞ্চপল্লব দিবে। শেষাবস্থায় ৩নং দিবে।

গণোরিয়া বা বিষাক্ত মেহ।

গণোরিয়া প্রচলিত রোগ বলিয়া এই পুস্তকের এই খণ্ডেই ইহার চিকিৎসা বলা হইতেছে। অন্যান্য মেহ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে।

আয়ুর্ব্বেদে মেহ বলিতে বিংশতি প্রকার বহুমূত্র বুঝায়। কিন্তু গণোরিয়া উপদংশ রোগের অন্তর্গত। ইহার মেহ নামটী সার্থক নহে।

ভাষায় ইহাকে ধাতচালা কহে। বারাঙ্গনাকে সম্যক্‌রূপে স্পশ না করিলে এ রোগ হয় না। কেহ হয়তো বলিবেন যে "আমি দশ বৎসর পূর্ব্বে বারাঙ্গনা স্পর্শ করিয়াছিলাম, কিন্তু এত দিন এ রোগ হয় নাই; অতএব আমার রোগ অন্য কোন কারণে ঘটিয়া থাকিবে।" ইত্যাদি। কিন্তু এ রোগ বারাঙ্গনা স্পর্শ ভিন্ন হয় না। কলিকাতার একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক কহেন যে আজিকালি বাবাঙ্গনা মাত্রেই বিষাক্ত, সেইজন্য এই রোগ বহু প্রচার হইয়াছে; নৃত্য বা অভিনয় যাহাদের ব্যবসায়, তাহারা আবার অতিশয় বিষাক্ত বলিয়া আজিকালি এই রোগ নব্যদের মধ্যে অধিক প্রচারিত হইয়াছে। যে সকল জেলায় নদী সমাগম অধিক, সে সকল জেলায় ইহার অধিক প্রচার আছে। যে সকল স্থানে বিদেশীর সমাগম নাই, সে সকল স্থানে ইহার প্রচার দেখা যায় না। সেই জন্য কেহ কেহ ইহাকে গঙ্গের রোগ কহিয়া থাকেন। কলিকাতার একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক বলেন যে আমার দশজন, রোগীর মধ্যে প্রায় নয় জন রোগী গণোরিয়া রোগের কোননা কোন উপসর্গ ভোগ করিয়া থাকে।

লক্ষণ। বারাঙ্গনা স্পর্শ করিবার পর সপ্তম দিবসের মধ্যে

মূত্রনালীর মধ্যে সড়্ সড়্ করে। প্রস্রাবে জ্বালার উদয় হয়। পুরুষাঙ্গ আরক্ত ও স্ফীত হয়। পরে তরল ক্লেদ বাহির হয়, ক্রমে ক্লেদ গাঢ়, শ্বেত পীতবর্ণ ও পূযবৎ হয়। ক্রমশঃ প্রস্রাবের বেগ হ্রাস হয়, কেননা ক্লেদ মূত্র পথ অবরোধ করে অথবা মূত্রপথের চতুঃপার্শ্ব স্ফীত হওয়াতে মূত্রপথ সঙ্কীর্ণ হয়; মূত্র সূক্ষ্ম ধারায় পতিত হইয়া থাকে এবং বারবার মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়। প্রস্রাবের সহিত রক্তস্রাব হইতে পারে, উপস্থের অগ্রত্বক্ স্ফীত ও বিদাহযুক্ত হইতে পারে, মুদোও হইতে পারে। রোগ প্রবল হইলে শুক্রনালী আক্রান্ত হয়, অণ্ড কোষে বিদাহ ও ও পাক হয়। অণ্ড এইরূপে আক্রান্ত হইলে উপস্থের পূযস্রাব স্থগিত হয় অথবা পূযস্রাব হঠাৎ স্থগিত হইলে অণ্ডকোষ আক্রান্ত হয়। অণ্ডকোষ শুক্রের স্থান অতএব পূযস্রাব হইতে থাকিলে বুঝিতে হইবে যে শুক্র দূষিত হইয়াছে অথবা পূযশুক্র রোগ হইয়াছে। অণ্ড আক্রান্ত হইলে জ্বরও হইতে পারে। চক্ষু লাল ও জ্বালাযুক্ত হইতে পারে এবং বাতও হইতে পারে।

রোগের পরিণত অবস্থায় শরীর ফেকাশে হইয়া যায়, রোগীর মুখে কষ্টের ভাব প্রকাশ পায়, রোগী দীন ও ক্ষীণ হইয়া থাকে, সন্দিগ্ধচিত্তে কথাবার্ত্তা কহে, চিকিৎসক প্রভৃতিকে নির্জ্জনে ও অল্পে অল্পে কথা বলিতে চাহে। মেজাজ খিটখিটে হয়, চিকিৎসক ও ঔষধ পুনঃ পুনঃ বদল করিতে ইচ্ছা করে; আর এরূপ নূতন নূতন উপসর্গ সকল বর্ণনা করে,যাহা অন্য রোগে হয় না। হয় তো কহে যে আমার বাম নাকে নিশ্বাস বাহির হয় না, ডানি নাকে নিশ্বাস বাহির হয়, হয়তো কহে যে রাত্রিতে নিদ্রিত অবস্থায় বুক চাপিয়া ধরে এবং নিশ্বাস বন্ধ হয়, বিছানা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়ি, অনন্তর মাথায় জল দিলে স্বাস্থ্য বোধ হয়। হয়তো

কহে যে আমি দাঁড়াইলে প্রস্রাবের বেগ আসে এবং মাথা হইতে যেন কোন পদার্থ নিম্নদিকে আসিতে থাকে, হয়তো রোগীর অনেক সময়ে ঢেঁকুর উঠিয়া থাকে, হয়তো প্রস্রাব ত্যাগ করিতে গিয়া প্রস্রাব বাহির হয় না, পরে হয়তো দুই একটা বায়ু সরিয়া গেলে প্রস্রাব বাহির হইয়া থাকে। প্রায় সর্ব্বস্থলেই রোগীর মাথা শূন্য বোধ হয় এবং অম্লপিত্তের কোন না কোন উপসর্গ থাকে। * অপরাহ্নে শরীরের তাপ সচরাচর ৯৯ ডিগ্রী থাকে। গরমীর ব্যারাম ও গণোরিয়া এক। উপস্থের উপর ঘা হইলে গরমীর ব্যারাম বলে, আর ভিতরে ঘা হইলেই গণোরিয়া বলে।

গরমী রোগের ব্যবস্থা। উপস্থের উপর ঘা বা কুসকুড়ী থাকিলে রোগীকে বসন্ত রোগীর ন্যায় তিক্ত দ্রব্য দ্বারা বমন করাইবে, পরে ইচ্ছাভেদী রস কিম্বা উচ্ছে পাতার রস কিম্বা ত্রিফলার ক্বাথ ও সোণামুখীর চূর্ণ পান করাইয়া দাস্ত করাইবে। দাস্ত অধিক হওয়া উচিত। অনন্তর অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি কিংবা ক্ষার বস্তি দিবে। সংশোধনের পর খদিরাষ্টক পাচনের সহিত পূর্ণমাত্রায় কজ্জলী বা রসমাণিক্য দিবে। অথবা ভূনিম্বাদি ঘৃত পান ও লেপন করিবে। ত্রিফলার জল দিয়া ক্ষত ধৌত করিবে। ত্রিফলার জলের পিচকারী ভিতরে দিবে। আর ত্রিফলা লৌহ কটাহে দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম মধুর সহিত ক্ষতে লেপন করিবে।

---

* এই রোগ দেশীয় নহে। ইহা বিলাতী রোগ। ৩০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে এদেশে ছিল না। ভাবমিশ্র ইহাকে ফিরিঙ্গী রোগ বলেন। মদ্য ও মাংসে এই বিষের পরাক্রম দমন করিয়া রাখিতে পারে। ডালভাতের শরীরে একবারেই অসহ্য। আবার দেশীয় বেশ্যার অপেক্ষা বিলাতী বেশ্যার বিষ সদা সদা নিদারুণ ব্যাধি উৎপাদন করে।

আর খদিরাষ্টক পাচন ঘৃতের সহিত পান করিবে। ইহাই গরমীর ব্যারামের সহজ ও উৎকৃষ্ট চিকিৎসা।

প্রক্ষালনে গ্যাদার পাতার কাথ কিম্বা জয়ন্তী, জাতী, করবীর বা সোঁদাল পাতার ক্কাথ ব্যবহার করা যায়। ভিতরে অসহ্য বেদনা না থাকিলে ঐ সকল ক্কাথের পিচকারীও দেওয়া যায়। ক্ষতে গোবর লেপন করিলেও ফল হয়।

এই সকল উপায়ে গরমীর ঘা আরাম না হইলে পুনশ্চ বমন ও বিরেচনের পর ঘার পার্শ্বে জোঁক বসাইয়া দিবে। পরে প্রলেপাদি দিবে। উপস্থে বিদাহ (অর্থাৎ দাহ ও বেদনা) থাকিলে নিম্ব ঘৃত কিম্বা মহাতিক্ত ঘৃত লেপন করিবে। পঞ্চামৃত রস সেবন করিবে। বিদাহ না থাকিলে হরিতাল দেওয়া যায়।

কোন কোন ডাক্তার বলেন যে বারাঙ্গনা স্পর্শের পর পঞ্চম দিবসের মধ্যে নাইট্রেট অব্ সিলভর দিয়া উপস্থ ধৌত করিলে গরমীর বিষ শরীরে প্রবেশ করে না। কোন কোন কবিরাজ কহেন যে সহবাসের পর ত্রিফলার ক্কাথের পিচকারী লইলে ও উপস্থ ত্রিফলার জলে ধৌত করিলে গণোরিয়া হইতে পারে না। কিন্তু উপস্থ চিরিয়া বিষ সদ্য সদ্য শরীরে প্রবেশ করিতে পারে।

গরমী রোগে পারদ ব্যবহার। যেমন জন্তুবিষ স্থাবর বিষে নষ্ট হইতে পারে, সেইরূপ গরমী বিষ পারদে নষ্ট হইতে পারে। কিন্তু যে পারদ সহজ শরীরে ব্যবহার না করা যায়, তাহা গরমীর ব্যারামে ব্যবহার করিবে না। অর্থাৎ বিশুদ্ধ কজ্জলী ও রস-সিন্দূর ভিন্ন অন্য পারদ ব্যবহার করিবে না। যেমন গরমীর বিষে সপ্তধাতু, মল ও মূত্র দূষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অশুদ্ধ পারদেও দূষিত হয়। পারদব্যবহারের পর শতকরা পাঁচ সাত জন রোগীর শ্বেত রোগ দেখা গিয়াছে। এইরূপ শ্বেত রোগে

বমন ও বিরেচনের পর খদিরের প্রলেপ দিবে এবং প্রত্যহ দুই-বেলা গোমূত্র কিম্বা শোধিত গন্ধক কিম্বা মহাতিক্তক ঘৃত পান করিবে।

গরমী রোগে ভাপরা। গরমী রোগে গলৎ কুষ্ঠ হইলে কিম্বা উপস্থ পচিয়া গেলে পারার ভাপরা লইবে। নতুবা ভাপরা কখনই লইবে না। পচাঘায়ে পারা দিবে না, ইতি ডাক্তারী মত।

গরমী রোগে কণ্ডূ, স্ফোটক ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ হইলে বমন ও বিরেচনের পর তিক্ত ঘৃত পান ও লেপন করিবে। গরমে থাকিবে।

গণোরিয়া রোগের ব্যবস্থা। গরমীর অবস্থা পার ও সম্বৎসর অতীত হইলে গণোরিয়ার সর্ব্ববিধ উপসর্গেই অমৃত প্রাশ ভাল। নতুবা ভিন্ন ভিন্ন উপদ্রবে ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। *গণোরিয়া রোগের প্রথম হইতে পরিণাম পর্য্যন্ত যে সকল উপদ্রব* হইতে পারে; তন্মধ্যে এইগুলি প্রধান,—

ক্লেদস্রাব, বিদাহ, পূয স্রাব, বাঘী, অণ্ড শোথ, অশ্মরী, ক্ষতজ অশ্মরী অচল-গ্রন্থি, রক্ত প্রস্রাব, মূত্র নালীর সঙ্কীর্ণতা, লিঙ্গস্তম্ভ, শুক্ররোগ, মূত্রদোষ ও বাত। এক্ষণে চিকিৎসা বলা হইতেছে।

ক্লেদস্রাব। ত্রিফলার ক্বাথের কিম্বা শ্বেত খদিরের পিচকারী; বমন, বিরেচন এবং খদিরাষ্টক পাচন কিম্বা ভূনিম্বাদি ঘৃত।

বিদাহ। বিদাহ অর্থাৎ দাহ ও দপদপানী থাকিলে পঞ্চামৃত রস, বমন, বিরেচন, বসন্ত রোগের বস্তি ও তিক্ত ঘৃত লেপন। এ সময় উত্তর বস্তি দেওয়া সম্ভব হইলে তিক্ত ঘৃত দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবে।

পূযস্রাব। অনন্ত মূল কিম্বা বটছাল কিম্বা খদির জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলের পিচকারী দিবে। পিপুল চূর্ণ, হরীতকী চূর্ণ ও

লৌহ একত্র করিয়া সেবন করিবে। আমলকী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড সমান সমান পরিমাণে চূর্ণ করিয়া চিনি মধু ও জলের সহিত এক বেলা পান করিবে। এই রোগ পুরাতন হইলে দুগ্ধের সহিত ভল্লাতক রসায়ন পান করিবে। অথবা প্রদরান্তক লৌহ সেবন করিবে।

বাঘী। চিকিৎসা বোম্বাই বসন্তের ন্যায়।

অণ্ডশোথ। চিকিৎসা বাঘার ন্যায়। অণ্ডকোষে চুলকণা ও বেদনা হইলে মুসব্বর ও আদার রসের প্রলেপ দিবে। প্রলেপের উপর এরণ্ড-পত্র আচ্ছাদন দিবে। অণ্ডকোষের লোমকূপ সমস্ত দিয়া জল নিগত হইতে পারে, কখন কখন এত জল নির্গত হয় যে, বিছানা ভাসিয়া যায়। মহাতিক্ত ঘৃত পান ও লেপন করিবে। কিন্তু গরমে থাকিবে। ঠাণ্ডা সহে না।

অশ্মরী বা পাথুরীর বিস্তৃত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হইবে। এস্থলে একটা মুষ্টিযোগ বলা হইতেছে;—পাষাণভেদী (পাথর কুচি), বরুণ ছাল ও বেনার মূল সর্ব্বশুদ্ধ দুই তোলা, জল আধ-সের, শেষ দুই ছটাক। তন্মধ্যে এক ছটাকের সহিত সোঁদালের আঠা গুলিয়া পান কর। অথবা বরুণ ও সজিনা ছালের কাথ পান করিবে। অশ্মরীর বেদনায় বিষ্ণু তৈল মালিস করিবে।

ক্ষতজ অশ্মরী। চরক বলেন যে ক্ষত হেতু ক্ষতজাত মল সকল বস্তির মুখে আটকাইয়া গেলে মূত্রের যাতনা হয়, পরে সরিয়া গেলে মূত্র বাহির হয়। ঔষধ—আমলকীর রস, কর্পূর মধু এবং দারু-হরিদ্রার চূর্ণ। অথবা চিনি, মধু, ইক্ষুমূল, ভূমি-কুষ্মাণ্ড ও শসার বীজের কাথ।

পথ্য। গোক্ষুর ও কণ্টিকারীর সহিত অন্ন পাক করিতে করিতে গলিয়া গেলে সেই অন্ন মাতগুড়ের সহিত পান করিবে

অচল গ্রন্থি। ক্ষতজ অশ্মরী সচল। সুশ্রুত বলেন যে লিঙ্গের দ্বারে বর্ত্তুল, স্বল্পাকৃতি ও অচল গ্রন্থি উৎপন্ন হয়, তাহাতে বেদনা থাকে, কিন্তু স্রাব হয় না, মূত্ররোধ হইয়া থাকে। ইহার লক্ষণ পাথুরীর ন্যায়। ডাক্তারেরা মূত্র পথে যে য্যাবসেস্ বা স্ফোটকের কথা কহেন, বোধ হয় ইহা তাহাই। বোধ হয় সাধারণ দেহে এরূপ স্ফোটক হইলে পূয না হইতে পারে, কিন্তু ইহা গণোরিয়া সংশ্রিত হইলে পূয হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা বলেন যে এরূপ স্থলে পূয না হইতে হইতে অস্ত্র ক্রিয়া করা আবশ্যক, পূয হইলে নালী হইয়া সেই পথে প্রস্রাব বাহির হইতে পারে। এই রোগে প্রথমেই তিক্ত বমন দিবে, আর রোগী ইচ্ছাভেদী রসের জোলাপ লইবে। সজিনা ছালের ক্বাথ পান করিবে; এই যোগটী অশ্মরী, শর্করা ও অন্তর্বিদ্রধির বিখ্যাত ঔষধ। ঘৃত তপ্ত করিয়া স্বেদ দিবে। ফোড়া গলিয়া গেলে লৌহ মৃত্যুঞ্জয় রস অথবা কজ্জলীর সহিত মহাতিক্ত ঘৃত পান করিবে।

রক্তপ্রস্রাব। দুরালভাদি পাচন পান করিবে। তলপেটে বরফ দিবে এবং অন্যান্য শীতল চিকিৎসা করিবে। এই রোগ রক্তপিত্তের অন্তর্গত।

মূত্রনালীর সঙ্কীর্ণতা। ডাক্তারেরা ইহাকে Stricture of the urethra কহেন। মূত্রপথে ক্ষত ও ক্লেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ এই রোগ উপস্থিত হয়। সঙ্কীর্ণতা ও স্থূলতা বায়ু ও কফের কার্য্য। মূত্রনালী সঙ্কুচিত হয়। প্রস্রাব বাহির হয় না। হয়তো বেগ দিলে মূত্রনালী চিরিয়া রক্তপাত হয় এবং পথ প্রসারিত হওয়াতে মূত্র কিয়ৎকালের জন্য সরল ভাবে বাহির হয়। কিন্তু জ্বালা হইয়া থাকে। আবার ক্ষত পূরিয়া গেলে জ্বালা ও রক্ত নিরস্ত হয় কিন্তু মূত্র বাহির হয় না। মূত্র বদ্ধ হইলে ঔষধ

যথা ; বেনা, কুশ, কাশ, কৃষ্ণেক্ষুমূল, ও খাগড়ার মূল সিদ্ধ করিয়া পান করিবে। ঐ জলের কিম্বা গরম জলের টবে বসিবে, ভল্লাতক রসায়ন বা গোমূত্র সেবন করিবে। অন্নের শেষ গ্রাসে মহাতিক্ত ঘৃত পান করিবে। দ্বিরুত্তর হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ উপকারী। সমস্ত মূত্রকৃচ্ছ্রেই তুল্য পরিমাণ মিছরী ও সোরা উষ্ণজলের সহিত পান করিবে। সোরার পরিমাণ এক একবারে ৫।২০ গ্রেন। সমস্ত দিনে এক আউন্সের অধিক দেওয়া যায় না। বেনার ক্কাথের পিচকারী দিবে। স্ত্রীসঙ্গ পরিহার্য্য।

লিঙ্গ স্তব্ধ। গণোরিয়া রোগে লিঙ্গ উত্তেজিত হইলে ও দাহ থাকিলে পুরাতন ঘৃত বা তিক্তঘৃত লেপন করিবে। অথবা ত্রিফলার জল সেচন করিবে। পঞ্চামৃত রস পান করিবে। লিঙ্গ স্তব্ধ হইলে অথচ দাহ না থাকিলে নারায়ণ তৈল সেচন করিবে। উভয় স্থলেই দশবলা তৈল সেচন করা যায়।

বাত। গণোরিয়া রোগে বাত হইলে প্রত্যহ দশমূল পাচনের সহিত সোঁদাল বা এরণ্ড তৈল গুলিয়া পান করিবে। অথবা দশমূল ও ত্রিফলা সিদ্ধ করিয়া তাহার সহিত সোঁদাল বা এরণ্ড তৈল যোগ করিবে। দাহ ও বেদনায় তিক্ত ঘৃত বা সৈন্ধবাদি তৈল লেপন করিবে। বেলপাতার রস ও মরিচ চূর্ণের সহিত রামবাণ দিবে। অর্দ্ধ মাত্রিক বা ক্ষারবস্তি সদ্য উপকারী।

মূত্রদোষ ও শুক্রদোষ। এই দুই রোগে অমৃতপ্রাশ কিম্বা আমলক রসায়ন কিম্বা শিলাজতু রসায়ন উপযোগী। এস্থলে কয়েকটী সুলভ মুষ্টিযোগ বলা হইতেছে ;—

(ক) মূত্রের সহিত আলবুমেন বা ওজঃ নির্গত হইলে আধ-ভরি আমলকী চূর্ণ ও আধ ভরি ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ ঘৃত, মধু ও চিনির সহিত পান করিয়া একপুয়া দুগ্ধ অনুপান করিবে।

(খ) মূত্রে সুগার বা চিনি থাকিলে এক ভরি আমলকী চূর্ণ ও দুই চারি গ্রেন বঙ্গভস্ম চিনি মধু ও জলের সহিত পান করিবে।

(গ) বালুকার ন্যায় পদার্থ সকল মূত্র স্থানে সঞ্চিত হইলে এক ভরি আমলকী চূর্ণ ও এক ভরি সোঁদালের আঠা জলে গুলিয়া সেবন করিবে।

(ঘ) মূত্র অধিক হইলে হরিদ্রা ও আমলকীর ক্বাথ পান করিবে। দাস্ত কঠিন থাকিলে ক্বাথের সহিত সোঁদালের আঠা যোগ করিবে।

(ঙ) * মূত্রবন্ধে দ্বিরুত্তর হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ এবং মিছরী ও যবক্ষার ঘটিত ঔষধ সকল ভাল।

পথ্য। সর্ব্বস্থলেই দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস লুচি প্রভৃতি পুষ্টিকর দ্রব্য। গরমীর ঘা না থাকিলে অবগাহন ও তৈলাভ্যঙ্গ আবশ্যক।

দূষিত শুক্রে উত্তর বস্তি ও ঔষধ উভয়ই আবশ্যক। নিম্নে উহাদের বিবরণ করা হইতেছে। শুক্ররোগে বিরেচন লইতে হইলে দুগ্ধ বা মাংস রসের সহিত এরণ্ড তৈল পান করিবে।

(ক) ক্ষীণ শুক্র। শুক্র অণ্ডকোষ হইতে শুক্রনালী দিয়া মূত্র মার্গে আনীত হয় এবং ঐ মার্গে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। গণোরিয়া রোগে শুক্রকোষ ও শুক্রনালী শিথিল হওয়াতে শুক্র যদৃচ্ছা ক্রমে নির্গত হয়। স্বপ্নদোষও হইয়া থাকে।

(খ) রক্ত শুক্র। অতিশয় স্ত্রী সেবন বা ক্ষত হেতু রক্ত মিশ্রিত নিষ্ফল শুক্র নিঃসৃত হয়। ঔষধ ও পিচকারী অমৃতপ্রাশ।

(গ) পূতি শুক্র। পূয়াদি মিশ্রিত দুর্গন্ধ ও নিষ্ফল শুক্র নিঃসৃত

---

* পথরগাছা, গোক্ষুর, বক, সূর্য্যাবর্ত্ত, পাষাণ ভেদ, উলু, কুশ, কেশে, গোলঞ্চ ও ইৎকট মূল এই দশটি মূত্রবিরেচক ইতিচরক।

হয়। পূয স্রাব ও পিচ্ছিল শুক্রের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এই যোগে আমলকী চূর্ণ এক ভরি ও বঙ্গভস্ম দুই রতি মাত্রায় চিনি মধু ও জলের সহিত পান করিলে ও পিচকারী দিলে সত্বর উপকার হয়। প্রদরান্তক লৌহে বেশ কাজ হয়।

(ঘ) গ্রন্থিযুক্ত শুক্র। নিষ্ফল শুক্র কষ্টে বাহির হয় এবং 'থোলো থোলো' বাহির হইয়া থাকে। মাংস রসের সহিত এরণ্ড তৈলের বিরেচন লইবে। সর্ব্ববিধ শুক্র রোগেই মাংস রস ও দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ মাত্রিক বস্তি দিবে। পিচ্ছিল শুক্রের চিকিৎসা করিবে।

মন্তব্য। দাস্তের সময় বেগ দিলে কখন কখন বিন্দু বিন্দু শুক্র নির্গত হয়। ইহা রোগের মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। ডাক্তার বেকার বলেন যে শুক্রনালীতে সঞ্চিত শুক্রের উপর চাপ পড়িলে ঐরূপে শুক্র নিঃসৃত হইতে পারে।

অপক্ক বয়সে বা অস্বাভাবিক উপায়ে বা অপরিমিত মাত্রায় শুক্র নিঃসারিত হইলেও ঐ দোষ ঘটে। তন্মধ্যে অপক্ক বয়সে বা অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্র ক্ষীণ হইলে চিকিৎসা কঠিন হয়, হয়তো রোগীর উন্মাদ হইতে পারে,সে উন্মাদ যাপ্য হইতে পারে; কিন্তু সাধ্য হয় না। ঔষধ যথা;—

(১) আমলকী চূর্ণ এক তোলা ও চিনি এক ছটাক প্রত্যহ প্রাতঃকালে জলের সহিত পান করিবে।

(২) দূর্ব্বার মূল, কেশুর, নাটার মূল, জলজাত পানার মূল, মুতো ও শৈবাল (গ্যাঁজ) যথা নিয়মে কাথ করিয়া পান করিবে। অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষীণ বা স্বপ্নদোষে দৃষ্ট ফল।

(৩) বক্ষে বেদনা বা উন্মাদ হইলে চ্যবন প্রাশ দিবে। চ্যবনপ্রাশ সেবনকালে রৌদ্র বায়ু পরিত্যাগ করিবে। অগ্রে

এরণ্ড তৈল পান করিয়া শরীর শোধন করিবে। অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে।

(৪) শুক্রক্ষয়বশতঃ বালকের স্মৃতিনাশ হইলে ঔষধ ব্রাহ্মী ঘৃত। এই ঔষধ পুরাতন ঘৃতে প্রস্তুত করিবে।

(৫) এই রোগে শরীর ফেকাশে হইলে শিলাজতু লৌহ দিবে।

(৬) স্বপ্নদোষে হরীতকী ও বেগুন খাইবে না। সর্ব্বপ্রকার শুক্র রোগেই অর্দ্ধমাত্রিক বস্তি দিবে। বস্তির পাচনের সহিত চতুর্থাংশ মাংসবস যোগ করিলে ভাল হয়। কিন্তু সে স্থলে পাচনের ভাগ চতুর্থাংশ মাত্রায় কমাইয়া দিবে।

কষ্ট শুক্র। অধিক সহবাস বা অন্য কারণে বায়ু কুপিত হইলে শুক্র পাতলা, ফেনযুক্ত ও অতি কষ্টে অল্প অল্প বাহির হয়। ইহা গর্ব্ভোৎপাদক হয় না। ঔষধ ও পিচকারী জীবনীয় ঘৃত।

উষ্ণ শুক্র। নিঃসরণকালে উপস্থের মধ্যে দাহ হয়। বর্ণ পীত বা নীল। ইহা গর্ব্ভোৎপাদক হয় না। ঔষধ ও পিচকারী আমলক রসায়ন।

পিচ্ছিল শুক্র। ইহা গর্ব্ভোৎপাদক হয় না। ঔষধ পিপ্পলী রসায়ন বা ত্রিফলা রসায়ন বা গুড়ূচী লৌহ। ত্রিফলার পিচকারী দিবে।

গণোরিয়া রোগ সম্বৎসর পার হইলে কিম্বা গণোরিয়া রোগে ক্ষয় রোগ উপস্থিত হইলে ক্ষয় রোগের চিকিৎসা করিবে। দীর্ঘকাল চরকের অমৃতপ্রাশ ও পুষ্টিকর পথ্য সেবন করিলে কিম্বা কুষ্মাণ্ড ও ভূমিকুষ্মাণ্ড সেবন করিলে গণোরিয়া বিষ দূর হইতে পারে। এই রোগে কুষ্মাণ্ড উত্তম পথ্য। কেননা উহা মূত্রাঘাত, রক্তমূত্র, প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ ও অশ্মরী নাশ করে। দরিদ্র রোগী

ঔষধার্থে কেবল দুগ্ধ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ এবং ব্যঞ্জনার্থে কেবল কুষ্মাণ্ড সেবন করিবে।

অনন্তাদি ঘৃত। *অনন্তমূল মূল সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ষোল সের। যষ্টিমধুর কল্ক একপুয়া, আমলকীর কল্ক এক পুয়া এবং সালসা মূলের কল্ক আধ সের। ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস চারি সের। দুগ্ধ চারি সের ও ঘৃত চারিসের পাক করিবে। পাক শেষে শীতল হইলে মধু দুইসের ও চিনি চারিসের মিশ্রিত করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ বা এক তোলা। অনুপান এক পুয়া গরম দুধ। এই ঘৃত পান ও উত্তর বস্তিতে প্রযোগ করিলে গণোরিয়ার সর্ব্ববিধ উপসর্গ দূর হইতে পারে। পথ্য পুষ্টিকর আহার, অবগাহন ও অভ্যঙ্গ। শরীরে পারা দোষ থাকিলে অবগাহন সহে না।

আমাদের ঔষধ।

মূত্রদোষ কোষ্ঠবদ্ধ ও শুক্রদোষে সুলভ চ্যবন প্রাশ একবেলা এবং ৩নং পঞ্চপল্লব এক বেলা। উপস্থে স্তম্ভ কিম্বা দাহ কিম্বা বিকালে জ্বর থাকিলে মহেন্দ্র রসায়ন এক বটী ও পঞ্চ-পল্লব একবটী অনুপান গোলঞ্চের রস। সারস্বত ঘৃতের প্রলেপ দিবে। ভিতরে ঘা থাকিলে ১নং পঞ্চপল্লব। শরীরে পারা দোষ থাকিলে সুলভচ্যবনপ্রাশ একবেলা ও লৌহ রসায়ন এক বেলা। শরীরে কণ্ডু হইলে সারস্বত ঘৃত পান ও লেপন করিবে।

* ডাক্তার ওসানসী বলেন যে সালসা অপেক্ষা অনন্ত মূলে অধিক কার্য্য হয়। আমাদের মতে আয়োডাইট অব পটাস ও ত্রিফলার জল তুল্য গুণ অথচ ত্রিফলার জল রসায়ন। অতএব সালসার বদলে ত্রিফলাচূর্ণ ও অনন্তমূল সেবন করিবে।

গণোরিয়ার পুরাতন অবস্থায় কল্পরাজ তৈল ও রসায়ন ঘৃত ব্যবহার করিবে।

গৃহিণীদিগের জন্য কয়েকটী মুষ্টিযোগ।

চরকের সূত্রস্থান হইতে গৃহীত।

(ক) ছেলের শেজে মুতো (শয্যামূত্র) রোগ থাকিলে তাহাকে শয়নের পূর্ব্বে দিন চারি পাঁচ নিম্নলিখিত কোন একটী গাছের ছালের রস বা পাতার রস এক দুই তোলা পরিমাণে দিবে;—জাম, আম, পাঁকুড়, বট, আমড়া, যজ্ঞডুম্বর ও অশ্বথ। অথবা বেড়েলা মূলের চূর্ণ দুই মাষা চিনি ও দুগ্ধের সহিত পান করাইবে।

(খ) বমি নিবারণ করিতে হইলে জামপাতা, আমপাতা, গোলঞ্চের রস, দাড়িমের রস, যবের ছাতু বা খৈয়ের ছাতু মধুর সহিত চাটিতে দিবে।

(গ) মূত্র কষা হইলে গোক্ষুর, পাতরকুঁচী, উলু, কুশ, কেশে কিম্বা গোলঞ্চের রস কিম্বা উহাদের কোন একটীর সহিত সিদ্ধ জল পান করাইবে।

(ঘ) প্রসূতির স্তনে দুধ কম হইলে উহাকে অন্য আহার অধিক না দিয়া ভাত ও দুধ অধিক পরিমাণে দিবে। আর বেনা, খাগড়া, উলু, কুশ, কাশ বা গোলঞ্চের কাথ দিবে।